# কল্কি পুরাণ।

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায়
অনুবাদিত।

এই শ্রুতিমধুর কল্কিপুরাণ সমুদায় শাস্ত্রের সারস্বরূপ ও চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ।"

কল্কি পুরাণ।

বাঙ্গালা যন্ত্র।

বি সি চট্টোপাধ্যায়, এল্ এন্ দাস এণ্ড কোং।

কলিকাতা,—করণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট নং ৭৫।

সন ১২৮৩ সাল।

গ্রন্থোৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত রতিকান্ত গোস্বামী—

অগ্রজ মহাশয়েষু—

ভ্রাতৃ-বৎসল!

পুরাণ-শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। মাদৃশ লোকের এরূপ দুরূহ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল গ্রন্থকার নামের অত্যুচ্চ গৌরব লাভেচ্ছা-বাসনায় তরুণ চিত্তের চপলতা প্রকাশ মাত্র। ইহাতে যে আমি সকলের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া সাধারণের নিকট গৌরবভাজন হইব সে ভরসা করি না; কিন্তু ইহাতে আপনার আনন্দোদয় হইবে, তাহা নিশ্চয় জানি; কারণ, প্রথমতঃ ইহা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, আপনিও পুরাণ-প্রিয়; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর ভাবি চরিত বর্ণিত আছে, আপনিও পরমবৈষ্ণব; তৃতীয়তঃ আপনার অনুজের উপহার এবং আপনিও নিতান্ত ভ্রাতৃ-বৎসল; অতএব অনুবাদ উৎকৃষ্ট হউক বা না হউক, অন্ততঃ ঐ সকল কারণেও আপনি সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। সেই ভরসায় মদনুবাদিত এই কল্কিপুরাণ সবিনয়ে আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম। ইতি

আপনার নিতান্ত অনুগত ও বিনয়াবনত

সেবক

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী।

# ভূমিকা।

পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইলে ভগবান্ বিষ্ণু কল্কি-নামধারী নর-রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া কলিকুল বিনাশ পূর্ব্বক যেরূপে পুনর্ব্বার সত্যযুগের অবতারণা করিবেন, এই কল্কিপুরাণে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে এরূপ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ বোধ হয় আর একখানিও নাই। ইহা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ নারদীয়পুরাণে পুরাণসংখ্যা-স্থলে কল্কিপুরাণের নামোল্লেখ নাই। ৺ স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুমে উপপুরাণের নামোল্লেখ করিয়াছেন সে স্থানেও ইহার উল্লেখ নাই। ইহাতে এই অনুমান হয়, যৎকালে পুরাণ ও উপপুরাণ সকল প্রণীত ও ঐ সকল গ্রন্থের নামগুলি কবিতাসূত্রে গ্রথিত হয় কল্কি-পুরাণ তাহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছে সুতরাং লিপিবদ্ধ নামসমূহের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কল্কিপুরাণের রচনা দেখিলেও ইহা তৎকালের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। যাহাই হউক, যদিও কল্কিপুরাণ কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মাকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে তাহা মাদৃশ লোকের অনুমানের অগোচর তথাপি যখন তৃতীয় অংশের একবিংশ অধ্যায়ে "ইহা দ্বিজরূপী বেদব্যাস কর্ত্তৃক

ভূতলে প্রকাশিত হইয়াছে” বলিয়া লিখিত আছে তখন তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না এবং অনর্থক অব্যয়শব্দ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল বংশাবলী, সৃষ্টিপ্রকরণ, মনু ও মন্বন্তর প্রভৃতিতেই অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণ সকলের কলেবর পরিপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কল্কিপুরাণে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আড়ম্বর নাই। তবে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটী পুরাণের অঙ্গ বলিয়াই গ্রন্থকার কেবল তাহার আভাষমাত্র রাখিয়া গিয়াছেন এবং কোন কোনটী একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নৈষধ ও মাঘপ্রভৃতি কাব্যেতে যেমন এক একটী বিষয় অথবা এক একজনের চরিতই প্রদর্শিত হইয়াছে সেইরূপ ইহাতে কেবল কল্কি-চরিতই আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্গার, বীর ও শান্তিরসই বিশেষ অনুভূত হয়; অন্যান্য দুই একটী রসও অবিস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহাকে পুনরুক্তিপূর্ণ, পুরাতন কথাচ্ছন্ন, রসহীন পুরাণ না বলিয়া একখানি অভিনব সুমধুর কাব্য বলিলেও বলা যায়।

কিছুদিন হইল আমি এই কল্কিপুরাণের দ্বিতীয় অংশের শেষ পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া “পূর্ণ শশী” নামক একখানি মাসিকপত্রে প্রকাশ করি। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত মাসিক পত্রখানি বন্ধ হওয়াতে আমারও অনুবাদ বন্ধ হয়। এক্ষণে আমার কতিপয় পরমবন্ধুর বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সমগ্র কল্কিপুরাণ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

কল্কিপুরাণ যদিও ভবিষ্যৎ আখ্যান তথাপি গ্রন্থের মাধুর্য্য-

রক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থকার অতীত-বোধক ক্রিয়াপদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমি অনুবাদক, সুতরাং আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইল।

পূর্ণশশীতে যতদূরপর্যন্ত অনুবাদিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। অনুবাদ যতদূর সরল ও সুমধুর করিতে পারি সে বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে ইহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইলেই শ্রম সফল বোধ করি।

আমার অনুপস্থিতি-বশতঃ কতিপয় স্থলে দুই একটী লিপিপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ক্ষমাশীল পাঠকগণ উক্ত অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন ; তবে আমার ক্ষমা প্রার্থনা কেবল বাহুল্য মাত্র।

সন ১২৮৩ সাল<br>২০ এ চৈত্র।

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী।<br>বৈঁচী

# কল্কিপুরাণ।

## প্রথম অংশ।

### প্রথম অধ্যায়।

নমো গণেশায়।

ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবতা, সাধুশীল সমস্ত মহর্ষি ও লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোক আপন আপন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন, কি তান্ত্রিক কি বৈদিক সমুদায় শাস্ত্রের প্রথমেই যাঁহার বন্দনা বিহিত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের আশ্রয়স্বরূপ এবং যিনি অজ ও অচ্যুতনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই বিঘ্ননাশন অনন্তকে নমস্কার করি।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিতে হয়।

ধরাপীড়ক ধরাপতিগণ যাঁহার ভীষণ ভুজঙ্গকবল-সদৃশ কর-কবলে কবলিত হইয়া ভস্মাবশেষ ও তীক্ষ্ণধার করবাল দ্বারা বি-দলিত হইয়াছেন, যিনি নিরন্তর অশ্বারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যিনি সত্যাদি চারি যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতেই

যাঁহার প্রবৃত্তি, দ্বিজকুলসম্ভূত কল্কিনামধারী পরমাত্মাস্বরূপ সেই ভগবান্ হরি সকলকে রক্ষা করুন্।

নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মহর্ষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ লোমহর্ষণতনয়! তুমি ত্রিকালজ্ঞ, নিখিল পুরাণও তোমার অবিদিত নাই, অতএব জগৎপ্রভু জগদীশ্বর হরি কে, কোথায় জন্মিয়াছিলেন এবং কি নিমিত্তই বা নিত্যধর্ম্মের বিনাশ সাধন করেন, এই সমস্ত ভগবদ্‌-বিষয়িণী কথা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। লোমহর্ষণপুত্র মহর্ষি-গণের এই কথা শ্রবণমাত্র জগৎপতি হরিকে স্মরণ করিয়া হর্ষ-পুলকিত গাত্রে কহিতে লাগিলেন।

সূত কহিলেন, আমি সেই অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করাতে প্রজাপতি তাঁহাকে ঐ আখ্যান বলিয়াছিলেন। তৎপরে নারদ অমিততেজা মহামুনি ব্যাসের নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ব্যাসদেব ব্রহ্মবাদী ধীমান্ নিজ পুত্র শুকদেবের নিকট ব্যক্ত করেন। শুকদেবও পরমবৈষ্ণব অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতের সভায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সপ্ত দিবসে তাঁহার ঐ আখ্যান সমাপ্ত হইল এবং নরপতি পরীক্ষিতও প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা পরীক্ষিতের পর-লোকের পর পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁহাদের নিকট পুনরায় ঐ আখ্যান কীর্ত্তন করেন।

হে মহর্ষিগণ! আমি সেই পুণ্যাশ্রমে শুকদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি, সেই ভগবদ্‌বিষয়ক অতিপবিত্র শুভকর আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া অবিচ্ছেদে শ্রবণ করুন্। কৃষ্ণের

বৈকুণ্ঠগমনের পর যেরূপে কলি প্রাদুর্ভূত হয়, আমি শুকদেবের বচনানুসারে তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি।

প্রলয়ের পর জগৎস্রষ্টা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আপন পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘোরদর্শন কৃষ্ণকায় পাতকের সৃষ্টি করেন। ঐ পাতক অধর্ম্ম নামেই বিখ্যাত। উহার বংশ কীর্ত্তন, শ্রবণ অথবা স্মরণ করিলেও লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। রমণীয়রূপা মার্জ্জারনয়না মিথ্যা উহার প্রিয়তমা ভার্য্যা এবং মহাতেজস্বী কোপনস্বভাব দম্ভ উহার পুত্র। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়ার গর্ব্ভে লোভনামে এক পুত্র ও নিকৃতিনাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করে। লোভও আপন ভগিনীর গর্ব্ভে ক্রোধনামক এক পুত্র এবং হিংসা নাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করে। ঐ লোভপুত্র ক্রোধই স্বভগিনী হিংসার গর্ব্ভে কলিকে উৎপাদন করিয়াছে। ঐ কলি নিরন্তর বাম হস্তে উপস্থ ধারণ করিয়া থাকে; তৈলসিক্ত অঞ্জনের ন্যায় উহার বর্ণ, কাকের সদৃশ উদর, বদন করাল, জিহ্বা লোল; ফলতঃ উহাকে দেখিতে অতি ভীষণাকার। উহার গাত্র হইতে সর্ব্বদাই পূতিগন্ধ বহির্গত হইতেছে এবং দ্যূত, মদ্য, স্ত্রী ও সুবর্ণই উহার আশ্রয়। ঐ কলি আপন ভগিনী দুরুক্তির গর্ব্ভে ভয়নামক পুত্র ও মৃত্যু-নাম্নী কন্যা উৎপাদন করে। উহাদের উভয়ের সমাগমে নিরয়-নামে এক পুত্র ও যাতনানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হয়। নিরয় নিজ ভগিনী যাতনার গর্ব্ভে বহুসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করে। এইরূপে কলির বংশে অসংখ্য ধর্ম্মনিন্দক জন্মিয়াছিল। উহারা সকলেই যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, বেদ ও তন্ত্রের বিনাশক। আধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক ও ভয়ই উহাদের আশ্রয়। কলিরাজের অনুচরেরা লোকবিনাশমানসে সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে,

সুতরাং লোকসকল ভ্রষ্টাচার, কামুক ও ক্ষণস্থায়ী হয়। কলির প্রারম্ভে লোকসকল দাম্ভিক, দুরাচার ও পিতামাতার দ্বেষ্টা। ব্রাহ্মণেরা অতি দীন, বেদহীন, শূদ্রসেবায় তৎপর, কুতর্কনিপুণ ধর্ম্মবিক্রয়ী, নীচপ্রকৃতি, বেদবিক্রয়ী, রসবিক্রয়ী, মাংসবিক্রয়ী, ক্রূর, শিশ্নোদর-পরায়ণ, পরদার-নিরত, মত্ত, বর্ণসঙ্করকারী, হ্রস্বাকার, পাপ-পরায়ণ, শঠ ও মঠনিবাসী। এই সময়ে লোকের আয়ু ষোড়শ বৎসরমাত্র। শ্যালকই উহাদের পরমবন্ধু। সকলেই কুসংসর্গে রত, কলহকুশল এবং কেশ ও বেশবিন্যাসে তৎপর। কলিতে ধনিগণই কুলীন, বার্দ্ধুষিক (সুদখোর) বিপ্রগণই পূজ্য, সন্ন্যাসীগণ গৃহাসক্ত এবং গৃহস্থ সকলে অবিবেকী। ধর্ম্মধ্বজিগণ (ভণ্ড সন্ন্যাসীরা) গুরুনিন্দারত ও সাধুবঞ্চক এবং শূদ্রেরা প্রতিগ্রহকারী ও পরস্বহরণে তৎপর। কলিযুগে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর স্বীকারের নাম বিবাহ। এই কালে শঠের সহিত বন্ধুত্ব, প্রতিদানে বদান্যতা, শক্তির অভাব হইলেই ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইলেই বিরাগ, পাণ্ডিত্য প্রকাশের সময় বাচালতা, যশের নিমিত্ত ধর্ম্মসেবন এবং ধনাঢ্য হইলেই সৎ ও ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত। তীর্থসকল দূরগত ও জলসংস্থিত। যাহার গলদেশে সূত্র, সেই ব্রাহ্মণ এবং যাহার হস্তে দণ্ড, সেই দণ্ডী। শস্য সকল নদীতীরে রোপিত ও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্ত্রীগণ নিজ নিজ পতির প্রতি বিরত হইয়া ভ্রষ্টালাপেই সন্তুষ্ট। বিপ্রগণ পরান্নলোলুপ এবং চণ্ডালের গৃহেও যাগাদি করিতে উদ্যত। সকল কামিনীই স্বেচ্ছাচারিণী, সুতরাং কাহাকেও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মেঘ সকল অনিয়মে বারিবর্ষণ করে, সুতরাং মেদিনী অল্প শস্যশালিনী। নরপতিগণ প্রজাপীড়ক, সুতরাং প্রজাগণ করপীড়ায়

নিপীড়িত হইয়া ক্ষুব্ধমনে স্কন্ধে ভারগ্রহণ ও পুত্রের হস্তধারণ-পূর্ব্বক গিরিদুর্গ ও নিবিড় বন আশ্রয় করে। তথায় তাহাদিগকে মধু, মাংস ও ফলমূলদ্বারা প্রাণধারণ করিতে হয়। লোকমাত্রেই কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে। কলির প্রথমপাদে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়পাদে কেহ কৃষ্ণের নামগ্রহণও করে না; তৃতীয়পাদে ঘোর বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয় এবং চতুর্থপাদে একবারে একবর্ণা হইয়া সকলেই কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত এবং স্বাধ্যায়, স্বধা, স্বাহা, বৌষট ও ওঁকার-বর্জ্জিত হয়। দেবগণের আর আহার হয় না। অনন্তর সুরগণ অতি দীনা ক্ষীণা ধরিত্রীকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া দেখেন, ব্রহ্ম-লোক বেদধ্বনিতে নিনাদিত, যজ্ঞধূমে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক নিষেবিত। তথায় সুবর্ণ বেদির যূপোদ্যানের মধ্যস্থলে ফল-পুষ্প-পরিবেষ্টিত দক্ষিণাবর্ত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। সরোবর সকল যেন হংস-সারসের কলরবদ্বারা অতিথিগণকে আহ্বান করিতেছে। লতা সকল ক্ষণে ক্ষণে বায়ুভরে ঈষৎ অবনত হইয়া যেন প্রণাম করিতেছে এবং কুসুমস্থিত অলিকুল যেন অতিথিগণকে আহ্বান, তাঁহাদের সৎকার এবং তাঁহাদের সহিত মধুরালাপ করিতেছে।

পরম দুঃখিত দেবগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অনুমতিক্রমে ব্রহ্মার সদনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ত্রিভুবন-জনক ব্রহ্মা এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট আছেন এবং সনক সনন্দ ও সনাতন এবং সিদ্ধগণ তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। দেবগণ তথায় গমন করিয়াই অবনতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

সূত কহিলেন, অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার বচনানুসারে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক কলির দোষে ধর্ম্মের যেরূপ হানি হইতেছিল, সমস্ত কহিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দুঃখিত দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া তোমাদিগের অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিব। এই কথা বলিয়া দেবগণপরিবৃত ব্রহ্মা গোলকবিহারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার স্তব করিয়া দেবগণের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে কহিলেন, হে বিভো! আমি তোমার নিদেশানুসারে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতির গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিব। হে দেব! আমি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত মিলিত হইয়া কলিক্ষয় করিব। আমার অংশস্বরূপ দেবগণ বান্ধবরূপে অবতীর্ণ হইবেন। আর আমার এই কমলনয়না প্রিয়তমা লক্ষ্মী পদ্মা নাম ধারণ পূর্ব্বক সিংহলদেশে নরপতি বৃহদ্রথের পত্নী কৌমুদীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবগণ! তোমরা ভূমণ্ডলে গমন কর; আমি মেরু ও দেবাপি নামক রাজদ্বয়কে পৃথিবী-রাজ্যে স্থাপিত করিব। হে বিভো! ক্রূর কলিকে বিনাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সত্যযুগ ও পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়া আমি আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিব।

দেবগণ-পরিবৃত কমলযোনি ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন এবং দেবগণও স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। হে বিপ্রর্ষে! এ দিকে জন্মগ্রহণোদ্যত পরমাত্মা বিষ্ণুও নিজ মহিমাপ্রভাবে শম্ভলগ্রামে প্রবেশ করিলেন। যাঁহার শ্রীপাদপঙ্কজ গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশিগণ নিয়ত সেবা করিয়া থাকে, বিষ্ণুযশা সেই বিষ্ণুময় গর্ভ সুমতির গর্ভে সংস্থাপিত করিলেন।

জগৎপতি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলে সরিৎ, সমুদ্র, গিরি, স্থাণু প্রভৃতি স্থাবর সকল প্রশান্ত এবং মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণ হর্ষান্বিত হইলেন। অন্যান্য সকল প্রাণীগণেরই অপার আনন্দোদয় হইল। পিতৃগণ পরমাহ্লাদে নৃত্য ও দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া যশোগান করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভগবান্ মাধব বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতা হৃষ্টমানসে পুত্রকে অবলোকন করিলেন। মহাষষ্ঠী ধাত্রী মাতার কার্য্য সমাধান করিলেন, অম্বিকাদেবী নাভিচ্ছেদন করিলেন, ভগবতী ভাগীরথী উদকদ্বারা ক্লেদমোচন করিতে লাগিলেন এবং সাবিত্রী দেবী গৃহমার্জ্জনে উদ্যত হইলেন। সেই অনন্ত বিষ্ণুকে ভগবতী বসুমতী সুধাসম দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার জন্মদিনে মাতৃকাগণ মাঙ্গল্যবচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

তখন কমলযোনি ভগবান্ বিষ্ণুর জন্ম অবধারণ পূর্ব্বক আশুগামী শিষ্য অনিলকে কহিলেন, তুমি সূতিকাগারে গমন করিয়া ভগবান্ নারায়ণকে প্রবোধিত করিয়া বল হে নাথ! আপনার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেবগণেরও সুদুর্লভ; অতএব আপনি ঈদৃশ রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্যের ন্যায় রূপধারণ করুন্। পিতামহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশীতল সুরভি পবন তাঁহার বচনানুসারে

ত্বরায় তথায় গমনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান্ বিষ্ণু সেই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ হইলেন! তাঁহার মাতাপিতা তদ্দর্শনে মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ আবার ভ্রম-সংস্কারের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। তৎকালে জীবগণ পাপতাপ-বিহীন হইয়া শম্ভলগ্রামে বহুবিধ মঙ্গলাচরণ ও উৎসবে নিমগ্ন হইল। সুমতি জগৎপতি জয়শীল বিষ্ণুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া সফলমনোরথ হইলেন এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া একশত গো প্রদান করিলেন। কল্যাণবর্দ্ধনোৎসুক বিষ্ণুযশা বিশুদ্ধান্তঃকরণে সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদী বিপ্রশ্রেষ্ঠগণের সহিত হরির নামকরণে নিযুক্ত হইলেন। সেই সময়ে রাম, কৃপ, ব্যাস, দ্রৌণি প্রভৃতি মুনিগণ ও অপরাপর লোক সকল বালকভাবাপন্ন হরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। দ্বিজবর বিষ্ণুযশা সূর্য্যসন্নিভ রামাদি মুনিচতুষ্টয়কে সমাগত দেখিয়া পরমপুলকিতমনে তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। মনোহর আসনে সুখাসীন মুনিশ্বরগণ যথোপচারে পূজিত হইয়া অঙ্কগত হরিকে দর্শন করিলেন এবং সেই নররূপধারী বালক বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, পাপ কলিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই ভাবিয়া তাঁহারা ভগবানের কল্কিনামে নামকরণ করিয়া সংস্কার সমাপনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে যথাস্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ কংসারি সুমতিকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় অল্পকালমধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বীর্য্যবান্ কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্রকপ্রভৃতি কল্কির জ্যেষ্ঠত্রয় পিতামাতার

অত্যন্ত প্রিয় ও বিপ্রগণের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মতৎপর সাধুগণ ভগবান্ কল্কির অংশে পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গার্গ্য, ভর্গ্য ও বিশালাদি জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন। বিশাখযূপ নরপতি কর্ত্তৃক পরিপালিত সন্তাপ-শূন্য ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ কল্কিকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন। বিষ্ণুযশা সর্ব্বগুণাকর ধীর কমললোচন পুত্র কল্কিকে পাঠোদ্যত দেখিয়া কহিলেন, তাত! অগ্রে তোমাকে অনুত্তম যজ্ঞসূত্রসম্পন্ন ব্রহ্মসংস্কার ও সাবিত্রী পাঠ করাইব; পরে তুমি বেদ পাঠ করিবে।

কল্কি কহিলেন, পিত! বেদ কি, সাবিত্রীই বা কি এবং কি প্রকার সূত্রে সংস্কৃত হইয়া লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হয় সেই যথার্থ তত্ত্ব আমাকে বলুন্।

পিতা কহিলেন, বৎস! ভগবান্ হরির বাক্যই বেদ এবং সাবিত্রী সেই বেদের মাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন। আর ত্রিরাবৃত্ত ত্রিগুণ সূত্রদ্বারাই ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণগণ দশ-যজ্ঞ-সংস্কৃত ও ব্রহ্মবাদী, সেই ব্রাহ্মণগণেই ত্রিলোকপোষক বেদ সংস্থাপিত আছে! ভক্তগণ বেদতন্ত্র বিধানানুসারে যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দানাদি, তপ, স্বাধ্যায় ও সংযমদ্বারা ভক্তিসহকারে হরিকে প্রীত করিয়া থাকে। সেই জন্য শুভদিনে ব্রাহ্মণ ও বান্ধব-গণের সহিত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা তোমাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

পুত্র কহিলেন, পিত! ব্রাহ্মণেতে যে দশ সংস্কার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই দশ সংস্কার কি এবং কি কারণেই বা ব্রাহ্মণগণ বিধানানুসারে বিষ্ণুরে পূজা করিয়া থাকে?

পিতা কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ হইতে ব্রহ্মতেজঃসমুৎপন্ন, গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, সন্ধ্যাত্রয়-সম্পন্ন, সাবিত্রী-পূজা ও জপপরায়ণ, তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর, ধর্ম্মবৎসল, সদানন্দময় ব্রাহ্মণ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া এই সংসারকে পরিত্রাণ করেন।

পুত্র কহিলেন, তাত! যে দ্বিজ সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিতেছেন এবং ভগবান্ হরিকে প্রীত করিয়া স্বয়ং কামপ্রদ হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! সেই সকল ধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণগণ দ্বিজপাতন, ধর্ম্মঘাতিক, বলবান্ কলি কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া বর্ষান্তরে গমন করিয়াছেন। অল্পতপা যে সকল ব্রাহ্মণ এই কলিযুগে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা ক্রিয়াবিহীন, অধর্ম্মনিরত ও শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া কালযাপন করিতেছেন। এই কলিযুগে পাপাচারী, দুরাচারী, তেজোহীন, শূদ্রসেবক ব্রাহ্মণগণ আর আপনাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে না।

সাধুনাথ ভগবান্ কল্কি কলিকুল বিনাশের অভিলাষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পিতার ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং ব্রাহ্মণ ও বান্ধবগণকর্ত্তৃক উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতে লাগিলেন।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মহাত্মা কল্কি যখন গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন, সেই সময়ে মহেন্দ্রপর্ব্বতবাসী মহাত্মা জমদগ্নিতনয় রাম তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণতনয়! আমি মহাত্মা ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমি জমদগ্নির পুত্র, বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সুনিপুণ; আমি পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত এই মহেন্দ্রপর্ব্বতে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমিই তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিব; তুমি আমাকেই ধর্ম্মানুসারে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর এবং এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় বেদ ও অন্যান্য উত্তমোত্তম শাস্ত্র পাঠ কর।

ভগবান্ কল্কি জমদগ্নিনন্দন রামের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন, এবং অগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিলেন। তিনি পরশুরামের নিকট সাঙ্গবেদ, চতুঃষষ্টিকলা ও ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি যথানিয়মে শিক্ষা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেব! আপনি যে দক্ষিণা পাইয়া সন্তোষলাভ করিবেন, ও যাহাদ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এক্ষণে আপনি আমার নিকট হইতে সেই দক্ষিণা প্রার্থনা করুন্।

রাম কহিলেন, হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি কলিনিগ্রহের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে শম্ভলগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি আমার নিকট

হইতে বিদ্যা-অভ্যাস, ভগবান্ মহাদেবের নিকট হইতে অস্ত্র ও বেদময় শুক লাভ এবং সিংহল দেশে পদ্মাকে বিবাহ করিয়া, ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে। পরে তুমি দিগ্বিজয়ে ধর্ম্মপরিশূন্য কলিপ্রিয় বৌদ্ধনরপতিগণকে নিগ্রহ করিয়া দেবাপি ও মরুকে পৃথিবীরাজ্যে সংস্থাপিত করিবে। সেই সৎকার্য্য দ্বারা আমি যার পর নাই পরিতুষ্ট হইব এবং ইহাই আমার যথেষ্ট দক্ষিণা। এই কার্য্য সংসাধিত হইলেই আমি নিয়মানুসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিব। মহাভাগ কল্কি মুনিবর রামের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভগবান্ মহেশ্বরকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং বিধানানুসারে সেই হৃদয়স্থিত মঙ্গলময় শান্তমূর্ত্তি মহেশ্বরকে পূজা ও মনে মনে ধ্যান করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে গৌরীবল্লভ! তুমি বিশ্বনাথ, শরণ্য, ভূতগণের আশ্রয়, বাসুকী তোমার কণ্ঠভূষণ; তুমি ত্রিনেত্র, পঞ্চবদন, আদিদেব ও পুরাণ। তুমি আনন্দ সন্দোহদাতা; আমি তোমারে বন্দনা করি। তুমি যোগের অধীশ্বর, কাম্য কর্ম্মের বিনাশক ও করাল। তুমি সকলের ঈশ্বর, গঙ্গার সংসর্গে তোমার মস্তক সিক্ত রহিয়াছে, তুমি জটজূটধারী মহাকাল ও চন্দ্রকপাল; আমি তোমারে নমস্কার করি। তুমি শ্মশানবাসী; ভূত ও বেতালগণ তোমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে; তোমার হস্তে খড়্গ ও শূলপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাইতেছে; প্রলয়কালে লোকসমুদায় তোমার ক্রোধাগ্নিতে উদ্ধূত ও অস্তমিত হইবে। তুমি ভূতগণের আদি, তুমিই পঞ্চভূতদ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক, তুমি জীবত্বপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে রত হও; আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিশ্ব সংসারের রক্ষণের নিমিত্ত সর্ব্ববিজয়ী বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ সাধুগণকে

পালন করিতেছ। তুমি শব্দাদির রূপে গুণাত্মা হইয়াও ব্রহ্মাভিমানে পূর্ণ রহিয়াছ; হে পরমেশ্বর! আমি তোমারে নমস্কার করি। হে দেব! তোমার আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, দিবাকর উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিতেছেন এবং নিশানাথ, গ্রহ ও তারকাগণের সহিত গগনে সমুদিত হইতেছেন; অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তোমার আজ্ঞায় বিশ্বপালিনী ধরণী সকলকে ধারণ করিতেছেন, দেবগণ নিয়মানুসারে বারি বর্ষণ করিতেছেন, কাল সময় বিভাগ করিয়া দিতেছেন ও সুমেরুশৈল মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া ধরা ধারণ করিতেছে; অতএব হে বিশ্বরূপ ঈশান! আমি তোমারে নমস্কার করি।

সর্ব্বাত্মদর্শন ভগবান্ মহাদেব কল্কির এইরূপ স্তব শ্রবণে প্রিয়তমা পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং প্রীতিপূর্ব্বক করদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, তাহা বল। তোমার প্রণীত এই স্তোত্র এই ভূমণ্ডলে যে সকল ব্যক্তি পাঠ করিবে, ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদিগের সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইবে। ত্বৎকৃত এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম ও ভোগাভিলাষী ভোগ্য বস্তু লাভ করিতে পারিবে। হে মহাভাগ! পক্ষীরাজ গরুড়ের অংশসম্ভূত, কামচারী, বহুরূপী এই হয়রত্ন ও এই সর্ব্বজ্ঞ শুকপক্ষী আমি তোমারে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। ইহার প্রভাবে মানবগণ তোমারে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ, সর্ব্ববেদ-পারদর্শী ও সর্ব্বভূত-বিজয়ী বলিয়া জানিবে। আর তুমি গুরু ভারাক্রান্তা ধরিত্রীর ভারাবতরণের নিমিত্ত রত্নময় মুষ্টিশোভিত মহাপ্রতাপশালী এই করাল করবাল গ্রহণ কর।

কল্‌কি দেবদেব মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং বেগগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শম্ভলগ্রামে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণকে বিধানানুসারে প্রণাম করিয়া জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। পরমতেজস্বী মহাত্মা কল্‌কি হৃষ্টান্তঃকরণে জ্ঞাতিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবদেব মহাদেব হইতে বরলাভ ও সমস্ত মঙ্গলজনক বাক্য বলিলেন। গার্গ্য, ভর্গ্য ও বিশালপ্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। শম্ভলগ্রামবাসীগণ সকলেই ঐ বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল। নরপতি বিশাখযূপ লোকমুখে ঐ কথা শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, ভগবান্ হরি কলিনিগ্রহের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তৎকালে তিনি দেখিলেন, নিজ মাহিষ্মতী নগরীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতাচরণে নিযুক্ত হইয়াছেন। কমলাপতি ভগবান্ বিষ্ণুর আবির্ভাবে সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়াছে দেখিয়া, নরপতিও ধর্ম্মকর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইলেন এবং বিশুদ্ধমনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। লোভ মিথ্যা প্রভৃতি কলিবংশীয়গণ অধার্ম্মিকগণকেও স্বধর্ম্মে একান্ত নিবিষ্ট দেখিয়া দুঃখিতমনে সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন ভগবান্ কল্‌কি উৎকৃষ্ট বর্ম্ম, বিমলপ্রভা-সম্পন্ন খড়্গ ও শরশরাসন ধারণপূর্ব্বক দ্রুতগামী জয়শীল অশ্বে আরোহণ করিয়া নগর হইতে বিনির্গত হইলেন। সজ্জনপ্রিয় মহীপতি বিশাখযূপ শম্ভলগ্রামে ভগবান্ হরি কল্‌কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া

তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, উচ্চৈঃশ্রবারূঢ় দেবগণ-পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, তারকাগণ-পরিবৃত শশধরের ন্যায়, ভগবান্ কল্কি, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র ও গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশালপ্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। মহীপতি বিশাখযূপ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং অবনতশিরে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবভাব প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান্ কল্কি নরপতি বিশাখযূপের সহিত কিছু দিন একত্রে বাস করিলেন ও তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে কহিতে লাগিলেন, দেখ! আমার অংশ-সম্ভূত ধর্ম্মাত্মাগণ কাল-সহকারে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমার প্রভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে সমাহিতচিত্তে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চ্চনা কর। আমিই উৎকৃষ্ট লোক ও আমিই সনাতন ধর্ম্ম। কাল, ভাব ও সংস্কার ইহারা আমার কর্ম্মেরই অনুগামী হইয়া রহিয়াছে; এক্ষণে আমি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশসম্ভূত মহীপতি দেবাপি ও মরুকে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করিয়া সত্যযুগসংস্থাপন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিব।

মহীপতি বিশাখযূপ মহাত্মা কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক অভিলষিত বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কলিকুলনাশন ভগবান্ কল্কি মহীপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া পারিষদগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত মধুরবাক্যে পবিত্র ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় প্রতাপ-সমন্বিত ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ কল্কি সভামধ্যে নরপতি বিশাখযুপের নিকট ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল ও প্রীতিজনক ধর্ম্মের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কল্কি কহিলেন, যখন মহাপ্রলয় হইবে তখন ভগবান্ ব্রহ্মাও বিলীন হইবেন; তখন কেবল আমি বিদ্যমান থাকিব ও আমাতেই সমস্ত জগৎ সঙ্গত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে জগতের কিছুই ছিল না কেবল আমিই বিদ্যমান ছিলাম,এই পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থই আমার প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সমুদায় জগৎ যখন নিদ্রাবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছিল, যখন একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই বর্ত্তমান ছিল না, সেই মহানিশার শেষভাগে সৃষ্টিক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত আমি সহস্রশির, সহস্রলোচন ও সহস্রচরণ-সম্পন্ন বিরাট-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। তৎকালে সেই বিরাটমূর্ত্তি হইতে বেদমুখ মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা-নামে বিখ্যাত ঐ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আমার বাক্যরূপ বেদানুসারে, আমার পুরুষোপাধিক অংশ হইতে, মায়াপ্রকৃতি দ্বারা, আমার কালরূপ অংশের সংযোগে জীবগণকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রজাপতিগণ, মন্বাদি লোক সকল ও দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরা আমার অংশসম্ভূত হইলেও সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসম্পন্ন

মায়াপ্রভাবে নানাবিধ উপাধি ধারণ করিলেন। এই কারণেই দেবগণ, মন্বাদি সকল ও স্থাবর জঙ্গম সকলেই পৃথক্ পৃথক্ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। যে সমস্ত লোক মায়া-প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে তাহারা সকলেই আমার অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে; প্রলয়কালে আবার আমাতেই বিলীন হইবে। যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও সদনুষ্ঠান সাধন করিয়া আমারে মুক্ত করেন, যাঁহারা এই সংসারে তপোদান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যসাধন-কালে আমার নাম উচ্চারণ করেন, যাঁহারা নিরন্তর আমার সেবায় নিযুক্ত থাকেন সেই ব্রাহ্মণগণই আমার শরীর ও আত্মাস্বরূপ। বেদবক্তা ব্রাহ্মণগণ আমারে যেরূপ ধ্যান করেন ও যত আনন্দিত করেন, দেবগণ বা অন্যান্য লোক আমারে সেরূপ ধ্যান বা প্রীত করিতে পারেন না; যেহেতু বেদই আমার প্রধান অঙ্গ; ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেদ প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের সমস্ত লোকই বেদদ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে। এই সমগ্র জগৎই আমার শরীর, সুতরাং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণই আমার শরীর-রক্ষণের প্রধান সাধন; অতএব আমি এক্ষণে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিতেছি; আর জগতের আশ্রয়ভূত ব্রাহ্মণগণও আমারে জগন্ময় পূর্ণ সনাতন বলিয়া আমার সেবা করিতেছেন।

তখন বিশাখযূপ কহিলেন, প্রভো! ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, আর ব্রাহ্মণগণ আপনার এমন কি করিয়া থাকেন যদ্দারা আপনার অনুগ্রহে তাঁহাদের বাক্য তীক্ষ্ণবাণস্বরূপ হইয়াছে, এই বিষয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন্।

কল্কি কহিলেন, দেখ! যে পবিত্র বেদে আমারে অব্যক্ত ও সমুদায় ব্যক্ত পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই

বেদ ব্রাহ্মণমুখে বিরাজ করিতেছে ও বহুবিধ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রাহ্মণদিগের যাহা পবিত্র ধর্ম্ম, তাহাই আমার পক্ষে, পরমপবিত্র ভক্তি। আমি সেই পরমপবিত্র ভক্তিদ্বারা পরিতোষিত হইয়া প্রিয়তমা পত্নীর সহিত যুগে যুগে আবির্ভূত হইতেছি। সধবা ব্রাহ্মণকন্যা কর্ত্তৃক ত্রিগুণিত করিয়া নির্ম্মিত সূত্রে ত্রিরাবৃত করিয়া গ্রন্থি প্রদান করিলেই যজ্ঞোপবীত বলিয়া অভিহিত হয়। যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ বেদ ও প্রবর বিধান সমন্বিত গ্রন্থিসম্পন্ন সেই বিশুদ্ধ যজ্ঞোপবীত এরূপে ধারণ করিবে, যেন তাহা গলদেশ হইতে নাভিপর্য্যন্ত লম্বিত হয় ও পৃষ্ঠকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। সামবেদীদিগেরও এইরূপ বিধি, তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, নাভি অতিক্রম করিয়া লম্বমান হইবে। যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে ধারণ করিলে বলপ্রদ হইয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণগণ মৃত্তিকা, ভস্ম ও চন্দনাদি দ্বারা তিলক ও ললাট হইতে কেশপর্য্যন্ত কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ উজ্জ্বল ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। অঙ্গুলি-পরিমিত তিলক তিন ভাগে বিভক্ত হইলেই ত্রিপুণ্ড্র বলিয়া অভিহিত হয়। সেই ত্রিপুণ্ড্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাসস্বরূপ। তাহা দর্শন করিলেও পাপ বিনষ্ট হয়। স্বর্গ ব্রাহ্মণগণের হস্তগত; তাঁহাদের বাক্যে বেদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহাদের হস্তে হব্য, গাত্রে ধর্ম্মানুরাগ ও তীর্থ সমুদায় এবং নাভিদেশে ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতি বিরাজমান রহিয়াছেন। সাবিত্রীই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইয়াছেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ই ব্রহ্মসংজ্ঞা ধারণ করিতেছে। আর তাঁহাদের বক্ষে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠে অধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণই ভূদেব, বিশেষতঃ তাঁহারাই গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন; অতএব সদ্ভক্তিদ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা ও বন্দনা করা সকলেরই

শ্রেয়। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বালক, তাঁহারাও জ্ঞানপ্রভাবে বৃদ্ধ ও তপঃপ্রভাবে বৃদ্ধ এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাঁহাদিগের বাক্যপালনের নিমিত্তই আমি অবতার হইয়া অবতীর্ণ হইতেছি।

যিনি ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বপাপপ্রনাশন বিশেষতঃ কলি-দোষঘ্ন এই মহাভাগ্যের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার কোন ভয়ই থাকে না। বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ মহীপতি বিশাখযূপ ভগবান্ কল্‌কির মুখে কলি-দোষবিনাশন বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি গমন করিলে সুপণ্ডিত শিবপ্রদত্ত শুক সমস্ত দিন ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে ভগবান্ কল্‌কির সমীপে আগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে স্তবপাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। ভগবান্ কল্‌কি তাহাকে স্তবপাঠ করিতে দেখিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, তোমার সমস্ত মঙ্গল? তুমি এক্ষণে কোন্ স্থানে কি আহার করিয়া প্রত্যাগত হইলে?

শুক কহিল, নাথ! আপনি এক্ষণে কৌতুহল-সমন্বিত, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি জলনিধি-মধ্যস্থিত সিংহলদ্বীপে গমন করিয়াছিলাম। সেই দ্বীপ অতীব মনোহর এবং ঐ দ্বীপের বৃত্তান্ত অতিশয় চমৎকার জনক। তথায় বৃহদ্রথনামে এক ভূপতি আছেন; তাঁহার একটী কন্যা আছেন; তাঁহার চরিত্রামৃত অত্যন্ত মনোহর। তিনি বৃহদ্রথ-মহিষী কৌমদীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই কন্যার স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সেই সিংহল দ্বীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের লোক সকল পরম সুখে অবস্থান করিতেছে। তথায় রমণীয় প্রাসাদ, মনোহর হর্ম্ম্য, উৎকৃষ্ট গৃহসকল ও বিচিত্র নগর বিরাজমান রহিয়াছে। কোন স্থানে রত্নময়, কোন স্থানে স্ফটিকময় ভিত্তি সকল শোভা পাইতেছে।

কোন স্থানে দিব্য লতাসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। সুবেশা লক্ষণান্বিতা কামিনীগণ তথায় নিয়তকাল সুখে বিচরণ করিতেছে স্থানে স্থানে বিচিত্র সরোবর সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। হংস ও সারসগণ তাহার উপকূল-সলিলে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই সুগন্ধি পদ্ম, লতাজাল, বন ও উপবন সকল শোভা পাইতেছে। ভৃঙ্গগণ পদ্ম, কহ্লার ও কুন্দপুষ্পে ক্রীড়া করিতেছে। সেই রমণীয় প্রদেশে মহাবলপরাক্রান্ত রাজা বৃহদ্রথ বসতি করিতেছেন। পদ্মাবতী নামে তাঁহার যে কন্যা আছেন তিনি অতি যশস্বিনী ও ধন্যা; তাঁহার ন্যায় রূপগুণবতী কন্যা ত্রিভুবনে আর নাই; তাঁহার ন্যায় মনোহর মূর্ত্তি আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত স্পৃহনীয়। বিধাতা অতি সুকৌশলে তাঁহার নির্ম্মাণ কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন! শিব-সেবা-পরায়ণা পার্ব্বতী যেমন কন্যাকালে সকলের পূজনীয়া ও মাননীয়া হইয়াছিলেন, সেইরূপ পদ্মাবতীও বালিকা সখীগণের সহিত জপ ও ধ্যান-তৎপর হইয়া কালযাপন করিতেছেন!

ভগবান্ পার্ব্বতীবল্লভ যখন জানিলেন যে, সেই বরাননাই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয়তমা লক্ষ্মী, তখন তিনি প্রশান্তমনে ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত তথায় উপনীত হইলেন। পদ্মাবতী বরদানোদ্যত সেই দেবদম্পতীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তখন ভগবান্ শশাঙ্কশেখর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবতি! কোন নৃপনন্দনই তোমার যোগ্য পাত্র নহে, ভগবান্ নারায়ণই তোমার উপযুক্ত পতি, তিনিই প্রহৃষ্টমনে তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এই ভুবনমণ্ডলে যাহারা তোমারে কামভাবে অব-

লোকন করিবে, তাহারা যে বয়সে দেখিবে, তৎক্ষণেই সেই বয়সে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইবে। তোমার প্রাণিগ্রহণার্থী নারায়ণ ব্যতিরেকে কি দেব, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগ, কি চারণ বা অন্যান্য যে কেহ যে সময়ে তোমার সংসর্গ কামনা করিবে, তাহাকে সেই সময়েই নারীভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে। কমলে! তুমি এক্ষণে তপঃ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর। সুখসম্ভোগের আয়তন-স্বরূপ এই সুকোমল দেহকে আর ক্ষুভিত করিও না। হরিপ্রিয়ে! এক্ষণে যাহাতে তোমার এই শরীর বিমল থাকে, তাহার উপায় কর।

ভগবান্ মহাদেব পদ্মাদেবীকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন ভগবতী পদ্মাদেবী ভগবান্ শঙ্করের মুখে আপন অভিলষিত বরের কথা শ্রবণপূর্ব্বক প্রফুল্লমুখে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পিতার ভবনে গমন করিলেন।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

---

শুক কহিলেন, এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল। মহারাজ বৃহদ্রথ পদ্মাবতীকে যৌবন-সম্পন্না দেখিয়া বহুবিধ পাপাশঙ্কায় মনে মনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং মহিষী কৌমদীকে কহিলেন, প্রিয়ে! পদ্মার বিবাহকাল অতীত হইতেছে, এক্ষণে কোন্ কুলশীলসম্পন্ন রাজকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিব? মহিষী কহিলেন, নাথ! দেবদেব মহাদেব কহিয়াছেন, যে ভগবান্ বিষ্ণুই পদ্মাবতীর

পতি হইবেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহারাজ! বৃহদ্রথ প্রণয়িণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সর্ব্বান্তরজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণু কত দিনে পদ্মার পাণিগ্রহণ করিবেন? প্রিয়ে! আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমি ভগবান্ হরিকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিব? তবে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ম্বরস্থলে, মুনিতনয়া বেদবতীর ন্যায়, সুরাসুর-গণের সমুদ্রমন্থন-কালে সমুত্থিতা পদ্মার ন্যায় আমার এই পদ্মা-কেও স্বয়ম্বরস্থলে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ অবধারণ করিয়া মহীপতি বৃহদ্রথ কন্যার স্বয়ম্বরের নিমিত্ত গুণবান্, শীলসম্পন্ন, বিদ্বান্, ঐশ্বর্য্যশালী, রূপবান্, তরুণবয়স্ক নরপতিগণকে বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন এবং বিশেষ সমালোচন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অবস্থানোপযোগী স্থান সকল নির্দ্ধারিত করিলেন। তৎকালে সিংহলে বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ বিবাহে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবিধ স্বর্ণ ও রত্নময় অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্যসামন্তগণে পরি-বৃত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত রাজগণ কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ উৎকৃষ্ট হয়রত্নে আরোহণপূর্ব্বক সমাগত হইলেন। তাঁহাদিগের আতপ-নিবারণক্ষম শ্বেতচ্ছত্র, গ্রীষ্ম-নিবারণ চামর সকল শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল রাজনন্দনগণ তৎ-কালে অস্ত্রশস্ত্রপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দেবগণ-পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় রুচিরাশ্ব, সুকর্ম্মা, মদিরাক্ষ, দৃঢ়াশুগ, কৃষ্ণসার, পারদ, জীমূত, ক্রূর মর্দ্দন, কাশ, কুশাম্বু, বসুমান্, কঙ্ক, ক্রথন, সঞ্জয়, গুরুমিত্র, প্রমাথী, বিজৃম্ভ, সৃঞ্জয়, অক্ষম ও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহীপতিগণ আগমন

করিলেন। তাঁহারা সভামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাবিধানে সৎকৃত হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বিচিত্র মাল্য, ও বিচিত্র বসনধারী, সুখোচিত, বিলাসী, স্পৃহনীয়রূপ রাজগণ উপবেশন করিলে তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নৃত্য-গীত আরম্ভ হইল। তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। পরে সিংহলেশ্বর সেই রাজন্যগণকে সুখাসীন অবলোকন করিয়া বরবর্ণিনী, গৌরী, চন্দ্রাননা, শ্যামা, মুক্তাহার-বিভূষিতা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, রূপলাবণ্যবতী স্বীয় তনয়াকে বেত্রহস্ত দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে আনয়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। কন্যা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। শত সহস্র সখীগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। দাসীগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বন্দীগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। হে বিভো! তৎকালে সেই কন্যাকে অবলোকন করিয়া আমি অনুমান করিলাম, সেই কন্যা মূর্ত্তিমতী মোহজননী মায়া অথবা কন্দর্পমোহিনী রতিই ভুবনতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেব! আমি ত্রিভুবনের সকল স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু তাদৃশ রূপলাবণ্য কোন স্থানেই দর্শন করি নাই। সেই কন্যা ক্রমে সভামণ্ডপে আসিয়া উপনীত হইলেন। নূপুর ও কিঙ্কিণীর জনমোহন মধুর শব্দে সভা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই মরালগামিনী রাজনন্দিনী করে রত্নমালা গ্রহণ পূর্ব্বক সভামণ্ডলে প্রবেশ করিয়া সমাগত রাজগণের কুলশীল ও গুণের বিষয় শ্রবণ ও মনোহর কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণশোভন কুণ্ডল দুলিতে লাগিল। তাঁহার চূর্ণ কুন্তল নৃত্য করিতে লাগিল; তাহাতে গণ্ডদেশ অধিকতর সুশোভিত হইল। ঈষৎ

হাস্যে তাঁহার বদন কমল বিকসিত হইল, সুতরাং দশনকান্তি দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার মধ্যদেশ ডমরু-সদৃশ, পরিধান, অরুণ কৌস্তেয় বসন ও কণ্ঠস্বর কোকিলের ন্যায় মধুর। দেব! তাঁহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন, তিনি স্বীয় রূপলাবণ্যে ত্রিভুবন ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তখন রাজন্যগণ সেই মনোমোহিনী কন্যাকে অবলোকন করিয়া কাম-বিমোহিত হইয়া বিভ্রান্তমনে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কামভাবে সেই কন্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমণীয়রূপা সুমধ্যমা নারীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সমস্ত অবয়ব রমণীগণের অনুরূপ হইল; নিবিড় নিতম্বে ও স্তনযুগভারে তাঁহাদের শরীর ঈষৎ অবনত হইল। তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল রমণীগণের ন্যায় কমনীয় হইল; নয়নযুগল বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভাধারণ করিল ও বিলাস, হাস্য ও নৃত্যগীতাদি বিষয়েও তাঁহারা রমণীগণের ন্যায় বিলক্ষণ নিপুণ হইলেন। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে রমণীভাবে পরিণত দেখিয়া বিষদান্তঃকরণে পদ্মাবতীর সহচরী হইলেন। আমি পদ্মাবতীর বিবাহ মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তত্রত্য এক বটবৃক্ষে বসিয়াছিলাম। রাজগণ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলে দেবী পদ্মা অনন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য আমি ক্ষণকাল তথায় বসিয়াছিলাম। হে জগদীশ্বর কল্কে! এইরূপে মঙ্গলজনক বিবাহ-মহোৎসব গত হইলে দেবী কমলা ভগবান্ ভবানীপতিরে মনে মনে ধ্যান করিয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন আমি তাহা শুনিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ করুন্।

দেবী পদ্মা রাজগণকে গজাশ্বরথ-বিহীন হইয়া সখীভাব প্রাপ্ত

হইতে দেখিয়া দুঃখিতমনে ভূষণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে মহেশ্বরের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত হৃদয়বল্লভ হরিকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

---

শুক কহিলেন, ভগবন্! অনন্তর সখীজন-পরিবৃতা বিস্মিত-বদনা দেবী পদ্মা নিজ পতি হরিকে চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তিনী বিমলানাম্নী সখীকে কহিলেন, বিমলে! বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এই লিখিয়াছেন যে, আমার দর্শনমাত্রেই পুরুষগণ রমণীভাব প্রাপ্ত হইবে? হায়! আমি অতি হতভাগিনী, আমি অতি পাপিনী, আমি যে এতকাল দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিলাম, ঊষর ক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় সে সকলই বিফল হইল। ত্রিভুবনের অধিপতি লক্ষ্মীপতি ভগবান্ হরি কি আমার প্রতি অভিলাষী হইবেন? দেখ, যদি দেবদেব শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হয়, জগৎপতি বিষ্ণু যদি আমারে স্মরণ না করেন, তাহা হইলে আমি হরিচিন্তা করিয়া এ দেহ অনলে নিক্ষেপ করিব। দীনা মানুষী আমিই বা কোথায়, আর সেই ভগবান্ জনার্দ্দনই বা কোথায়? আমি বিধাতা কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলাম; তাহা না হইলে শশাঙ্কশেখর আমারে বঞ্চনা করিলেন কেন? ঈদৃশ অবস্থায় আমার ন্যায় কোন্ রমণী বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জীবনধারণ করিতে পারে? দেব!

আমি যশস্বিনী পদ্মার এইরূপ শোকসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার সমীপে আগমন করিলাম।

তখন ভগবান্ কল্কি শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং কহিলেন, শুক! তুমি প্রিয়া পদ্মাকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার তথায় গমন কর। হে প্রিয় শুক! তুমি আমার সংবাদ লইয়া পদ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক আমার রূপগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিও। দেবী পদ্মা আমার প্রণয়িনী ও আমি তাঁহার পতি, ইহা বিধিলিপি; তবে আমাদিগের সংযোগ সাধনে তুমি মাধ্যস্থ্যাবলম্বন করিবে। হে শুক! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও কালধর্ম্মজ্ঞ; তুমি অমৃতময় বাক্যে প্রণয়িনী পদ্মাকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহার সংবাদ আনয়নপূর্ব্বক আমাকে আশ্বাসিত কর।

সর্ব্বজ্ঞ শুক মহাত্মা কল্কির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া সত্বরে সিংহলাভিমুখে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তথায় উপস্থিত হইয়া বীজপূর ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক কন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য এক নাগকেশরবৃক্ষের উপরিভাগে উপবেশন করিলেন। পরে রূপযৌবনশালিনী পদ্মা দেবীকে অবলোকন করিয়া মানুষ-স্বরে কহিলেন, বরবর্ণিনি! আপনার কুশল ত? আপনার কমলবদন, কমলনয়ন ও কমলকর অবলোকন করিয়া এবং আপনার কমলদেহের কমলসুরভি আঘ্রাণ করিয়া আপনাকে দ্বিতীয়া কমলা বলিয়া বোধ হইতেছে। হে জগন্মোহিনি! বোধ করি, সর্ব্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহ ত্রিভুবনের রূপলাবণ্য একত্রিত করিয়া আপনার নির্ম্মাণসাধন করিয়াছেন।

পদ্মমালা-বিভূষিতা দেবী পদ্মা শুকের এইরূপ অত্যদ্ভুত সুমধুর

বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আপনি কে? কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন? আপনি দেব কি দানব? আমার প্রতি দয়াবান্ হইয়া শুকরূপ ধারণপূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন?

শুক কহিলেন, দেবি! আমি সর্ব্বজ্ঞ, কামচারী ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ। আমি দেব, গন্ধর্ব্ব ও ভূপতিগণের সভায় অত্যন্ত সমাদর পাইয়া থাকি। হে মনস্বিনি! আমি স্বেচ্ছানুসারে গগনে বিচরণ করিয়া থাকি, আজ আপনারে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রশস্ত, তথাচ দেখিতেছি, আপনি আজ ভোগাভিলাষ সমস্ত পরিহার করিয়া অতি দুঃখিতমনে কালযাপন করিতেছেন; আপনি হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, সখীগণের সহিত আর আমোদপ্রমোদ করিতেছেন না এবং অঙ্গশোভা আভরণসমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণে আপনার কমলবদন-বিনির্গত, মৃদুমধুর বচন শ্রবণ করিবার জন্যই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি। আপনার কণ্ঠস্বর এরূপ মধুর ও কোমল যে, কোকিলের কলকূজনও ইহার নিকট তিরস্কৃত হয়। আপনার দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বাগ্র-বিনির্গত অক্ষরপংক্তি যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার তপস্যার কথা আর কি বলিব? ভামিনি! আপনার নিকট শিরীষ-কুসুমের কোমলতা, আর নিশানাথের কান্তিও অতি তুচ্ছ। পণ্ডিতগণ দুর্লভ অমৃত ও ব্রহ্মানন্দকে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারও সহিত আপনার বাক্যের তুলনা হইতে পারে না। যিনি আপনার বাহুলতা দ্বারা সমালিঙ্গিত হইয়া আপনার মুখামৃত পান করিতে পারিবেন, তাঁহার আর সুখসাধন জপ, তপ ও

দানাদি শুভফলের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিবে না। হে বৃহদ্রথ-নন্দিনি! যাঁহারা আপনার এই তিলক-সুশোভিত, অলকাবলী-মণ্ডিত, চঞ্চল কুণ্ডল-বিরাজিত, চঞ্চল দৃষ্টি-সমন্বিত, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিবেন, তাঁহাদিগের আর এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। অয়ি ভামিনি! যে জন্য আপনার ঈদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করুন্। আপনার কোন শারীরিক পীড়া নাই, তথাচ আপনি তপঃপ্রপীড়িতার ন্যায় অত্যন্ত কৃশ হইয়াছেন। ভস্মাচ্ছন্ন স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় আপনার এই দেহ নিতান্ত মলিন হইয়াছে।

তখন পদ্মা কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ শুক! হরি যাহার প্রতি প্রতিকূল, তাহার রূপেরই বা প্রয়োজন কি? ধনেই বা প্রয়োজন কি? কুলেরই বা আবশ্যক কি? আর বংশমর্য্যাদারই বা গৌরব কি? তাহার পক্ষে সকলই বিফল। হে শুক! আমার বৃত্তান্ত যদি তোমার অবিদিত থাকে, তাহা হইলে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর অবস্থাতে দেবদেব ভবানীপতির আরাধনা করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনি ভগবতীর সহিত আবির্ভূত হইয়া পরম পরিতোষের সহিত কহিলেন, পদ্মে! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি তৎকালে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম, তদ্দর্শনে তিনি কহিলেন, পদ্মে! ভগবান্ নারায়ণ তোমার পতি হইবেন। কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, অন্য যে কেহ তোমার প্রতি কামভাবে কটাক্ষপাত করিবে, তাহারা সেই ক্ষণেই নারীভাব প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে শুক! ভগবান্ শশাঙ্কশেখর এইরূপ বর প্রদান করিয়া বিষ্ণু-পূজার পদ্ধতি যথাবিধানে বলিয়া দিলেন;

আমি তাহাও বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এই যে আমার সখীগণকে অবলোকন করিতেছ, ইহাঁরা পূর্ব্বে নরপতি ছিলেন। ধর্ম্মাত্মা পিতা আমাকে যৌবন-পদবীতে পদার্পণ করিতে দেখিয়া স্বয়ম্বরস্থলে ইহাঁদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁরাও বিবাহে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুলকিতমনে স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হইয়াছিলেন; ইহাঁরা সকলেই যুবা, রূপবান্, গুণবান্ ও ধনবান্ ছিলেন। আমি যখন করে রত্নমালা ধারণপূর্ব্বক স্বয়ম্বরসভায় সমুপস্থিত হইলাম, তখন ইহাঁরা আমারে অবলোকন করিয়া কামবিমোহিত ও পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে সম্ভ্রান্তচিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, স্ব স্ব দেহে গুরুনিতম্ব ও পীন পয়োধরপ্রভৃতি ললনালক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; তখন ইহারা শত্রুগণের ভয়ে ও বন্ধুবান্ধবগণের লজ্জায় অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমারই অনুগামী হইলেন। ইহাঁরা সর্ব্বগুণান্বিত; এক্ষণে আমার সহচরী হইয়াছেন এবং আমার সহিত ভগবান্ নারায়ণের পূজা, ধ্যান ও তপস্যা করিতেছেন।

বেদবেদাঙ্গ-পারগ শুক পদ্মার এই শ্রবণসুখকর, স্বাভিলষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং সমুচিত বাক্যে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনার প্রস্তাব করিলেন।

---

# সপ্তম অধ্যায়।

শুক কহিলেন, হে শুভে! যখন তুমি আশুতোষের শিষ্যা হইয়াছ, তখন তুমিই ধন্যা ও যথার্থ পুণ্যবতী। এক্ষণে যাহা শ্রবণ করিলে শুকাকার হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং যাহা শ্রবণ করিলে জীবের মানসিক আনন্দের পরিসীমা থাকে না ও মহেশ্বর স্বয়ং যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই শ্রুতিসুখকর জপধ্যান-সম্বলিত বিষ্ণু-পূজাবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। যদি আমি এই স্থানে আপনার মুখে সেই পরমপবিত্র বিষ্ণু-পূজাবিধি শ্রবণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমারও পরমসৌভাগ্য বলিতে হইবে।

পদ্মা কহিলেন, হে শুক! ভগবান্ শশাঙ্কশেখর যেরূপ বিষ্ণু-পূজাপদ্ধতি বলিয়াছেন, তাহা অতীব পবিত্র। শ্রদ্ধার সহিত সেই-রূপ অনুষ্ঠান, উহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য গুরুহত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা ও গোহত্যার পাপ হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারে। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই বিষ্ণু-পূজাবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মনুষ্য পূর্ব্বাহ্নে স্নানাহ্নিকক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক শুচি হইবেন, পরে হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক জলস্পর্শ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিবেন, পরে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া বিধানানুসারে অঙ্গন্যাস, ভূতশুদ্ধি ও অর্ঘ্যসংস্থান করি-বেন। তৎপরে কেশবকৃত্যাদি ন্যাস দ্বারা তন্ময় হইবেন। পরে

আত্মাকে বিষ্ণুময় চিন্তা করিয়া হৃদিস্থিত সেই বিষ্ণুকে সংকল্পিত আসনে সংস্থাপন করিবেন। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণপ্রভৃতি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া হৃদয়পদ্ম-মধ্যগত, প্রফুল্ল-বদন, ভক্তের অভীষ্টফল-দাতা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে চরণ হইতে কেশান্তপর্য্যন্ত ধ্যান করিবেন। পরে "ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্তুতি পাঠ করিবেন।

যোগসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীর আলয়স্বরূপ, যাঁহার ভক্ত ভৃঙ্গগণ তুলসীদ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, যাঁহার রক্তবর্ণ নখ-সম্পন্ন অঙ্গুলিপত্র দ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত হইয়াছে, আমি সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম। ভগবান্ বিষ্ণুর যে চরণকমলবৃন্ত গ্রথিত মণিসমূহদ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে, যে চরণে রাজহংসের ন্যায় শব্দায়মান নূপুরযুগল শব্দিত হইতেছে, যাহাতে সুচঞ্চল পীত বসনাঞ্চল লম্বমান হইয়া প্রচলিত পতাকার ন্যায় বিরাজমান হইয়াছে এবং যাহাতে সুবর্ণময় ত্রিবক্র বলয় শোভা পাইতেছে, আমি সেই চরণরূপ কমলবৃন্ত স্মরণ করি। ভগবান্ নারায়ণের যে জঘনযুগল বিনতানন্দন গরুড়ের গলস্থিত নীলকান্ত মণির ন্যায় শোভাসম্পন্ন, যাহার মধ্যদেশে অরুণবর্ণ মণির ন্যায় গরুড়ের চঞ্চুদ্বয় বিরাজিত রহিয়াছে, যাহার নিম্নে আরক্ত চরণযুগল শোভা পাইতেছে, যাহা ভক্তগণের লোচনানন্দ-জনন, আমি সেই জঘনদ্বয় স্মরণ করি। উৎসবকালে স্কন্ধার্পিত বিদ্যুৎপ্রভ পীত বসন পতিত হওয়াতে যাহা বিচিত্রবর্ণ হয়, চঞ্চল গরুড়মুখ-বিনির্গত সামগানে যাহার মহিমা প্রকাশিত হইয়া থাকে, জগৎপতি বিষ্ণুর সেই পীবর জানুযুগল আমি স্মরণ করি।

যাহা বিধাতা, যম ও কন্দর্পের আধার, ত্রিগুণাপ্রকৃতি বিচিত্র পীত বসনরূপে যেস্থানে বাস করেন, যেস্থলে জীবাগার দুকূলাবৃত হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই খগপৃষ্ঠস্থ ভগবান্ নারায়ণের কটিদেশ চিন্তা করি। যাহাতে ত্রিবলী শোভা পাইতেছে, যেস্থলে আবর্ত্ত-সদৃশ নাভিসরোবরে ব্রহ্মার জন্মপদ্ম প্রস্ফুটিত, যে স্থানে নাড়ীনদী সমূহের রসদ্বার অন্ত্র-সিন্ধু উল্লসিত হইতেছে, যাহা এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের আধার, যাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমরাজি সুশোভিত রহিয়াছে, ভগবানের তাদৃশ শ্রীসম্পন্ন উদর আমি স্মরণ করি। কমলার কুচকুঙ্কুমে, হারে ও কৌস্তুভপ্রভায় বিরাজমান, শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত, হরিচন্দনজাত কুসুমমালায় বিভূষিত; অতি মনোহর ভগবানের হৃৎপদ্ম আমি স্মরণ করি। যে বাহুযুগল সুবেশের আশ্রয়, বলয় অঙ্গদাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যে বাহুযুগল দর্পান্ধ দৈত্য-কুলের বিনাশসাধন করিয়াছে, যে বাহুযুগল গদা ও সুদর্শন-তেজে অরাতিকুল পরাভূত করিতেছে, ভগবানের সেই দৈত্যদলন দক্ষিণ বাহুযুগল আমি মনে মনে স্মরণ করি। মুররিপু বিষ্ণুর যে বামভুজ-দ্বয় করি-করোপম শ্যাম সুন্দর ও শঙ্খপদ্ম-বিভূষিত, যে ভুজদ্বয় মণিভূষণ-সুশোভিত, যে হস্তের লোহিত অঙ্গুলী জানুস্পর্শ করিয়াছে, পদ্মালয়া লক্ষ্মীর প্রীতিপ্রদ, সেই মনোহর করযুগল আমি স্মরণ করি। অমল মৃণাল-সদৃশ নির্ম্মল রেখাত্রয়-চিহ্নিত, বনমালা-সুশোভিত, মুক্তিমন্ত্রের রমণীয় ফলের বৃন্তস্বরূপ, পরম সুন্দর, ভগবানের সেই মুখপদ্ম-মৃণালরূপ কণ্ঠ আমি অনুক্ষণ ধ্যান করি। রক্তপদ্ম-সদৃশ রক্তাধরোষ্ঠে কমনীয়, সহাস দশন-বিকাশে বিকাসিত, বচনসুধা-সমন্বিত, মনোপ্রীতিজনন, চঞ্চল নয়নপত্রে সুচিত্রিত, লোকরঞ্জন সেই ভগবান্ নারায়ণের বদনকমল আমি অনুক্ষণ

স্মরণ করি। যাহা হইতে মদনমহোৎসবের সৃষ্টি,—যাহা দেখিলে কমলার হৃদয়পদ্ম বিকসিত হয়, ভগবানের মুখপঙ্কজস্থিত সেই ভ্রূপত্র আমি স্মরণ করি। কপোল-চুম্বিত মকরকুণ্ডল-সুশোভিত দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের প্রকাশক, চঞ্চল অলক-চুম্বনে যাহার অগ্রভাগ আকুঞ্চিত, মণিময় কিরীটপ্রান্তে সংলগ্ন, দেব দেব শ্রীহরির সেই শ্রুতিযুগল আমি স্মরণ করি।

সুচিত্র তিলক-সুশোভিত, কমনীয় কামিনীর লোচন-সদৃশ, সুরভিত গোরোচনা-রচিত অলকা-লাঞ্ছিত, ব্রহ্মের একমাত্র আশ্রয়, মণিময় কিরীট-সুশোভিত, সর্ব্বজন-মনোনয়নহারী, সেই পরাৎপর হরির সুপ্রশস্ত ললাটদেশ আমি স্মরণ করি। নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম-শোভিত, কুটিল, দীর্ঘ, কমলার প্রীতিপ্রদ, পবন-প্রকম্পিত, কৃষ্ণমেঘ-সদৃশ রুচির, শ্রীবাসুদেবের চিকুরজাল আমি হৃদ্‌পদ্ম-মধ্যে স্মরণ করি।

যে মূর্ত্তি জলদবর্ণ হইয়াও রবিশশীর সদৃশ সমুজ্জ্বল এবং যে মূর্ত্তি সুচারু নাসিকায়, সুরচাপসদৃশ ভ্রূযুগলে ও বিদ্যুৎসদৃশ পীত বসনে সুশোভিত, আমি পুণ্ডরীকাক্ষের সেই লোকাতীত মোহন-মূর্ত্তির শরণাপন্ন হইলাম।

আমি অতি দীন, বেদবিহিত সেবাদিবিহীন, আমার শরীর পাপ-তাপে পরিপূর্ণ, লোভাক্রান্ত, শোকমোহাদি মনোবেদনায় অভিভূত; হে বাসুদেব! কৃপাবলোকন করিয়া আমারে পরিত্রাণ করুন্।

যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর এই অদ্যা ও মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ষোড়শ শ্লোকরূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া স্তব ও নমস্কার করিবে, সেই সকল বিধিজ্ঞ ব্যক্তি শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে।

পদ্মা কথিত, শিবপ্রোক্ত এই স্তব অতীব পবিত্র, ধন্য, যশস্কর, আয়ুস্কর, স্বর্গফলপ্রদ ও পরম শান্তিপ্রদ। এই স্তব ইহপরলোকে চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ। যে সকল মহাত্মা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

প্রথমাংশ সম্পূর্ণ।

# দ্বিতীয়াংশ।

## প্রথম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, তখন সাধুসম্মত সুবুদ্ধি শুক পদ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি পদ্মে! আপনি সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ নারায়ণের সর্ব্বাঙ্গীন পূজার বিষয় বর্ণন করুন্। আমি বিধানানুসারে সেই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিভুবনে বিচরণ করিব।

পদ্মা কহিলেন, শুক! মন্ত্রবিৎ উপাসক ভগবান্ বিষ্ণুকে পূর্ণাত্মজ্ঞানে এইরূপে তাঁহার চরণ হইতে কেশ পর্য্যন্ত অন্তরে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। জপাবসানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। পরে পাদ্য অর্ঘ্যাদি নিবেদিত দ্রব্য সকল বিশ্বক্সেন প্রভৃতিকে প্রদান করিবে। তৎপরে সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ বিষ্ণুকে মনের সহিত চিন্তা করিয়া হরির নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হইবে। অবশেষে নির্ম্মাল্য-শেষ মস্তকে ধারণ করিয়া নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিবে। হে শুক! এই আমি তোমার নিকট কমলাবল্লভ বিষ্ণুর পূজাবিধি বর্ণন করিলাম। এইরূপ বিধানে ভগবানের অর্চ্চনা করিলে সকাম ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয় এবং কামনাশূন্য সাধক মুক্তিমার্গ লাভ করিয়া থাকে। এই পূজাবৃত্তান্ত দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের আনন্দজনক ও শ্রুতিসুখকর।

শুক কহিল, দেবি পতিব্রতে! আপনি ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিলক্ষণ বিষয়ে যাহা যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আমি পাপাত্মা পক্ষী, আমিও এখন আপনার প্রসাদে এতদ্দ্বারা মুক্তিলাভে সমর্থ হইব। আপনি রত্নালঙ্কার-ভূষিতা সচেতনা কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়, আপনার ন্যায় রূপময়ী মূর্ত্তি ত্রিভুবনে নাই; বোধ করি, আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হইবেন। আপনার ন্যায় রূপগুণশালিনী কামিনী আর ত নয়নগোচর হয় না। আর আপনার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্রও ত্রিভুবনে কাহাকেও দেখি না। তবে সমুদ্রপারে আমি এক অলোকসামান্য পুরুষ দেখিয়াছি, তিনিই আপনার উপযুক্ত পাত্র, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও অত্যাশ্চর্য্য রূপসম্পন্ন। তাঁহার সেই ভুবনমোহন রূপ বিধাতৃনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না। আমি বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ভগবান্ বাসুদেবের সহিত তাঁহার কোন অন্তর নাই। দেবি! আপনি অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুর যেরূপ মূর্ত্তি বর্ণন করিলেন, আমি অবিকল সেই মূর্ত্তিই তথায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

পদ্মা কহিলেন, হে বিহগরাজ! তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার জন্মগ্রহণের কারণই বা কি? এবং তিনি তথায় কি কি কার্য্য করিয়াছেন? বোধ হয়, তুমি তাহার সমস্তই অবগত আছ; অতএব এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন কর। হে বিহঙ্গম! এক্ষণে বৃক্ষ হইতে আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমার যথোচিত সৎকার করিতেছি। তুমি এই সমস্ত বীজপুর ফল আহার কর এবং সুশীতল সলিল পান কর। আহা! তোমার চঞ্চুযুগল পদ্মরাগ হইতেও সমুজ্জ্বল ও সুবর্ণ; এস, আমি তোমার ঐ চঞ্চুযুগল

রত্নদ্বারা আরও মনোহর করিয়া দি। সূর্য্যকান্ত মণিদ্বারা তোমার কন্ধর এবং মনোহর মুক্তাকলাপ দ্বারা পক্ষতি সাজাইয়া দিব। আমি তোমায় পতত্র ও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত এবং সুগন্ধে আমোদিত করিয়া দিব। তোমার পুচ্ছে মনোহর মণিসমূহ এবং চরণে নূপুর পরাইয়া দিব,—অঙ্গচালনমাত্রেই সুমধুর স্বর সমুত্থিত হইবে। আজ আমি এইরূপে তোমার স্বরূপের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিব। তোমার অমৃতময় বচনপরম্পরায় আমার মনোব্যথা অপনীত হইয়াছে; এক্ষণে আদেশ কর, সখীদিগের সহিত আমাকে কি করিতে হইবে?

অতি ধীরপ্রকৃতি বিহগবর পদ্মার এই কথা শুনিয়া প্রসন্নমনে তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, পরম কারুণিক রমাপতি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে এবং ধর্ম্ম রক্ষার মানসে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণের সহিত শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশার গৃহে বাস করিতেছেন। তিনি উপনয়নের পরেই সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর মহাত্মা রামের নিকট হইতে সমস্ত গান্ধর্ব্ব ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষা এবং মহাদেবের নিকট হইতে অশ্ব, অসি, শুক, কবচ ও বরলাভ করিয়া পুনর্ব্বার শম্ভলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মতিমান্ কল্কি শম্ভলে আগমন করিয়া ভূপতি বিশাখযূপকে বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অধর্ম্ম অপনয়ন করিয়াছেন।

পদ্মা শুকমুখে এই সকল কথা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং শুককে নানাবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবান্ কল্কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্তই করপুটে কহিলেন, হে শুক! তুমি বিলক্ষণ বাক্যবিন্যাশ-কুশল; আমি তোমাকে আর কি শিখাইয়া দিব, তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেছি যে, যদি তিনি

স্ত্রীভাব প্রাপ্তির ভয়ে আসিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে প্রণামের সহিত আমার কর্ম্মদোষ জানাইয়া কহিও যে, আমার ভাগ্যক্রমে মহাদেবের বরও শাপস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; পুরুষগণ আমাকে দর্শন করিলেই স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শুক পদ্মার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ ও প্রণামপূর্ব্বক আকাশপথে উড্ডীন হইয়া অবিলম্বেই শম্ভলে সমুপস্থিত হইল। পরমতেজস্বী কল্কি শুককে সমাগত দেখিয়া শশব্যস্তে তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন। শুকের সমস্ত শরীর স্বর্ণ-রত্নে বিভূষিত দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বহুবিধ প্রশংসাবাদের পর পানীয়দানে শুককে সুস্থ করিলেন। অনন্তর তাহার পৃষ্ঠোপরি করকমল অর্পণ ও মুখোপরি মুখপ্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুক! তুমি কোন্ কোন্ দেশ বিচরণ করিয়া কি কি অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিলে? এতদিন কোথায় অবস্থান করিতেছিলে? এবং কোথা হইতেই বা এই সকল মণিকাঞ্চনময় অলঙ্কার লাভ করিলে? আমি সর্ব্বদাই তোমার সহিত একত্র বাস করিতে অভিলায় করি; তোমার অদর্শনে এক মুহূর্ত্তকালও আমার এক যুগের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে।

শুক ভগবান্ কল্কির এইকথা শুনিয়া প্রথমত তাঁহাকে প্রণাম করিল; পরে পদ্মা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তৎসমুদায় এবং আপনার অলঙ্কার প্রাপ্তির সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। ভগবান্ কল্কি শুকমুখে তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সানন্দমনে শিবদত্ত হয়রত্নে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বরে শুকের সহিত সিংহলে প্রস্থান করিলেন। সমুদ্রপারস্থিত সলিলবেষ্টিত সিংহলের শোভার সীমা নাই। উহার স্থানে স্থানে বিমান সকল শোভা পাইতেছে;

যে দিকে নেত্রপাত করা যায় সকলই মণিকাঞ্চনে সমুজ্জ্বল প্রত্যেক প্রাসাদের শিখরদেশে পতাকা সকল শোভা পাইতেছে; শ্রেণীবদ্ধ আপণ, অট্টালিকা ও গোপুর সমূহে উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ভগবান্ কল্‌কি অবিলম্বে সিংহলে সমুপস্থিত হইয়া কারুমতী পুরী অবলোকন করিলেন। ভ্রমরগণ পদ্মগন্ধ-সদৃশ পুর-মহিলাগণের গাত্রগন্ধে বিমোহিত হইয়া অবিরত উহার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। পুরীমধ্যস্থ সরোবরে মরালকুল সন্তরণ করাতে কমলকুল সর্ব্বদাই দোদুল্যমান হইতেছে। সরোবর সকল, সর্ব্বদাই বিকসিত কমলে, মুখরিত অলিপুঞ্জে ও চঞ্চল মরালকুলে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উহাতে জলকুক্কুট, দাত্যূহ, হংস ও সারসগণ অবিশ্রান্ত সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। উহার স্বচ্ছ সলিলে সলিলে লহরীলীলা অতীব মনোহর। পুরীর স্থানে স্থানে কপিত্থ, অশ্বত্থ, খর্জ্জুর, বীজপুর, করঞ্জক, পুন্নাগ, পনস, নাগরঙ্গ, অর্জ্জুন, শিংশপ, ক্রমুক ও নারিকেলপ্রভৃতি পাদপ সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। উপবনস্থ বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে অবনত হইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ কল্‌কি পুরপ্রান্তে বনাবলি-বেষ্টিত মনোহর সরোবর অবলোকন করিয়া শুককে বলিলেন, এই সরোবরে স্নান করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। শুক প্রভুর এই কথা শুনিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, আপনি স্নান করুন, আমি পদ্মাশ্রমে গমন করি এবং তাঁহার শুভ সংবাদ লইয়া অবিলম্বে এই স্থানে আগমন করিতেছি।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

সূত কহিলেন, ভগবান্ কল্কি সরোবর সন্নিধানে মনোহর অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জলাহরণ-পথে স্ফটিকময় সোপানযুক্ত প্রবাল-খচিত বেদিরূপ বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। সেই স্থানে ভ্রমরগণ সরোজ-সৌরভে ব্যগ্র হইয়া মধুরস্বরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; অভিনব পত্রসম্পন্ন কদম্বকুঞ্জে তত্রত্য সূর্য্যকিরণ নিবারিত হইতেছে। মহাত্মা কল্কি পুলকিতমনে তথায় উপবেশন পূর্ব্বক শুককে পদ্মার আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। শুক তথায় গমনপূর্ব্বক নাগেশ্বর বৃক্ষে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, পদ্মাদেবী হর্ম্ম্যতলে পদ্মপত্রে শয়ন করিয়া আছেন, সখীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার নিশ্বাসবায়ু-সন্তাপে মুখপদ্ম ম্লান হইতেছে। তিনি সখীপ্রদত্ত চন্দনচর্চ্চিত বিকসিত কমল হস্তে লইয়া সঞ্চালন করিতেছেন। তৎকালে তিনি রেবা-সলিলসিক্ত, পদ্মপরাগবাহী সুশীতল মলয়ানিলেরও নিন্দা করিতেছেন।

সুধীর করুণহৃদয় শুক প্রিয়বাক্যদ্বারা পদ্মাকে পরিতুষ্ট করিল। পদ্মা তাহার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া কহিলেন, শুক! তুমি আমার নিকটে এস। তোমার মঙ্গল হউক! তোমার সমস্ত কুশল ত? শুক কহিল, শোভনে! আমার সমস্তই মঙ্গল। পদ্মা কহিলেন, হে শুক! যে দিন পর্য্যন্ত তুমি এখান হইতে গমন করিয়াছ, সেই দিন হইতে

আমার মন যে কিরূপ চঞ্চল হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না। শুক কহিল, দেবি! এক্ষণে রসায়নপ্রভাবে আপনার সমস্ত চাঞ্চল্য অপনীত হইবে। পদ্মা কহিলেন, শুক! রসায়ন আমার পক্ষে এখন নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। শুক কহিল, দেবি! ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখরের প্রসাদে রসায়ন এখন আপনার নিতান্ত সুলভ হইয়াছে। পদ্মা কহিলেন, শুক! আমি অতি হতভাগিনী, আমার আর রসায়ন কোথায়? শুক কহিল, বরবর্ণিনি! চিন্তা করিবেন না, এই স্থানেই আছেন, আমি সরোবরতীরে তাঁহাকে রাখিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। পদ্মাদেবী এইরূপ কথোপকথনে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া শুকের মুখে মুখ ও নয়নে নয়ন সন্নিবেসিত করিয়া তাহাকে যথোচিত সমাদর করিলেন। বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসিনী, চারুমতী ও কুমুদা, পদ্মার এই আটটী সখী ছিল। তিনি তাহাদিগের সহিত জলক্রীড়ার্থ গমনে উদ্যত হইয়া কহিলেন, সখীগণ! তোমরা আমার সহিত সরোবরতীরে চল। এই কথা বলিয়া পদ্মাদেবী বিচিত্র শিবিকাযানে আরোহণপূর্ব্বক মনোহর-বেশা সখীগণের সহিত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং রুক্মিণী যেমন যদুপতির দর্শনে ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও ভগবান্ কল্কির দর্শনলালসায় ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। নগরবাসী যে সকল পুরুষগণ পথে, চতুষ্পথে ও বিপণিতে অবস্থান করিতেছিল, তৎকালে তাহারা পদ্মার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি-ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। স্ত্রীগণ পুরুষদিগকে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া বিবিধপ্রকার দৈব পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। পথে আর একটীও পুরুষ রহিল না। যৌবনগর্ব্বিতা বলবতী কামিনী-

গণ শিবিকাবহনে প্রবৃত্ত হইল। পদ্মাদেবী শুকের বচনানুসারে শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক সখীগণের সহিত সরোবরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর চন্দ্রবদনা শোভনা প্রমদাগণ সারস-হংসনাদিত পদ্ম-রেণু-সুবাসিত সরোবর-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক কুমুদিনীর বিকাশের নিমিত্ত সুধাকরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভৃঙ্গগণ তাহাদিগের বদনসৌরভে মদান্ধ হইয়া পদ্মিনীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের মুখপদ্মে বসিতে লাগিল, বারম্বার নিবারিত হইলেও গন্ধাধিক্য বশত পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

পদ্মাদেবী হাস্যপরিহাসে, নৃত্যগীতবাদ্যে ও করগ্রহে পরম পরিতুষ্ট হইয়া জলকেলী-কাতরা সখীগণের হস্তধারণপুর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সখীগণও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তৎপরে তিনি স্মরশরে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে শুকের কথা স্মরণ করিয়া সখীগণের সহিত জল হইতে উথিত হইলেন এবং নির্দ্দিষ্ট কদম্বকুঞ্জে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহামণি-সমন্বিত বিচিত্র ভূষণ-বিভূষিত ভগবান্ কল্কি শুকের সহিত মণিময় বেদিকায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পদ্মা সেই তমালনীল, পীতাম্বরধর, সুচারু পদ্ম-লোচন, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, স্থূলায়ত বক্ষ, শ্রীবৎস কৌস্তুভকান্তি কমনীয়, জগৎপ্রভু কমলাপতির সেই অদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, সুতরাং তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করিতে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। শুক তাঁহাকে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে পদ্মাদেবী শঙ্কিত হইয়া শুককে নিবারণ করিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই রূপবান্ মহাবল পুরুষ যদি আমারে অব-

লোকন করিয়া স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখরের বর লইয়া আমার আর কি হইবে? সে বর আমার পক্ষে শাপস্বরূপ হইয়া উঠিল।

চরাচরাত্মা জগতের অধীশ্বর ভগবান্ কল্কি পদ্মার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন এবং দেখিলেন, মধুসূদনের অগ্রে কমলাদেবীর ন্যায়, আপন সম্মুখে মনোহর রূপ-শালিনী পদ্মাদেবী দণ্ডায়মান আছেন। তিনি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র পদ্মাদেবী লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। ভগবান্ কল্কি সখীগণ-পরিবৃতা, মায়ার ন্যায় মনোহারিণী সেই কামিনী-কে অবলোকন করিয়া কাম-বিমোহিত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমার নিকট এস। ভাগ্যক্রমেই আজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক্ষণে এই সাক্ষাৎ মঙ্গলজনক হউক। কান্তে! তোমার এই বদনচন্দ্র কন্দর্পজনিত তাপের অপনয়ন করিয়া আমারে সুশীতল করুক। সুলোচনে! আমি জগতের নাথ, তথাচ কাল মন্মথ-সর্প আমারে দংশন করিয়াছে। তোমার লাবণ্যরসামৃত ভিন্ন আমার আর শান্তির উপায় নাই। সেই শান্তি এই আশ্রিততর জীবন। জীবের পুরুষকার বা পুণ্যদ্বারা এরূপ শান্তিলাভ হওয়া দুর্লভ। সাদী যেমন সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশদ্বারা প্রমত্ত গজরাজের কুম্ভ বিদারণ করে, সেইরূপ তোমার এই মনোহর আয়ত ভুজযুগল নখরূপ অঙ্কুশাঘাতে আমার হৃদয়নিহিত মন্মথরূপ মত্ত হস্তীকে বিদীর্ণ ও দূরীকৃত করুক। বসনাচ্ছাদিত তোমার এই সুগোল কুচযুগল কন্দর্পের প্রতোদের ন্যায় সমুন্নত হইয়া রহিয়াছে, আমার হৃদয়পেষণে উহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সুমধ্যমে! রোমাবলী চিহ্নে চিহ্নিত তোমার এই সুবিভক্ত ত্রিবলী ঋতুরাজের

সোপান ও কন্দর্পের দুর্গতুল্য। রম্ভোরু! পুলিন সদৃশ তোমার এই নিতম্বস্থলে প্রমত্ত কন্দর্পের দর্পদলন হয়। আহা! সূক্ষ্ম বসন-মধ্য দিয়া উহার কি মনোহর প্রতিবিম্বই বহির্গত হইতেছে! এক্ষণে অঙ্গুলিপত্র চিত্রিত, মরাল শব্দানুকারী নূপুর-সুশোভিত, তোমার পদপঙ্কজ আমার হৃদয়মধ্যে সন্নিবেশিত হইলেই কামসর্প দংশনজনিত বিষ উপশমিত হয়।

পদ্মাদেবী কলিকুল-নাশন ভগবান্ কল্কির এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার পুরুষত্ব অবিনশ্বর দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। পরে তদ্গতচিত্তে সখীগণের সহিত অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরজনসেব্য নিজপতি কল্কিকে সমাদর পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর দেবী পদ্মা সেই করুণাসাগর কল্কিকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুজ্ঞান করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং সপ্রেম গদগদস্বরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ! হে রমাপতে! হে ধর্ম্ম-বর্ম্মধারিন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি আপনারে চিনিতে পারিয়াছি। আমি আপনার নিতান্ত বশবর্ত্তিনী। প্রভো! আপনি আমারে রক্ষা করুন্। আমি যখন তপস্যা, দান, জপ ও ব্রতদ্বারা আপনারে পরিতুষ্ট করিয়া আপনার এই দুরারাধ্য চরণকমল লাভ করিয়াছি, তখন আমিই ধন্যা

ও পুণ্যবতী। দেব ! আপনি এক্ষণে আমারে অনুমতি করুন্, আমি আপনার সুশোভন পদাম্বুজ স্পর্শ করিয়া রাজসমীপে আপনার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিবার নিমিত্ত গৃহে গমন করি। অনুপম লাবণ্যময়ী দেবীপদ্মা এই কথা বলিয়া পিতৃসমীপে গমন্পূর্ব্বক সখীদ্বারা ভগবান্ কল্‌কির আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা বৃহদ্রথ, ভগবান্ নারায়ণ পরিণয়োৎসুক হইয়া শুভাগমন করিয়াছেন, শুনিয়া যার পর নাই পুলকিত হইলেন এবং পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, পাত্র ও মিত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া পূজোপকরণ গ্রহণপূর্ব্বক মাঙ্গল্য নৃত্যগীতবাদ্য করিতে করিতে মহাভাগ কল্‌কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ; কারুমতী পুরী বিবিধবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা ও স্বর্ণতোরণে সুশোভিত হইল।

মহারাজ বৃহদ্রথ স্বজনগণের সহিত সরোবর সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন, বিষ্ণুযশা-নন্দন জগদেকপাবন ভুবনেশ্বর বিষ্ণু মণিময় বেদীতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সলিলবর্ষী নিবিড় ঘনাবলীর উপরিভাগে তড়িন্মালা ও ইন্দ্রচাপ যেরূপ শোভাধারণ করে, ভগবান্ কল্‌কির শ্যামসুন্দর অঙ্গের ভূষণ সমুদায়ও সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার লাবণ্য-নিকেতন কন্দর্প-বিজয়ী অঙ্গে সুন্দর পীতবসন শোভা পাইতেছে।

রাজা বৃহদ্রথ সেই রূপগুণসম্পন্ন সুশীল কমলাপতি কল্‌কিকে অবলোকনপূর্ব্বক সপুলকে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন, হে জগন্নাথ ! কাননমধ্যে যদুনাথ যেমন মান্ধাতা-তনয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও আজ অসম্ভাবিত আগমনে আমার

কৃতার্থ করিলেন। রাজা বৃহদ্রথ এই কথা বলিয়া যথোপচারে কল্কির পূজা করিয়া তাঁহারে লইয়া হর্ম্যপ্রাসাদ-পরিশোভিত নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং পিতামহের আদেশানুসারে পদ্মপলাশ-নয়না পদ্মাকে পদ্ম-পলাশ-নয়ন পদ্মনাভ কল্কির হস্তে সমর্পণ করিলেন। তত্ত্বদর্শী ভগবান্ কল্কি প্রিয়তমা ভার্য্যারে প্রাপ্ত হইয়া সাধুগণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া এবং সিংহলদ্বীপ অতি রমণীয় স্থান দেখিয়া সেই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল রাজগণ পদ্মার দর্শনে নারীভাব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মার সখী হইয়াছিলেন, তাঁহারা জগৎপতি কল্কিকে দেখিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহারে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণকমল স্পর্শ করিলেন। পরে ভগবান্ কল্কির আদেশানুসারে রেবাসলিলে স্নান করিবামাত্র পুনর্ব্বার পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলেন। পদ্মাদেবী গৌরাঙ্গী ও ভগবান্ কল্কি শ্যামাঙ্গ; তাঁহাদিগের পরস্পরের রূপসমন্বয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই যেন নীল, পীত বসনরাজি প্রকাশিত হইয়াছে। রাজগণ পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া কল্কির প্রভাবদর্শনে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং সমধিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহারে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

'হে প্রভো! আপনার মায়াপ্রভাবে এই চরাচর জগতের অশেষবিধ বৈচিত্র কল্পনা হইতেছে এবং আপনার মায়াপ্রভাবেই জগতের পরিণাম প্রত্যক্ষ হইতেছে। আপনি ত্রিলোকের উপকরণ-সমস্ত জলপ্লাবিত হইতে দেখিয়া এবং মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ শ্রবণ না করিয়া প্রাণিশূন্য বিজন বিপিনে নিজকৃত ধর্ম্মসেতু সংরক্ষণের নিমিত্তই মহামীনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; আপনার জয় হউক।

হে ভগবন্! দুর্দান্ত দানবসেনাগণ যখন দেবরাজ পুরন্দরকে পরাজয় করিল, ত্রিভুবনবিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষ যখন দেবরাজকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন আপনি বলদর্পিত দৈত্যের বিনাশ ও পৃথিবীর উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত মহাবরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন্।

হে মহাত্মন্! পূর্ব্বে দেবদানবগণ যখন সমুদ্রমথনের নিমিত্ত অচলবর মন্দরকে সংস্থাপিত করিবার স্থান প্রাপ্ত না হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন আপনি দেবগণের অমৃতপানেচ্ছা পূরণের নিমিত্ত কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, এখন আপনি এই দীন রাজগণের প্রতি প্রসন্ন হউন।

হে মহাভাগ! ভগবান্ ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে এই বর দিয়াছিলেন "তুমি কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি নাগ কি নর কাহারও হস্তে দিবারাত্রিমধ্যে অস্ত্র বা শস্ত্রদ্বারা বিনষ্ট হইবে না"। যখন ত্রিভুবনবিজয়ী প্রবলপ্রতাপ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রধান দেবগণকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল, তখন আপনি দেবগণকে দৈত্যভয়ে ভীত দেখিয়া তাহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত দিতিপুত্র দৈত্যরাজের বধসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ঐ সকল বিষয় বিচার করিয়া নরসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য যখন আপনারে দেখিয়া ক্রোধে অধরদংশন করিতে লাগিল, তখন আপনি নখাগ্রদ্বারা তাহার হৃদয়বিদারণ পূর্ব্বক প্রাণধনে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

হে দেব! আপনি ত্রিভুবন বিজয়ী বলিরাজকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞস্থলে উপনীত

হইয়া ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবরাজ বলি যখন আপনার প্রার্থনাপূরণে সমুদ্যত হইয়া জলস্পর্শ করিলেন, তখন আপনি স্বাভিলাষপূরণের নিমিত্ত বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিভুবন অধিকার করিয়া অগ্রজ দেবরাজ পুরন্দরকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলিকে পাতালতলে প্রেরণ করিয়া দানফল সংসাধনার্থ আপনি তাঁহার দৌবারিকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

হে বিশ্বেশ্বর! যখন অমিতবলবিক্রম হৈহয়প্রভৃতি ভূপাল অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন আপনি তাঁহাদিগের নিধনের নিমিত্ত ভৃগুবংশে জামদগ্ন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই রামাবতারে পিতার হোমধেনুহরণনিবন্ধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন।

হে বিশ্বনাথ! আপনি, পুলস্ত্যবংশাবতংস বিশ্রবার পুত্র ত্রিলোকতাপন নিশাচর রাবণের বধের নিমিত্ত দিনকরকুলে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে দিব্য অস্ত্রসমস্ত লাভ করিয়াছিলেন। সেই রামাবতারে আপনি প্রণয়িনী সীতাদেবীর হরণে সঞ্জাতরোষ হইয়া বানরগণ দ্বারা জলনিধি বন্ধনপূর্ব্বক রাবণকে বান্ধবগণের সহিত নিহত করিয়াছিলেন।

হে করুণাময়! আপনি যদুকুল জলধির শশাঙ্কস্বরূপ; আপনি বলভদ্ররূপে বসুদেবের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ ও দৈত্যদানবগণকে প্রপীড়িত করিয়া ত্রিভুবনকে পাপশূন্য করিয়াছিলেন, সেই সময় সমস্ত দেবগণ অনুক্ষণ আপনার পদারবিন্দ সেবা করিয়াছিলেন।

হে বিশ্বব্যাপিন্! আপনিই বিধিবিহিত বেদধর্ম্মানুষ্ঠানে ঘৃণা

প্রদর্শনপূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ পরিহারের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত বুদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রাকৃতিক প্রমাণকেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি কলিকুল, বৌদ্ধ পাষণ্ড ও ম্লেচ্ছদিগের বিনাশের ও বৈদিক-ধর্ম্মসেতু সংরক্ষণের নিমিত্ত কল্‌কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনার অনুগ্রহের কথা আর কি বলিব, আপনি আজ আমাদিগকে স্ত্রীত্বনরক হইতে উদ্ধার করিলেন। হে করুণাসাগর! মাদৃশ পাপাত্মাগণের পক্ষে আপনার পাদপদ্মদর্শন অতি সুদুর্লভ। পিতামহপ্রভৃতি সুরগণের দুর্ব্বোধ্য আপনার এই অবতার পরিগ্রহ লীলাই বা কোথায়? আর বামাকুলাকুলিতমনা মৃগতৃষ্ণাতুর কামপরতন্ত্র আমরাই বা কোথায়? যাহা হউক, আমরা আপনার একান্ত অনুরক্ত, আপনি প্রীতিপূর্ণনয়নে আমাদিগকে আশ্বাসিত করুন্।

## চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ কল্‌কি অনুরক্ত নরপতিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন এবং ক্রমে সংসারাসক্ত ও সংসার-বিবেকীদিগের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত আছে, তাহাও তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন।

তখন ভূপতিগণ ভগবান্ কল্‌কির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধা-

স্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে তাঁহারা আপনাদিগের অতীত অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! মনুষ্যগণ কাহা দ্বারা কিরূপে স্ত্রী ও পুরুষভাব প্রাপ্ত হয়? আর বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এবং সুখদুঃখই বা কিরূপে কোথা হইতে উপস্থিত হয়, ইহার কারণই বা কি? তাহা আপনি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন্ এবং অন্যান্য অনিশ্চিত বিষয়ও যাহা আমরা বিশেষরূপে জানি না, তাহাও বলুন। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ কল্কি অনন্তনামক মুনিকে স্মরণ করিলেন।

তীর্থবাসী ব্রতধারী মুনিবর অনন্ত স্মরণমাত্র, কল্কির দর্শনে মুক্তিলাভ হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সত্বরে তথায় আগমন করিলেন এবং কল্কির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমারে কি করিতে হইবে এবং কোথাই বা যাইতে হইবে, আজ্ঞা করুন্।

মহাত্মা কল্কি মুনিবর অনন্তের সেই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, মুনে! আমি যাহা যাহা কহিয়াছি, তুমি সে সমুদায়ই অবলোকন করিয়াছ, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। দেখ, অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। কিন্তু কর্ম্ম না করিয়া কেহই তাহার ফললাভ করিতে পারে না। কল্কির এই কথা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ অনন্ত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া নরপতিগণ বিস্মিতমনে পদ্মপলাশনয়ন ভগবান্ কল্কিকে কহিলেন, ভগবন্! এই মুনিবর কি বলিলেন, আপনিই বা কি উত্তর প্রদান করিলেন, কি বিষয় লইয়া আপনাদিগের কথোপকথন হইল, আমরা তাহা শুনিতে একান্ত উৎসুক। মধুরিপু কল্কি নরপতি

গণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, যে বিষয় লইয়া আমাদিগের কথোপকথন হইল, তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই প্রশান্তচিত্ত মহর্ষিকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা কর। রাজগণ কল্কির বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশ্নার্থ অবগত হইবার মানসে মুনিশ্রেষ্ঠ অনন্তকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! ধর্ম্ম-কঞ্চুক ভগবান্ কল্কির সহিত আপনার যে কথোপকথন হইল, উহা অতি দুর্ব্বোধ, ইহার কারণ কি? তাহা আপনি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন্।

অনন্ত কহিলেন, পূর্ব্বকালে, পুরিকানাম্নী পুরীতে বিদ্রুমনামে বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, পরহিত-নিরত ধর্ম্মাত্মা এক মহর্ষি ছিলেন। তিনিই আমার পিতা। আর আমার মাতার নাম সোমা। তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতামাতার অধিক বয়সে আমার জন্ম হয়, কিন্তু প্রথমতঃ আমি ক্লীব ছিলাম। সুতরাং তৎকালে পিতামাতা আমারে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত শোক করিতেন এবং লোকেও আমার আকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত। পরে পিতা আমারে ক্লীব অবলোকন করিয়া দুঃখ, শোক ও ভয়ে আকুল হই-লেন এবং গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিববনে গমন করিলেন। তিনি তথায় বিধানানুসারে ধূপ, দীপ ও অনুলেপন দ্বারা পূজা করিয়া দেবদেব শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, যিনি মঙ্গলপ্রদ, যিনি লোকের একমাত্র আশ্রয়, যিনি প্রাণীগণের আশ্রয়, বাসুকী যাঁহার কণ্ঠভূষণ, যাঁহার জটাজূটে ভাগীরথীর তরঙ্গরাজি বদ্ধ রহিয়াছে, সেই প্রগাঢ় আনন্দ-সন্দোহ-দক্ষ দেব-দেব শঙ্করকে নমস্কার করি। মঙ্গলদাতা মহাদেব পিতার এবম্বিধ নানাপ্রকার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া বৃষারোহণে আমার পিতৃসন্নি-

ধানে সমুপস্থিত হইয়া প্রসন্নবদনে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর। পিতা কহিলেন, দেব! আমার পুত্রটী ক্লীব হইয়াছে, এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। এই কথা শুনিবামাত্র দেবদেব মহাদেব আমার পুরুষত্ব প্রাপ্তিরূপ বরপ্রদান করিলেন, তৎকালে হরমোহিনী পার্ব্বতীও তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। আমার পুংস্ত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া পিতা গৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক আমারে পুরুষাকার-সম্পন্ন অবলোকন করিয়া আমার মাতার সহিত অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। তৎপরে দ্বাদশবর্ষ বয়সে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মহোৎসবে আমার বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। আমিও রূপগুণশালিনী মানিনী যজ্ঞরাত-তনয়ারে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বশীভূত হইয়া পরম পরিতুষ্টমনে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম। হে রাজগণ! কিছুকাল গত হইলে আমার পিতামাতা পরলোকগামী হইলেন। আমি বন্ধুবান্ধব ও ব্রাহ্মণ-গণকে লইয়া বিধানানুসারে তাঁহাদিগের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন করিলাম। অনন্তর বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুরূপ ভোজন করাইয়া অবশেষে পিতামাতার বিয়োগে একান্ত সন্তপ্ত হইলাম এবং একাগ্রমনে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ বিষ্ণু আমার জপ ও পূজাদিকর্ম্মে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বপ্নে আমারে কহিলেন, এই সংসারে স্নেহ মমতা প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই আমার মায়া। ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা, এইরূপ মমতায় যাহাদিগের মন নিতান্ত আকুল হয়, তাহারাই মদীয় মায়া-প্রভাব-জনিত শোক, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ, জরা ও মৃত্যুপ্রভৃতির ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

ভগবান্ বিষ্ণুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার প্রতি-

বাদের নিমিত্ত উদ্যত হইলাম। আমাকে প্রতিবাদোন্মুখ দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম এবং পুরিকাপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণয়িনীর সহিত পুরুষোত্তমনামে বিখ্যাত বিষ্ণুভবনে গমন করিয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এক পবিত্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিলাম। অনুচরবর্গ আমার সমভিব্যাহারে ছিল, আমি ভার্য্যা ও তাহাদিগের সহিত সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার মায়া সন্দর্শনের নিমিত্ত নৃত্যগীত ও জপদ্বারা সেই শমনভয়-নাশন হরিকে নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। দ্বাদশীর পারণাদিনে আমি বন্ধুগণের সহিত স্নান করিবার নিমিত্ত সাগরতীরে গমন করিলাম এবং যেমন অবগাহনার্থ অবতীর্ণ হইলাম, অমনি ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, কোনমতেই উঠিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে জলজন্তুগণ আমারে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। আমি একবার নিমগ্ন ও একবার ভাসমান হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্রমে জলহিল্লোলে বিচেতন হইয়া পড়িলাম, সুতরাং অঙ্গসমস্তও অবশ হইল। তখন আমি বায়ুবেগ-চালিত হইয়া জলধির দক্ষিণ কূলে উপনীত হইলাম। আমারে তথায় মৃতবৎ পতিত দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা বৃদ্ধশর্ম্মানামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র-ধন-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে আমারে লইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন এবং বহুবিধ যত্নে আমারে সুস্থ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হে রাজগণ! সেই স্থানে থাকিয়া আমি দিক্‌দেশ কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না; সুতরাং সেই বিপ্রদম্পতীকেই মাতাপিতা বিবেচনা করিয়া

নিতান্ত দুঃখিতমনে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে বৃদ্ধশর্ম্মা নানাবিধ উপায়ে আমারে বেদরহিত ধর্ম্মে দীক্ষিত জানিয়া বিনয়ান্বিত হইয়া চারুমতীনাম্নী স্বীয় দুহিতার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। চারুমতী পরমসুন্দরী; তাঁহার বর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং তিনি রূপ, গুণ ও শীলতা-সম্পন্না। আমি সেই মানিনী চারুমতীকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তিনি আমারে বিধিমতে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। আমি সেই স্থানে বহুবিধ সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে আমার ঔরসে চারুমতীর গর্ব্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদিগের নাম জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ। আমি পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পন্ন হওয়াতে দেব-গণপূজ্য দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সকলের পূজ্য ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলাম। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুধের বিবাহার্থ উদ্যত হইলে, ধর্ম্মসারনামে এক ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টমনে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা আভ্যুদয়িকপ্রভৃতি মাঙ্গল্য-কর্ম্ম সমাপন করিলেন। অলঙ্কৃত কামিনীগণ নৃত্যগীত বাদ্য দ্বারা আমোদিত করিতে লাগিল।

এদিকে আমিও পুত্রের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত পিতৃতর্পণ, দেব-তর্পণ ও ঋষিতর্পণ করিবার মানসে সংযতমনে সমুদ্রতীরে গমন করিলাম। কর্ম্ম সমাপন করিয়া জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক যখন তথা হইতে আগমন করি, তখন দেখিলাম যে, সমুদ্রতীরে আমার পূর্ব্ব বান্ধবগণ স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন। হে নরপতিগণ! তদ্দর্শনে আমি সার পর নাই উন্মনা হইলাম। পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণগণকে বিষ্ণুসেবা ও দ্বাদশীর পারণা করিতে দেখিয়া আমি

অত্যন্ত বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইলাম। আমার রূপ ও বয়ঃক্রমের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। পুরুষোত্তমবাসীগণ আমারে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, অনন্ত! তুমি অতিশয় বিষ্ণু-ভক্ত, তোমারে এরূপ ব্যাকুল দেখিতেছি কেন? তুমি জলে বা স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ? আমাদিগের নিকট বল; তুমি বিস্ময় পরিত্যাগপূর্ব্বক পারণা কর। আমি কহিলাম, হে জনগণ! আমি কিছুই দেখি নাই, কিছুই শুনি নাই। আমি অত্যন্ত কামমোহিত, আমার অন্তঃকরণ অতি নীচ, আমি ভগবান্ হরির মায়া সন্দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার মায়াপ্রভাবেই ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। আমি স্নেহ মোহের এরূপ বশীভূত হইয়াছি যে, কিছুতেই আর সুখী হইতেছি না। হায়! আমি কি পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আর কি আশ্চর্য্য! আমি যে ভগবান্ হরির মায়ায় পতিত হইয়াছিলাম, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

এইরূপে স্ত্রীপুত্র, ধনাগার ও পুত্রের বিবাহ বিষয়ে আমার মন নিতান্ত অনুরক্ত হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতে লাগিলাম। সকল বিষয়ই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার মানিনী ভার্য্যা আমারে অবসন্ন ও মূঢ়ের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া, "হায়! অকস্মাৎ এ কি হইল" বলিয়া রোদন করিতে করিতে আমার অভিমুখে আগমন করিলেন। আমি পুরুষোত্তমে আমার পূর্ব্ব স্ত্রীকে দেখিয়া ও অপরা স্ত্রীকে স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম। এমন সময় এক পরমহংস হিতবচনে আমারে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তিনি ধীর, সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ, পূর্ণ ও পরমধার্ম্মিক। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, সত্ত্বগুণ-

সম্পন্ন, প্রশান্তমূর্ত্তি, দান্ত, শুদ্ধ ও শোকনাশন। আমার আত্মীয় বন্ধুগণ পরমহংসকে আমার সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহারে পূজা করিয়া আমার মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

## পঞ্চম অধ্যায়।

পরমহংস যথোপযুক্ত ভিক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইলে পুরুষোত্তম-বাসীগণ আমার আরোগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমহংস তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, অনন্ত! তুমি, প্রণয়িনী চারুমতী, বুধ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র, সৌধশ্রেণী-বিরাজিত বিবিধ ধনরত্ন-সমন্বিত বিচিত্র ভবন পরিত্যাগ করিয়া কখন এখানে আগমন করিলে? তুমি কি অদ্য এখানে আসিয়াছ, না পুত্রের বিবাহদিনে আসিয়াছ? আমি আজও তোমারে সমুদ্রকূলে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি; তত্রত্য ধর্ম্মাত্মা লোকেরা সকলেই তোমারে সমাদর করিয়া থাকেন। আজ তুমি আমারে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছি, তুমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এখানে আসিয়াছ, আর তোমার অন্তঃকরণও শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! তুমি পূর্ব্বে যেখানে বাস করিতে সেখানে তোমারে দেখিয়াছি, তুমি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক, কিন্তু এখানে তুমি কিরূপে ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবা হইলে? যাহা হউক, আমার এ বিষয়ে অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। আরও দেখিতেছি, এই রমণী তোমার একান্ত অনুরক্তা ভার্য্যা; কে! আমি

ত ইহাঁকে তথায় দেখি নাই! কি আশ্চর্য্য! আমিই বা কোথা হইতে কিরূপে এখানে আসিলাম? কেই বা আমারে এখানে আনিল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি সেই অনন্ত, না আর কেহ? আমিই বা কে? আমি কি সেই ভিক্ষুক, না আর কেহ? আমাদিগের এই সংযোগ ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইতেছে। এস্থলে আমাদিগের পরস্পরের কথোপকথন বালক ও উন্মত্তের কথোপকথনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; কারণ তুমি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমী, আর আমি এক জন পরমার্থচিন্তা-পরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। হে ব্রহ্মন! আমার বোধ হইতেছে, ইহা জগৎপাতা ভগবান্ বিষ্ণুরই ত্রিভুবনমোহিনী মায়াপ্রভাবে সংঘটিত হইতেছে। সামান্য জ্ঞানদ্বারা ইহা অনুভূত হইবার নহে, অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিলে ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। হে রাজগণ! পরমহংস আমারে এই কথা বলিয়া বিস্ময়াবিষ্টমনে মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি ভবিষ্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

তুমি দেখিয়াছ, প্রলয়কালে পরমপুরুষের উদরমধ্যে যে মায়া অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই মায়াই পথস্থিতা গণিকার ন্যায় সকলকে বিমোহিত করিয়া থাকে এবং সেই মায়াই ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই মায়াই অশেষবিধ সন্তাপদায়িনী এবং সেই মায়াই মনুষ্যগণকে মিথ্যাময় সংসারে ভ্রমণ করাইতেছে, কিছুতেই তাহার ধ্বংস নাই। প্রলয়কালে ত্রিভুবন লয়প্রাপ্ত হইলে চতুর্দ্দিক আলোকশূন্য হওয়াতে এবং দিক্ দেশ কালের কিছুমাত্র চিহ্ন না থাকাতে পরব্রহ্ম ত্রিভুবন-সৃষ্টির অভিলাষে তন্মাত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই অংশে বিভক্ত হন। পরে কাল-

সহকারে পুরুষপ্রকৃতির সংযোগে মহত্তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারতত্ত্বই গুণত্রয়ে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে উৎপাদন করে। অনন্তর সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি করেন। প্রথমতঃ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে গুণত্রয়যুক্ত পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। ফলতঃ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগেই এইরূপ সৃষ্টি হয়, পরে দেবতা, অসুর, মনুষ্য এবং ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর-সম্ভূত অন্যান্য জীবজন্তু ও পদার্থসকল সমুৎপন্ন হয়। জীবগণ পরমাত্মার মায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর সংসারে লিপ্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে, আপনার মুক্তির উপায়-নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। আহা! মায়ার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ব্রহ্মাদি দেবগণও নাসাবিদ্ধ বৃষের ন্যায় ও রজ্জুবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এই মায়ার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন। যে মুনীশ্বরগণ বাসনারূপ নক্র-প্রসবিনী গুণময়ী মায়ানদী পার হইতে অভিলাষী হন, পৃথিবীমধ্যে তাঁহারাই যথার্থ অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও সার্থকজন্মা।

শৌনক কহিলেন, মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্য ঋষিগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? আর অনন্তের বাক্য-শ্রবণ-তৎপর নরপতিগণই বা এই আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া কি বলিলেন? হে সূত! তুমি এই সকল ভবিষ্য কথা বর্ণন কর। শৌনকের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সূত তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া শোকমোহনাশন তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় কথা পুনর্ব্বার সবিস্তরে বর্ণন করিতে লাগিলেন।

সূত কহিলেন, অনন্তর রাজন্যবর্গ সমাদরের সহিত অনন্তকে জিজ্ঞাসা করিলে, অনন্ত তপস্যাদ্বারা মোহের অপনয়ন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিষয় কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, হে রাজগণ!

তৎপরে আমি বনে গমন করিয়া যথাবিধি তপস্যা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কোনরূপেই ইন্দ্রিয় সকল ও মনকে নিগৃহীত করিতে পারিলাম না। ঐ বনমধ্যে আমি যখন পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হই, অমনি স্ত্রী, পুত্র, ধন ও অন্যান্য বিষয় সকল আমার স্মরণ হইতে থাকে। স্ত্রী পুত্রাদির স্মরণমাত্রেই আমার মনে নানাপ্রকার ভয় ও শোকের আবির্ভাব হয় এবং ঐ শোকভয়ে আমার জীবনে কষ্টদান করে ও তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। অনন্তর আমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে একবারে দৃঢ়নিশ্চয় হইলাম এবং ভাবিলাম যে, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে অবশ্যই ইন্দ্রিয় সকল সংযত হইবে, সন্দেহ নাই। তাহার পর দিক, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র এই দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা আমাকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ব্যগ্রচিত্ত দেখিয়া আপন আপন আকার ধারণ পূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, ভো অনন্ত! আমরা ইন্দ্রিয়গণের দেবতা; তোমার শরীরে বাস করিয়া থাকি। তুমি আমাদের শরীরে নখাগ্রের দ্বারা একটী সামান্য আঘাতও করিতে পারিবে না। হে অনন্ত! তোমার এই মনোনিগ্রহরূপ দুরূহ কার্য্য কিছুতেই সুসিদ্ধ হইবে না; তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতে গিয়া আপনিই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, কি অন্ধ, কি বধির, কি বিকলেন্দ্রিয়, কি বনবাসী, সকলেরই মন সর্ব্বদা বিষয়াস্বাদে ব্যগ্র। তুমি নিশ্চয় জানিও, জীবই এই সংসারের গৃহস্থ, দেহই ঐ জীবের গৃহ এবং ঐ দেহ সর্ব্বদাই মনের বশীভূত; বুদ্ধিই ঐ জীবরূপ গৃহস্থের ভার্য্যা; আর আমরা সর্ব্বদাই ঐ বুদ্ধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি। মনই কর্ম্মবদ্ধ জীবের বন্ধন ও বিমুক্তির হেতু এবং ঐ মনই বিষ্ণুমায়াদ্বারা জীবকে সংসারী

করিয়া থাকেন; অতএব যদি তুমি মনের নিগ্রহসাধনে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে বিষ্ণুভক্তির আচরণ কর। বিষ্ণুভক্তি হইতে, সুখ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে এবং বিষ্ণুভক্তিই সর্ব্বকর্ম্ম-বিনাশিনী। বিষ্ণুভক্তি হইতেই দ্বৈত ও অদ্বৈতজ্ঞানরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মহামতে! তুমি বিষ্ণুভক্তিবলেই দেহান্তে ভগবান্ কল্কির সাক্ষাৎকার ও তজ্জনিত অক্ষয় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

আমি এইরূপে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া ভক্তি সহকারে বিধিপূর্ব্বক কেশবের অর্চ্চনা করিলাম। পরে কলিকুলান্তক কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমি অরূপের রূপ দর্শন, অপদের পদপল্লব স্পর্শ এবং বাক্যহীন পরমাত্মা কল্কির অমৃতময় বচন শ্রবণ করিলাম। অনন্ত এইরূপে মহা আহ্লাদে আপন অভীষ্টদেব কমলাক্ষ পদ্মানাথ কল্কিকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। নরপতিগণও অনন্তের বাক্যানুসারে পদ্মাসহিত ভগবান্ কল্কিকে পূজা ও নমস্কার করিয়া মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ব্বাণপদবী প্রাপ্ত হইল।

শুক কহিল, এই অনন্তকথা মায়া ও অজ্ঞানতিমির নষ্ট করিয়া থাকে এবং ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে লোকে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি সংসারসাগরে সন্তরণ করিতে অভিলাষী হইয়াও বিষ্ণুসেবায় তৎপর হয় এবং ভক্তিপূর্ব্বক এই ভেদশূন্য পুণ্য আখ্যান পাঠ করেন, তিনি সদ্ভক্তিরূপ দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া জ্ঞানোন্মেষরূপে অসিদ্বারা আত্মস্থিত ছয় রিপুকে জয় করিতে পারেন।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

নরপতিগণ গমন করিলে পর ভগবান্ কল্কি পদ্মাকে লইয়া সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে সিংহল হইতে শম্ভলে গমন করিবার অভিলাষ করিলেন। সুরপতি ইন্দ্র কল্কির ঐ অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি অবিলম্বে শম্ভলগ্রামে মনোহর উদ্যান এবং রত্ন, স্ফটিক, বৈদুর্য্য ও মহামূল্য মণিদ্বারা অলঙ্কৃত প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া দাও। ফলতঃ ঐ বিষয়ে তোমার শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে। বিশ্বকর্ম্মা সুরপতির ঐ কথা শুনিয়া আপন মঙ্গল-কামনায় কমলাপতির নিমিত্ত শম্ভলগ্রামে মনোহর প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ সকল প্রাসাদ হংস, সিংহ ও সুপর্ণাদি জীবের মুখচিত্রে চিত্রিত, বহুসংখ্যক বাতায়ন অলঙ্কৃত ও নানা বন, লতা, উদ্যান, বাপী ও সরোবর সকলে সুশোভিত হইয়া সুরপতির অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কমলাপতি কল্কি সেই কারুমতী পুরী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে সিংহলের বহির্দ্দেশে সমুদ্রতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃহদ্রথ ও কৌমদী তাঁহারা উভয়েই ভাবী অপত্যবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই পদ্মা ও পদ্মাপতির মুখের উপরস্থিত দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর মহারাজ বৃহদ্রথ ভক্তি, স্নেহ ও আহ্লাদের সহিত কমলাসহিত কমলাকান্তকে দশ সহস্র গজ, এক লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও দুই শত দাসী প্রদান করিলেন। প্রস্থানকালে কল্কি ও পদ্মা উভয়েই বৃহদ্রথ ও তাঁহার পত্নীকে কালোচিত প্রণামাদি করিলেন; বৃহদ্রথও জামাতা এবং কন্যাকর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পত্নীর সহিত আপন কারুমতী পুরীতে আগমন করিলেন।

ঐ স্থানে সৈন্য-পরিবৃত ভগবান্ কল্কি এক জম্বুককে সমুদ্র-পার হইতে দেখিয়া একবারে স্তব্ধ হইলেন। আপনিও সমস্ত বল-বাহিন এবং পদ্মার সহিত সমুদ্রজলের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহার পর কমলাপতি কল্কি সাগরের পরপারে গমন করিয়া শুককে বলিলেন, দেখ শুক! বিশ্বকর্ম্মা সুরপতির আদেশে আমার প্রিয়চিকীর্ষায় শম্ভলগ্রামে সুশোভন ভবন সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে,-তুমি অগ্রে সেই স্থানে গমন করিয়া পিতামাতা ও জ্ঞাতিগণকে আমার মঙ্গলসম্বাদ দাও; এবং আমার বিবাহ-সম্বাদও বলিতে বিস্মৃত হইওনা, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। আকাশ-গামী, সর্ব্বজ্ঞ, সুধীর শুক কল্কির ঐ কথা শুনিয়া সুরপূজিত শম্ভলে যাত্রা করিল। শুক শম্ভল-সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিল; এক্ষণে ঐ গ্রাম সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে সমাকুল, রবিকিরণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল, শত শত প্রাসাদ সকলে সুশোভিত ও সর্ব্বর্ত্তু সুখপ্রদ। কীরবর এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া রহিল। পরে প্রফুল্লচিত্তে পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তর, প্রাসাদ হইতে প্রাসাদান্তর, বন হইতে

বনান্তর ও বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তর অবলোকন করিয়া পরিশেষে বিষ্ণুযশার সদনে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া মহাত্মা বিষ্ণুযশাকে সমস্ত শুভসম্বাদ নিবেদনপূর্ব্বক পরিশেষে বলিল, ভগবান্ কল্কি সিংহল হইতে পদ্মার সহিত আগমন করিতেছেন। মহাত্মা বিষ্ণুযশা শুকমুখে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রেই আহ্লাদিত হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে আহ্বানপূর্ব্বক ভূপতি বিশাখযূপের নিকট এই শুভসম্বাদ পাঠাইলেন। নরপতি বিশাখযূপ মনোহর কুসুম ও রম্ভা পূগপ্রভৃতি ফলদ্বারা পুরী সুশোভিত এবং কালাগুরু ও ধূপদ্বারা সুগন্ধিত করিয়া রাখিলেন। লাজ, অক্ষত ও চন্দনলিপ্ত, পুণ্যসলিলপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। ঐ সময় শম্ভলগ্রাম সুরগণেরও মনোহর হইয়া উঠিল। পরে সেনাপরিবৃত কৃপাময় কল্কি পুরনারীগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পদ্মা ও পদ্মানাথ উভয়ে পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতামাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। অমরাবতীতে সুরপ্রসূতি অদিতি যেমন সুরপতি ও শচীকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, ভাগ্যবতী সুমতিও পুত্র এবং পুত্রবধূকে পাইয়া সেইরূপ কৃতার্থ ও আহ্লাদিত হইলেন।

তৎকালে ধ্বজ-পতাকা-শালিনী শম্ভলনগরী ভগবান্ কল্কিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া বামনয়না অঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অবরোধ উহার জঘনদেশ, প্রাসাদ উহার অত্যুন্নত পয়োধর, প্রাসাদস্থ ময়ূরগণ উহার চুচক, হংসমালা উহার মনোহর হার, পট্টবাস ও ধূম উহার বসন, কোকিলের কলরব উহার মধুরালাপ এবং গোপুরই উহার মনোহর সহাস্য বদন। কলিবিনাশন কল্কি ঐ পুরীমধ্যে বহুদিন ব্যাপিয়া পদ্মার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে কামকলার গর্ব্ভে কবির পরমধার্ম্মিক দুই পুত্র জন্মিল। উহাদের একের নাম বৃহৎকীর্ত্তি ও অপরের নাম বৃহদ্বাহু। উহারা দুইজনেই মহাবল পরাক্রান্ত। প্রাজ্ঞের ঔরসে সন্নতির গর্ব্ভে সর্ব্বলোক-পূজিত বিজিতেন্দ্রিয় যজ্ঞ ও বিজ্ঞনামে দুই পুত্র এবং সুমন্ত্রের ঔরসে মালিনীগর্ব্ভে শাসন ও বেগবান্‌নামে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সাধুদিগের পরমোপকারী দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। পরিশেষে ভগবান্ কল্‌কি পদ্মার গর্ব্ভে জয় ও বিজয়নামে লোকবিশ্রুত মহাবল দুই পুত্র উৎপাদন করিলেন। পরে অমাত্য-পরিবৃত ভগবান সর্ব্বেশ্বর কল্‌কি পিতামহতুল্য পিতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞবিধানে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, আমি দিক্‌পাল সকলকে পরাজয় করিয়া ধন আহরণপূর্ব্বক আপনার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দিব। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করি। পরপুর-নাশন কল্‌কি এই কথা বলিয়া পিতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে সেনাগণে পরিবৃত হইয়া সুবিপুল কীকটপুরে যাত্রা করিলেন। ঐ নগর বৌদ্ধদিগের আলয়। উহারা বেদধর্ম্মশূন্য, পিতৃ ও দেবার্চ্চনাবিহীন পরলোক-বিলোপী, আত্মগৌরব-তৎপর, জাতিকুল-বর্জ্জিত ও আত্মপরে অভেদদর্শী। ঐ নগর নানা ধন, স্ত্রী, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য এবং পানভোজন-তৎপর জনসমূহে সমাকীর্ণ। মহাবল জিন কল্‌কির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া দুই অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় বহুসংখ্যক ধ্বজ পট হইতেই সমস্ত আতপতাপ নিবারিত হইল এবং পৃথিবী অসংখ্য গজ, রথ, তুরঙ্গ ও কনকভূষণে ভূষিত অস্ত্রশস্ত্রধারী রথিগণে আবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

---

## সপ্তম অধ্যায়।

---

অনন্তর জয়শীল কলি-বিনাশন ভগবান্ কল্কি, কেশরী যেমন করিণীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই বৌদ্ধসেনাগণকে একবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিনি অস্ত্র-ব্রণরূপ স্মরত-ক্ষত-শালিনী শোণিতার্দ্র-বসনা বিবৃত-মধ্যা বিকীর্ণ-কেশা ও রোরুদ্যমানা "বৌদ্ধ-সেনারূপ অঙ্গনাকে" পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিলেন, রে রে বৌদ্ধগণ! পলায়ন করিও না, রণস্থলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপন আপন পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। হীনবল মহারাজ জিন কল্কির ঐ কথা শুনিয়া রোষারুণনয়নে খড়্গচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার মানসে বৃষারোহণে আগমন করিলেন। নানাশস্ত্র-কুশল বিবিধ যুদ্ধ-বিশারদ সুধীর জিন দেব-গণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর জিন শূলদ্বারা অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া শরাঘাতে কল্কিকে মূর্চ্ছিত করিয়া ধরাশায়ী করিলেন; কিন্তু বহু যত্নেও তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে না পারিয়া পরিশেষে দাসের ন্যায় তাঁহার কবচ ও শস্ত্রসকল ছেদন করিয়া দিলেন। এই অবসরে মহারাজ বিশাখযূপ জিন-শরীরে গদাঘাত করিয়া অবলীলাক্রমে মূর্চ্ছিত কল্কিকে লইয়া রথারোহণ করি-লেন। সেবকগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন ভগবান্ কল্কি সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিশাখযূপের রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক জিন-সমীপে

আগমন করিলেন এবং বাণব্যথা বিস্মৃত হইয়া রিঙ্গণ, ভ্রমণ ও পাদবিক্ষেপ দ্বারা সেনাগণমধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক কাহাকে হনন; কাহাকে দণ্ডাঘাত, কাহাকেও বা সটাক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে একবারে শতসহস্র অরাতিসেনা বিনাশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার নিশ্বাস-বায়ুতে সৈন্যগণ দ্বীপান্তরে পতিত হইতে লাগিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল রণস্থলেই শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে গার্গ্য ষষ্টিশত, ভর্গ্য দশসহস্র শত কোটি, বিশাল পঞ্চবিংশ সহস্র, পুত্রদ্বয়ের সহিত কবি দুই অযুত, প্রাজ্ঞ দশলক্ষ এবং সুমন্ত্র পঞ্চলক্ষ সৈন্য বিনাশ করিলেন। অনন্তর কল্কি হাস্যবদনে জিনকে বলিলেন, রে দুষ্ট! তুমি আমার সম্মুখে আইস। আমাকে সর্ব্বত্র শুভাশুভ-ফলদাতা দৈব বলিয়া জানিও। তুমি এই দণ্ডেই আমার শরজালে বিদ্ধ ও অচৈতন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আর তোমাকে বন্ধুবান্ধবের সুকোমল বদনকমল দর্শন করিতে হইবে না। কল্কির এই কথা শুনিয়া বলবান্ জিন হাসিতে হাসিতে বলিল, দেখ, আমরা দৈবদ্বেষী ও প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ; আর শাস্ত্রেতেও বৌদ্ধহস্তে দৈবের বিনাশ লিখিত আছে; অতএব তোমাদের এই পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল। আর যদিও তুমি দৈবস্বরূপ হও, তথাপি এই আমি তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছি, যদি সামর্থ্য থাকে, আমাকেই শরজালে বিদ্ধ কর, অন্যান্য বৌদ্ধগণে তোমার প্রয়োজন কি? আজ তুমি আমার প্রতি যে সকল তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ তাহা তোমাতেই প্রযুক্ত হউক। বলবান্ জিন ক্রোধভরে এই সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভগবান্ কল্কিও দিবাকর যেমন নীহাররাশি অপনীত করেন,

তদ্রূপ সেই সমস্ত শরজাল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্ম, বায়ব্য, আগ্নেয় ও পার্জ্জন্যপ্রভৃতি জিন-নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ কল্কির দর্শনমাত্রেই ঊষর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায়, অশ্রোত্রিয়ে দানের ন্যায় এবং সাধুদ্বেষী ব্যক্তির বিষ্ণুভক্তির ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গেল!

তখন ভগবান্ কল্কি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বৃষারোহী জিনের কেশ ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া তাম্রচূড় পক্ষীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভূমিনিপতিত জিন এক হস্তে কল্কির কেশ ও অপর হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। তৎপরে দৈত্য চাণূর ও কেশবের ন্যায় উভয়েই ভূমিতল হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের কেশ ও হস্ত ধারণ করিলেন এবং আয়ুধশূন্য হইয়া প্রবল-পরাক্রান্ত ঋক্ষদ্বয়ের ন্যায় মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রমত্ত দ্বিরদ যেমন তালবৃক্ষ ভগ্ন করে, সেইরূপ মহাবীর কল্কি পদাঘাতে জিনের কটিদেশ ভগ্ন করিয়া তাঁহারে ধরাশায়ী করিলেন। সেনাগণ জিনকে পতিত দেখিয়া হা হা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শত্রুর নিধনদর্শনে কল্কি-সেনাগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

জিন সমরক্ষেত্রে নিহত হইলে তাহার ভ্রাতা মহাবীর শুদ্ধোদন গদাগ্রহণ পূর্ব্বক কল্কিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। তখন গজারোহী পরবীরহন্তা কবি বাণবর্ষণে শুদ্ধোদনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ কবি জিনভ্রাতা গদাপাণি শুদ্ধোদনকে পাদচারে গমন করিতে দেখিয়া আপনি গদাগ্রহণ পূর্ব্বক পাদচারী হইয়া শুদ্ধোদনের

সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। ভীমপরাক্রম শুদ্ধোদন তৎকালে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মাতঙ্গ যেমন দন্তদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ তাঁহারাও গদাদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রণোদ্ধত্য-প্রযুক্ত ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন। পরস্পর অবলীলাক্রমে পরস্পরের গদাঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবল কবি সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাঘাতে শুদ্ধোদনের হস্তস্থিত গদা অপনীত করিলেন এবং পুনর্ব্বার গদা ঘূর্ণিত করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। শুদ্ধোদন গদাঘাতে ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং ক্ষণকালমধ্যেই গাত্রোত্থান করিয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক কবির মস্তকে আঘাত করিল। মহাবীর কবি তাহার গদাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন না বটে, কিন্তু বিকলেন্দ্রিয় ও অচেতনপ্রায় হইয়া স্থাণুর ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শুদ্ধোদন কবিকে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক করীগণ-পরিবৃত দেখিয়া মায়াদেবীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন।

অনন্তর শুদ্ধোদনপ্রভৃতি বৌদ্ধেরা, যাহার দর্শনমাত্রেই সুরাসুর ও নরপ্রভৃতি সকলেই পুত্তলিকার ন্যায় নিঃসার হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেই মায়াদেবীকে অগ্রে রাখিয়া এবং এক লক্ষ কোটি ম্লেচ্ছসৈন্য-পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। ফেরু ও কাকপ্রভৃতি জন্তুগণে সমাবৃত, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র-প্রসবিনী, ষড়্‌বর্গ-সেবিতা, নানারূপ-ধারিণী, বলবতী, ত্রিগুণ-ধারিণী মায়াদেবীকে সিংহধ্বজরথে অবলোকন করিয়া সমস্ত কল্কিসেনা প্রতিমার ন্যায় অসার হইয়া অস্ত্রশস্ত্রের সহিত একবারে ভূতলশায়ী হইল। ভগবান্ কল্কি আপন জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও সুহৃদ্‌গণকে পরমসুন্দরী

শ্রীরূপিণী, নিজ জায়া মায়া কর্ত্তৃক মোহিত দেখিয়া, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন দেবী মায়াও কল্কিকে দেখিবামাত্র তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। সমস্ত বৌদ্ধেরা মায়ার অদর্শনে নিতান্ত দীন ও হীনবল হইয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল এবং নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল "হায়! দেবী কোথায় গমন করিলেন"। ভগবান্ কল্কি আপন দর্শন প্রদানেই স্বীয় সৈন্যগণকে উত্থাপিত করিয়া সুশানিত অসি গ্রহণ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছবিনাশে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্মানন্দক বৌদ্ধেরা সেই অশ্বারূঢ়, খড়্গধারী, ধনুষ্পাণি, বাণজাল-বিকাশিত, হস্তত্রাণ ও তনুত্রাণে আবৃতাঙ্গ সুতরাং মেঘোপরুদ্ধ নক্ষত্র-সদৃশ, স্বর্ণবিন্দু-সদৃশ দশনরাজি বিরাজিত, কিরীটস্থিত মণিসমূহে সুশোভিত কামিনীগণের নয়নানন্দ বিধানে অপূর্ব্ব রসমন্দির স্বরূপ, বিপক্ষগণের উপর নিতান্ত রুক্ষদর্শী, চরণকমল দানেই সমস্ত ভক্তজনের আনন্দদায়ী ভগবান্ কল্কিকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল; এদিকে আকাশে যাগাহুত হুতাশনের ন্যায় সুপ্রকাশিত সুরগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না।

সুসৈন্য সম্মিলনে হৃষ্টচিত্ত, শত্রুবিনাশী, সমরবিলাসী, সাধু-সৎকারী, স্বজনগণের দুরিতহর্ত্তা, জীবসমূহের অদ্বিতীয় ভর্ত্তা এবং কামপূরণের একমাত্র অবতার ভগবান্ কল্কি তোমাদিগের মঙ্গল-বিধান করুন।

দ্বিতীয়াংশ সম্পূর্ণ।

---

# তৃতীয়াংশ।

## প্রথম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ কল্কি করবাল দ্বারা ম্লেচ্ছগণকে ও সায়ক সন্ধানে অন্যান্য অরাতিগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। নরপতি বিশাখযূপ এবং কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র, গার্গ্য ভর্গ্য ও বিশাল প্রভৃতি কল্কি সহকারিগণও বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। পরে কপোতরোমা, কাকাক্ষ ও কাককৃষ্ণ প্রভৃতি, বৌদ্ধবর শুদ্ধোদনের সৈন্যগণ আসিয়া কল্কিসৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে ঐ যুদ্ধ এরূপ ঘোরতর হইয়া উঠিল যে, উহাতে রুধিরপায়ীদিগের অপার আনন্দ ও অবশিষ্ট সমস্ত প্রাণিগণেরই যার পর নাই ভয় উপস্থিত হইল। প্রণষ্ট গজতুরঙ্গমগণের রুধিরধারায় একবারে অপার রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিকীর্ণ কেশকলাপ ঐ নদীর শৈবাল, তুরঙ্গমগণ গ্রাহ, শরাসন সকল তরঙ্গ, মাতঙ্গগণ তীরভূমি, ছিন্ন নরমুণ্ডসকল কূর্ম্ম, রথসকল তরণী এবং ছিন্ন নরহস্ত সকল ঐ নদীর মীনরূপে শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে কত শত রুধির-প্রবাহিনী দুন্দুভির ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া ফেরু ও শকুন প্রভৃতির আনন্দোৎপাদন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইল। ঐ প্রকার রুধির-তরঙ্গিনী দর্শনে ধার্ম্মিকগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। গজে

গজে, নরে অশ্বে, খরে উষ্ট্রে, ও রথে রথে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। যোদ্ধাদিগের মধ্যে কেহ ছিন্নকর; কেহ ছিন্নচরণ, কেহ ছিন্নকন্ধর এবং কেহ কেহ বা বাণাঘাতে একবারে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কোথাও বাণাহত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত সৈন্যগণের ধূলিধূসরিত বদন, রক্তাক্ত বস্ত্র ও বিকীর্ণ কেশগুচ্ছ, দর্শনে তাহাদিগকে ভস্মলিপ্তাঙ্গ, রক্তবস্ত্রধারী ও বিকীর্ণ-কেশ সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হইল। ঐ যুদ্ধে কেহ বা শশব্যস্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা কল্কিসৈন্যের শাণিত সায়কে আহতাঙ্গ হইয়া পুনঃ পুন জল প্রার্থনা করিতে লাগিল; ফলতঃ তৎকালে ধর্ম্মভ্রষ্টগণ কিছুতেই আর নিস্তার লাভ করিতে পারিল না।

অনন্তর অতুলবলশালিনী, পতিপরায়ণা, পরমরূপবতী ও তরুণবয়স্কা ম্লেচ্ছমহিলারা আপন আপন পতিনিধন দর্শনে অপত্য সুখে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ খরে, কেহ উষ্ট্রে ও কেহ কেহ বা বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক কল্কিসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। ম্লেচ্ছমহিলারা স্বভাবতই পরম সুন্দরী তাহাতে আবার নানাভরণে বিভূষিত হওয়াতে শোভার আর পরিসীমা রহিল না। তাহাদিগের বলয় বিভূষিত করকমলে, খড়্গ, শক্তি, শর ও শরাসন শোভা পাইতে লাগিল। কেবল যে পতিপরায়ণা অঙ্গনারাই আসিয়াছিল এরূপ নহে; স্বৈরিণী, অতিকামিনী ও পুংশ্চলী সকলেও উপস্থিত হইয়াছিল; অথবা যখন বেদাদি পাঠে মৃণ্ময়, ভস্মময় ও চিত্রাঙ্কিত কলেবরেরও প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন এই তরুণ বয়স্কা মহিলারা আপন আপন পতি নিধন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ

করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে! ম্লেচ্ছ মহিলারা প্রথমতঃ পতি নিধন শ্রবণেই নিতান্ত কাতরা হইয়াছিল, এক্ষণে আবার বাণাহত ও শিথিলেন্দ্রিয় স্বামিগণকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই অধীরা হইয়া আয়ুধ হস্তে কল্কিসৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। সৈন্যগণ ঐ সমস্ত কামিনীকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত চিত্তে ও সহাস্য মুখে কল্কির নিকট গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মহামতি কল্কি কামিনীগণের রণবাসনার কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সমস্ত সৈন্য ও অনুচর বর্গের সহিত তথায় প্রস্থান করিলেন। পদ্মাপতি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, এবং বাহনারূঢ় রমণীগণকে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ব্যূহাকারে অবস্থান করিতে দেখিয়া বলিলেন, হে কামিনীগণ! আমি তোমাদিগকে সদ্বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করে এরূপ ব্যবহার কুত্রাপি নাই। দেখ, যাহা অবলোকন করিলে নয়নের অতুল আনন্দোদয় হয়, অলকরাজি বিরাজিত সেই মুখ শশধরে কে প্রহার করিতে পারে! যাহার সুদীর্ঘ অপাঙ্গ বিক্ষেপ অতিশয় মনোহর, এবং যাহাতে তারারূপ ভ্রমর অনুক্ষণ বিচরণ করিতেছে নব বিকশিত রক্তকমল সদৃশ সেই নয়নের উপর কে প্রহার করিবে? যাহা অনুক্ষণ সুতাম্র রত্নহাররূপ ভুজঙ্গমে বিভূষিত হইয়া থাকে এবং যাহা হইতে কন্দর্পের দর্পদলন হয়, কোন্ ব্যক্তি সেই কুচ শম্ভুশিরে প্রহার করিতে পারে। সুলোল অলকজালরূপ চকোর যাহার চন্দ্রিকাস্বাদন করিবার জন্য চঞ্চল হইতেছে সেই অকলঙ্ক মুখচন্দ্রে প্রহার করা কাহার সাধ্য? যাহা বিরল লোমরাজিতে সুশোভিত ও পয়োধর ভারে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে সেই সুতনু মধ্যদেশে কে প্রহার

করিবে ? নয়ন আনন্দের সহিত যাহাতে অনুক্ষণ নিবিষ্ট হইয়া থাকে, যাহাতে দোষের লেশমাত্রও নাই সেই মনোমোহন সুঘন জঘনোপরিই বা কে প্রহার করিবে ?

কামিনীগণ কল্কির ঐ সকল কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া সাদরে বলিল, প্রভো ! আপনি যখন আমাদিগের পতিনিধন করিয়াছেন, তখন আমাদিগকেও বিনাশ করা হইয়াছে। পতিনিধন জন্যই আমরা সমরোদ্যত হইয়াছি কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! অস্ত্রসকল অকর্ম্মণ্য হইয়া করকমলেই অবস্থান করিতেছে।

অনন্তর খড়্গ, শক্তি, শর, শরাসন, শূল, তোমর ও যষ্টি প্রভৃতি স্বর্ণপ্রভ অস্ত্রশস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক বলিল, হে কামিনীগণ ! তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমরা স্ব স্ব তেজঃসহকারে যাঁহার হিংসা করিবার জন্য আগমন করিয়াছি তিনি স্বয়ং সর্ব্বময় আত্মা ও সকলের ঈশ্বর। যাঁহার নিদেশানুসারে আমরা কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি, যাঁহা হইতে আমরা ভিন্নভিন্ন নামরূপ লাভ করিয়া ভিন্নভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকি এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দগুণাত্মক পঞ্চভূত যাঁহার অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, এই কল্কিই সেই পরাৎপর পুরুষ। যাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই কাল, স্বভাব, সংস্কার ও নামরূপিণী প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও এই প্রকাণ্ড বিশ্বাণ্ড সৃষ্ট হইয়া থাকে, যাঁহার মায়াবলেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপিণী জগদ্‌যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং যিনি সর্ব্বাদিতে ও সর্ব্বান্তেও অবস্থান করিয়া থাকেন, ইনিই সেই জগদীশ্বর। "ইনি আমার পতি, আমি ইহাঁর ভার্য্যা, এই আমার পুত্র এবং ইহাঁরা সকলে আমার আত্মীয় বন্ধু" ইত্যাদি ভাবনা ও এতন্নিষ্ঠ সমস্ত কার্য্যই

স্বপ্নসদৃশ অথবা ইন্দ্রজাল তুল্য। যাহারা ভগবান্ কল্কির সেবা না করে, যাহাদিগের অন্তঃকরণ রাগদ্বেষাদিতে পরিপূর্ণ এবং যাহারা মোহবশতঃ স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়, তাহারাই সংসারকে সার বিবেচনা করিয়া পুনঃপুন যাতায়াত করিয়া থাকে। কালই বা কোথায়, মৃত্যুই বা কোথায়, যমই বা কোথায়, আর দেবগণই বা কোথায়? ফলতঃ এই ভগবান্ কল্কিই আপন মায়াপ্রভাবে বহুরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হে কামিনীগণ! বস্তুতঃ আমরা অস্ত্র নহি এবং আমাদিগের প্রহার করিবার ক্ষমতাও নাই। তবে যে লোকে প্রহর্তৃ ভেদ করিয়া থাকে, তাহা কেবল এই পরমাত্মাকৃত ভ্রমমাত্র। কল্কিকে বিনাশ করা দূরে থাকুক, আমরা ইহাঁর দাসকেও বিনাশ করিতে সমর্থ নহি। দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে যাওয়াই তাহার স্পষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

কামিনীগণ অস্ত্রশস্ত্র সকলের ঐরূপ কথা শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্নেহমোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্কির শরণাপন্ন হইল। কামিনীগণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া একান্তচিত্তে প্রণত হইয়াছে দেখিয়া কমলাপতি কল্কি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাহাদিগকে পাপনাশন ভক্তিযোগ, আত্মনিষ্ঠ কর্ম্মযোগ ও প্রভেদ-পরিচায়ক নৈষ্কর্ম্মলক্ষণ জ্ঞানযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন। মহিলারা কল্কি-মুখ-বিনির্গত জ্ঞানলাভে একবারে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি পরিহার-পূর্ব্বক পরম ভক্তিদ্বারা যোগিজনদুর্লভ পরমপদ প্রাপ্ত হইল। ভীমকর্ম্মা কল্কি তুমুল সংগ্রাম সহকারে বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণের প্রাণ সংহার এবং উহাদিগের মহিলাগণকে মোক্ষ প্রদান পূর্ব্বক দিব্য জ্যোতিতে ঐ সমস্ত প্রদেশ আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতে লাগি-লেন। ম্লেচ্ছ ও বৌদ্ধদিগের নিধনবৃত্তান্ত সর্ব্বশোকনাশন, সর্ব্বশুভ-

সম্পাদক ও হরিভক্তিপ্রদ। যিনি এই সর্ব্বসম্পত্তি-সাধক-বৃত্তান্ত একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার মায়া, মোহ ও সংসারতাপ একবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাঁহাকে আর কখনই জন্মমরণ অনুভব করিতে হয় না।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ধর্ম্মপরিপালক পরমতেজস্বী কল্কি সৈন্যগণের সহিত সমস্ত বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক কীকট হইতে যাত্রা করিলেন। পরে তিনি চক্রতীর্থে উপস্থিত হইয়া লোকপাল-সদৃশ ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত স্বজনবর্গের সহিত স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক দেখিলেন, কতকগুলি মুনি হঠাৎ তথায় আগমন পূর্ব্বক ভয়বিহ্বলচিত্তে অতি দীনভাবে বলিতেছে, "হে জগৎপতে! আমাদিগকে রক্ষা করুন্ রক্ষা করুন্"। পুরাণ-পর হরি জটাচীরধারী অতি ক্ষুদ্রকায় বালখিল্যাদি মুনিগণকে ভয়প্রযুক্ত কাতরস্বরে পুনঃপুন ঐ কথা বলিতে দেখিয়া সুবিস্ময়ে বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন আর কাহা হইতেই বা এরূপ ভয়প্রাপ্ত হইয়াছেন বলুন্। আপনাদের ভয়দাতা যদি সাক্ষাৎ পুরন্দর হন তাহা হইলেও আমি তাহাকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। মুনিগণ পুণ্ডরীকাক্ষ কল্কির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে নিকুম্ভ-দুহিতার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মুনিগণ বলিলেন, হে বিষ্ণুযশ-তনয়! আমাদের ভয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন্। কুম্ভকর্ণের পৌত্রী কুথোদরীনামে এক সুবিখ্যাত রাক্ষসী আছে। তাহার মস্তক গগনোর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমুত্থিত। ঐ রাক্ষসী কালকঞ্জের মহিষী ও বিকঞ্জের জননী। এক্ষণে তাহার স্তনদুগ্ধ উচ্ছলিত হওয়াতে, সে হিমাচলে মস্তক ও নিষধাচলে চরণ সংস্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া বিকঞ্জকে স্তন্যপান করাইতেছে। আমরা তাহারই নিশ্বাসবায়ুর অসহ্যবেগে বাহিত হইয়া আসিতেছি। যাহা হউক, আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমরা দৈববশত আপনার চরণরূপ অভয়াশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে ভগবন্! কি রাক্ষসসমীপে, কি অন্যবিধ বিপৎকালে, সকল সময়েই মুনিগণকে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অরাতি-নিপাতন কল্কি মুনিগণের ঐ কথা শ্রবণপূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া গিরিবর হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। পরে হিমালয়ের উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া তথায় একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে সমস্ত সৈন্যগণের সহিত গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন, শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণ এক দুগ্ধনদী ফেনপুঞ্জ বিস্তার করিয়া দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী ও পদাতিকপ্রভৃতি সমস্ত সৈন্যগণ তদবলোকনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্তম্ভিতচিত্তে কল্কিকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ভগবান্ কল্কি যদিও সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন, তথাপি মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ নদী এবং কি নিমিত্তই বা দুগ্ধবহা হইয়াছে? মুনিগণ কল্কির কথা শ্রবণ করিয়া সাদরে বলিলেন,

ভগবন্! এক্ষণে হিমালয়ই এই পয়স্বতীর উৎপত্তিস্থান বলিতে হইবে; ফলতঃ সেই নিশাচরী কুথোদরীর স্তনদুগ্ধ উচ্ছলিত হওয়াতেই এই দুগ্ধনদী প্রবাহিত হইতেছে। হে মহামতে! এই নদী প্রবলবেগে বাহিত হইয়া সপ্তঘটিকার পরেই আবার পরিশুষ্ক তটভূমির ন্যায় হইবে। সৈন্যগণ মুনিদিগের মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিতচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! সেই নিশাচরী আপন এক স্তনের দুগ্ধ পুত্র বিকঞ্জকে পান করাইতেছে এবং অপর একটীমাত্র স্তনের দুগ্ধে এই পয়স্বিনী প্রবাহিত হইয়াছে; না জানি তাহার শরীরের প্রমাণ ও বলবীর্য্যই বা কিরূপ হইবে। পরাৎপর কল্কি মুনিগণ-দর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া, যে স্থানে সেই রাক্ষসী অবস্থান করিতেছে, সমস্ত সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঘনঘটা-সদৃশী নিশাচরী শৈলশিখরে আপন পুত্রকে স্তন্যপান করাইতেছে। তাহার নিশ্বাসবায়ুর প্রবল বেগে বন্য-গজগণ সুদূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সিংহাদি পশুগণ গিরিগুহা ভ্রমে পুত্রপৌত্র লইয়া তাহার কর্ণকুহরে অবস্থান করিতেছে, এবং বানরগণ ব্যাধভয়ে ভীত হইয়া কেশকীটের ন্যায় তাহার কেশমূল আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছে। সমস্ত সৈন্যগণ শৈলশিখরে শৈলোপমা অদ্ভুতশরীরা নিশাচরীকে অবলোকনপূর্ব্বক ভয়োদ্বিগ্ন ও বুদ্ধিহীন হইয়া রণোদ্যোগ ও রণবেশ পরিত্যাগ করিতেছে দেখিয়া কমলনয়ন কল্কি তাহাদিগকে বলিলেন, সৈন্যগণ! তোমাদের মধ্যে যাহারা পাদচারী তাহারা এই গিরিদুর্গে বহ্নিদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করুক; আর অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহীগণ সকলে আমার সহিত আইস। আমি অতি অল্প সৈন্য-সমভি-

ব্যাহারে ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া খড়্গ, শক্তি, পরশু ও বাণবর্ষণ দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিব। অসীম বলশালী, কল্কি এই কথা বলিয়াই সৈন্যগণকে পশ্চাতে রাখিয়া নিশাচরীর শরীরে শরাঘাত করিলেন। নিশাচরী শরাঘাতে সমুত্থিত হইয়া ক্রোধভরে অশ্রুতপূর্ব্ব উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ঐ কঠোর নিনাদ শ্রবণে ভুবনস্থ সমস্তলোক বিত্রস্ত এবং কল্কি-সৈন্যগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে ভয়ঙ্করী কুথোদরী মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক প্রশ্বাসবায়ু দ্বারা গজরথ-সম্বলিত তত্রস্থ সমস্ত লোককেই উদরস্থ করিয়া ফেলিল। পিপীলিকাগণ যেমন ঋক্ষের প্রশ্বাসবায়ুর সহিত তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমস্তসৈন্য এবং ভগবান্ কল্কিও সেই নিশাচরীর উদরে প্রবেশ করিলেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ ঐ ব্যাপার অবলোকন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। মুনিগণের মধ্যে কেহ কেহ শাপপ্রদান, কেহ কেহ বা মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অবশিষ্ট সৈন্যগণ রোদন করিতে লাগিল এবং অন্যান্য নিশাচরগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সুরারিসূদন কল্কি জগতের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া আপনিই আপনাকে স্মরণ করিলেন এবং সেই উদরমধ্যেই বাণাগ্নি-সংযোগে প্রথমে চেলখণ্ড ও চর্ম্মখণ্ড, পরে রথকাষ্ঠ প্রজ্বালিত করিয়া করবাল ধারণ করিলেন। পুরন্দর যেমন বজ্রধারায় বৃত্রকুক্ষি ভেদ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাপনাশন সর্ব্বশক্তিমান্ কল্কি ঐ খড়্গদ্বারা কুক্ষিভেদ করিয়া সমস্ত বন্ধুবান্ধব, বলবান্ ভ্রাতৃগণ ও শস্ত্রপাণি সৈন্যসমূহের সহিত বহির্গত হইলেন। গজ, রথ ও তুরঙ্গমের মধ্যে কতকগুলি যোনিরন্ধ্র দিয়া,

কতকগুলি নাসারন্ধ্র দিয়া, আর কতকগুলি কর্ণবিবর দিয়া বহির্গত হইল। নিশাচরী তখনও সবেগে করচরণ বিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া সৈন্যগণ রক্তাক্তকলেবরেই তাহাকে বধ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসী ভিন্নদেহা, ভিন্নোদরা ও ভিন্নগ্রীবা হইয়া গভীরগর্জ্জনে দশদিক্, আকাশ ও স্বর্গপর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত এবং অঙ্গবিক্ষেপে শৈলপ্রদেশ বিচূর্ণিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বিকঞ্জ জননীর এইরূপ মৃত্যু অবলোকনে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে নিরস্ত্রহস্তেই কল্কির সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। তাহার গলদেশ গজমালায় সুশোভিত বক্ষঃস্থল বাজিরাজিতে বিভূষিত, শিরোদেশ সর্পোষ্ণীষে পরিবেষ্টিত এবং অঙ্গুলি সকল সিংহমালায় সমলঙ্কৃত। বিকঞ্জ মাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ঐরূপ বেশে আগমন পূর্ব্বক কল্কিসেনা বিমর্দ্দন করিতে লাগিল। ভগবান্ কল্কি সেই পঞ্চমবর্ষীয় রাক্ষসশিশুকে বিনাশ করিবার জন্য শরাসনে পরশুরামদত্ত ব্রাহ্ম অস্ত্র সংযোজনা করিলেন। ধাতুচিত্রিত গিরিশৃঙ্গসদৃশ প্রকাণ্ড রাক্ষসমুণ্ড ঐ অস্ত্রপ্রহারে বিচ্ছিন্ন ও রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভগবান্ কল্কি মুনিগণের বচনানুসারে সপুত্রা কুথোদরীকে বিনাশ করিয়া গঙ্গাতীরস্থিত হরিদ্বারে অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি ও ভূতলস্থ মুনিগণের স্তুতিবাদে বিশেষ সৎকৃত হইয়া স্বজনগণের সহিত হরিদ্বারেই ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, বহুসংখ্যক মুনিগণ গঙ্গাস্নানে আগমন করিয়া স্বয়ং বিষ্ণু ও আত্মস্বরূপ আপনারই দর্শন-বাসনায় সমাকুল হইয়া তীরভূমিতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমান্ কল্কি হরিদ্বারস্থিত গঙ্গাতট-নিকটবর্ত্তি পিণ্ডারকবনে অবস্থান

করিয়া স্বজনগণের সহিত ভাগীরথীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন ইত্যবসরে আরও অসংখ্য মুনিবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিবিধবাক্যে গঙ্গার স্তব করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

---

সূত কহিলেন, অনন্তর পরমধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ কল্কি সুখাগত সেই সমস্ত মহর্ষিগণকে অবলোকন করিয়া বিধি অনুসারে তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন; পরে তাঁহারা আসনে সুখাসীন হইলে বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনাদের শরীর সূর্য্য-সদৃশ তেজঃসম্পন্ন; আপনারা তীর্থপর্য্যটনেই সতত সমুৎসুক এবং লোকত্রয়ের উপকারই আপনাদের একমাত্র কার্য্য। যাহা হউক, যদি আমার সৌভাগ্য-ক্রমে আগমন করিয়াছেন তবে বলুন, আপনারা কে! যখন আপনারা আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় জানিলাম, আমিই ইহলোকে যথার্থ পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্ ও যশস্বী। অনন্তর সুরগণ যেমন মহাসাগরতীরস্থ বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, সেই-রূপ বামদেব অত্রি, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, অশ্বত্থামা, রাম, কৃপ, ত্রিত, দুর্ব্বাসা, দেবল, কণ্ব, দেবপ্রমিতি ও অঙ্গিরা এবং আরও অন্যান্য নিয়তব্রত বহুসংখ্যক মহর্ষিগণ সূর্য্যবংশোদ্ভব মরু ও চন্দ্রবংশসম্ভূত দেবাপিনামক প্রবলপরাক্রান্ত তপোনিরত দুই নরপতিকে অগ্রে করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কলুষনাশন কল্কিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষিগণ বলিলেন, ভগবন্! কাহারও মনোগত অভিপ্রায় আপনার অবিদিত নাই। আপনি এই অসীম জগতের অদ্বিতীয় ঈশ্বর; আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ এবং আপনিই পরাৎপর পরমাত্মা; অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনিই কাল, কার্য্য ও গুণ রূপ আত্মক্রিয়া প্রসারিত করিয়াছেন; ব্রহ্মাদি দেবগণও আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন; অতএব হে পদ্মানাথ! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। জগৎপতি কল্কি মুনিগণের ঐ প্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এই যে দুই মহাসত্ত্ব তপোনিরত পুরুষ আপনাদের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁরা কে? কল্কি এই কথা বলিয়াই আবার ঐ পুরুষদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা হৃষ্টান্তঃকরণে গঙ্গাস্তব করিয়া কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিলে এবং তোমাদিগের নামই বা কি? তখন কার্য্যকুশল মরু কৃতাঞ্জলিপুটে প্রফুল্লচিত্তে বিনয়ের সহিত আপন বংশপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

মরু কহিলেন, হে অন্তর্যামিন্! আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা; আপনি সর্ব্বদাই সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; অতএব আপনার অবিদিত কিছুই নাই। তথাপি আপনার আজ্ঞানুসারে সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। হে প্রভো! আপনার নাভিপদ্ম হইতে ভগবান্ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র মনু ও মনুর পুত্র সত্যবিক্রম ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের পুত্র মহামতি অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র ত্রসদস্যু, ত্রসদস্যুর পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র ত্র্যারুণ, ত্র্যারুণের পুত্র ধীমান্ ত্রিশঙ্কু, ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র ভরুক, ভরু-

কের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র সগর, সগরের পুত্র অসমঞ্জা, অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ঐ ভগীরথই জাহ্নবীকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন, সেই জন্যই ইনি ভাগীরথীনামে বিখ্যাত। আপনার পাদপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত বলিয়াই ইনি এরূপ স্তুত ও পূজিত হইয়া থাকেন। ঐ ভগীরথের পুত্র নাভ, নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস, সৌদাসের পুত্র অশ্মক, অশ্মকের পুত্র মূলক, মূলকের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র এড়বিড়, এড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র খট্টাঙ্গ, খট্টাঙ্গের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ ও অজের পুত্র সুবিখ্যাত দশরথ। জগৎপতি সাক্ষাৎ হরি রামনাম ধারণ পূর্ব্বক ঐ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

ভগবান্ কল্কি রামাবতারের কথা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিতচিত্তে বলিলেন, তুমি বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীরামচরিত বর্ণন কর। মরু কহিলেন, ভগবন্! এই ভূতলে কোন্ ব্যক্তি সীতাপতি রামের সমস্ত কার্য্য বর্ণন করিতে পারে? বোধ হয় স্বয়ং শেষও আপন সহস্রবদনে রামচরিত বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। তথাপি আপনার আজ্ঞানুসারে পাপতাপনাশন অতিপবিত্র রামচরিত যথামতি বর্ণন করিতেছি। জন্মবিহীন জগদীশ্বর হরি ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় রাক্ষসবধের নিমিত্ত চারিঅংশে বিভক্ত হইয়া রবিকুলজাত অজতনয় দশরথের পুত্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং কন্ধরদেশ বিশেষ পরিবর্ত্ত না হইতে হইতে অতি শৈশব-সময়েই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষসগণকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিলেন। পরে নিবিড়বন-শ্যাম রাম ঐ মহর্ষি হইতেই

নিখিল অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহারই আদেশানুসারে অনুজের সহিত সুশোভিত জনকসভায় গমন করিয়া কামারির সুকঠিন শরাসন ভঙ্গ করিতে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার শরীর-কান্তি সন্দর্শনে সমস্তলোকই বিমোহিত হইল।

নরপতি জনক, বিধাতার পশ্চাদ্বর্ত্তী শশীর ন্যায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পশ্চাতে অনুজের সহিত অসমতেজস্বী দশরথসুত রামকে অবলোকন করিয়া, ইনিই ধরণীসুতা সীতার উপযুক্ত স্বামী, এই বিবেচনায় যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে আপনার সুকঠিন পণের প্রতি ভৎসনাও করিতে লাগিলেন। পরে রাজর্ষি জনক রামের যথোচিত সৎকার করিলেন এবং জানকীও কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহার সমুচিত অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র সেই সুকঠিন শরাসন করকমলে ধারণপূর্ব্বক সবলে ভগ্ন করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অমনি রঘুকুলতিলক রামের নামোল্লেখ সহকারে চারি দিক্ হইতে জয় জয় ধ্বনি উচ্চারিত হইয়া জগৎ প্রতিধ্বনিত করিয়া ফেলিল। তাহার পর নরপতি জনক চারিটী কন্যাকে নানাভরণে বিভূষিত করিয়া দশরথের, চারিপুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন। প্রত্যাগমনকালে পথমধ্যে পরশুরাম অত্যন্ত বলবিস্তার করেন; কিন্তু রামের নিকটে তাঁহাকে আপন মহোগ্র তেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। পরে মহারাজ দশরথ আপন রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অসমপ্রভ রামচন্দ্রকে আপনার বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করাইতে অভিলাষ করিলেন। কার্য্যকুশল পরিজনবর্গ তাহারই অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এমন সময়ে কৈকেয়ী তাঁহাকে রামাভিষেক হইতে নিবারিত করিল। পরে মহামতি সীতাপতি পিতার

আদেশানুসারে জনকরাজনন্দিনী সীতারে লইয়া বনযাত্রা করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইলেন। রঘুপতি রাম গুহগৃহে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানেই সমস্ত স্বজনগণকে বিদায় দিলেন এবং রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাচীর ধারণ করিয়া পঞ্চবটীতে প্রস্থান করিলেন। পথমধ্যে মুনিগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীতে শোকাকুল ভরতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রঘুপতি ভরতমুখে পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং ভরতকে নিবারণ করিয়া বনমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে দশাননের ভগিনী কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া আপন অভিলাষসিদ্ধির বাসনায় তথায় উপস্থিত হইল এবং অসীম সুন্দরী সীতার অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া ঈর্ষায় উপহাস করিতে লাগিল। পরে লক্ষ্মণ রামের আদেশানুসারে করাল করবাল দ্বারা তাহাকে বিরূপা করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা দুষ্ট দানবের প্রাণসংহার করিয়া সানুচর খর ও অন্যান্য চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিলেন। তাহার পর প্রণয়িনীর অভীষ্ট সাধনের জন্য রাবণানুচর কনকমৃগরূপী রাক্ষসকে বধ করেন। যে সময়ে তিনি রোষভরে ঐ রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হন ঐ সময়ে লক্ষ্মণকেও তাঁহার অনুগমন করিতে দেখিয়া দশানন আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক জানকীরে হরণ করিল। রঘুপতি পর্ণকুটীরবাসিনী প্রণয়িনীকে না দেখিয়া একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে "হা সীতা" "হা সীতা," বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত কানন, আশ্রম, বৃক্ষতল ও জলপল্লল প্রভৃতি সকল স্থানেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে দেখিলেন, পথমধ্যে বিহগবর জটায়ু পতিত রহিয়াছে। তিনি জটায়ুর মুখে শুনি-

লেন, দুষ্ট দশানন জানকীরে হরণ করিয়াছে। জটায়ু অচিরকাল-মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল এবং রামও তাহার যথাবিধি বহ্নিকার্য্য সমাপন করিলেন। ধনুর্দ্ধরবর রাম প্রিয়াবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত গমন করিতে করিতে ঋষভাচল হইতে অসংখ্য বানরসৈন্য এবং রবিতনয় সুগ্রীব ও তাহার প্রিয় মিত্র পবননন্দনকে অবলোকনপূর্ব্বক আপন হিতকামনায় তাহাদের সহিত মিত্রতা করিলেন! পরে পবনতনয় ও সুগ্রীবের অভিলাষানুসারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া আপন মিত্রের অমিত্রবোধে বানরপতি বালির প্রাণ বিনাশপূর্ব্বক নিজসখা সুগ্রীবকে ঐ সিংহাসন প্রদান করিলেন। অনন্তর হনুমান্ জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত জটায়ুর বাক্যানুসারে জলনিধি পার হইয়া দশানন-পুরে প্রবেশপূর্ব্বক অশোকবনস্থিতা সীতাকে অভিনন্দন করিয়া পুনর্ব্বার রামের নিকট প্রস্থান করিল। তাহার পর হনুমান্ অসংখ্য রাক্ষস বিনাশ ও প্রজ্বলিত পাবকে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল এবং রঘুপতিও প্রথমে ক্রোধভরে সমুদ্রশোষণ ও তৎপরে বানরগণ-সমভিব্যাহারে উহা বন্ধনপূর্ব্বক রাক্ষসরাজের দুর্গ ও পুরপত্তন সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং অনুজের সহিত হস্তী, অশ্ব ও রথসমাকুল সংগ্রামে কখন প্রচণ্ড কোদণ্ড ধারণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা কখন বা কালান্তক কালের জিহ্বাস্বরূপ করাল করবাল দ্বারা বহুসংখ্যক প্রধান রাক্ষসের প্রাণসংহার করিলেন। তাঁহার পর নল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও ঋক্ষরাজের অধীনস্থ বানর-সৈন্যেরা পর্ব্বত ও পাদপ সকল উদ্যত করিয়া প্রবলপ্রহারে সুরজয়ী নিশাচরগণেরও প্রাণসংহার করিল; ফলতঃ জনকনন্দিনী সীতার শোকানলই তাহাদের বিনাশের একমাত্র কারণ। পরে প্রবলপ্রতাপ লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণ-

শরাঘাতে ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত; বিকট, অক্ষ, নিকুম্ভ, মকর ও অন্যান্য ঘনানিনাদকারী অনেকানেক রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। পরিশেষে, দুর্জ্জয় দশানন হস্ত্যশ্বরথপদাতি প্রভৃতি কোটি কোটি চতুরঙ্গবলে বেষ্টিত হইয়া স্বয়ং আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক বানরবল মধ্যস্থ দিব্যায়ুধধারী রঘুপতির সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রবলপরাক্রান্ত রাবণ স্বভাবতই শৈলরাজের ন্যায় সংগ্রামে অচল তাহাতে আবার বিধাতার বরপ্রভাবে আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু রঘুপতি শাণিত সায়কদ্বারা ঐ প্রবলশত্রু রাবণ এবং রাক্ষসসেনাপতি প্রবল-প্রতাপ কুম্ভকর্ণকে অনায়াসে বিনাশ করিলেন। রঘুরাজ ও রাক্ষস-রাজের ঐ তুমুল সংগ্রামে তড়িন্মালার ন্যায় শাণিত সায়কে গগনতল আচ্ছাদিত, ঘনঘটার ন্যায় ধূলিপটলে পরিব্যাপ্ত এবং বজ্রনিনাদ-সদৃশ শরাসনধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিরন্তর সকলে-রই ভয়োৎপাদন করিয়াছিল। এইরূপে ধরণীসুতা সীতার রোষা-নলে ও রঘুকুলতিলক রামের শাণিত সায়কাঘাতে ইন্দ্রবিদ্রাবণ রাবণ ধরাশায়ী হইলে পর হনুমান্ মহাহর্ষের সহিত সীতাকে বহ্নি-মধ্যে পরীক্ষা করিয়া রামহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পরে রামচন্দ্র পুরন্দরের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ ভীষণ বিভীষণকে রাক্ষসরাজ করিলেন। তাহার পর সমস্ত বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সুবিমল পুষ্পকরথে আরো-হণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন এবং পরমমিত্র গুহকে স্মরণ হওয়াতে প্রথমে তাহার ভবনে গমন করিলেন এবং তথায় মুনিবেশ পরি-ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। পরে তথায় উপ-স্থিত হইয়াই ভরত-মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া মাতৃগণের বাক্যানু-সারে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বশিষ্ঠপ্রভৃতি মুনিগণ

অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলে পর সকল-জনপালক রাম সুরপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাম রাজা হইলে ব্রাহ্মণগণ তপোনিরত ও অন্যান্য সমস্ত লোক ধনরত্নশালী ও স্বধর্ম্মনিরত হইয়া স্বজনগণের সহিত নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল এবং মেঘ সকলও প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; ফলতঃ তৎকালে বসুমতী যেন আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

রঘুপতি রাম আপন সদ্গুণগ্রামে সমস্ত প্রজাগণের এবং সুললিত রসাভাষে প্রণয়িনী সীতার মনোরঞ্জন পূর্ব্বক অযুত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ঐ সময়ে তিনি মুনিবরগণের সহিত সঙ্গত হইয়া বিপুলদক্ষিণ অশ্বমেধত্রয় সমাধানপূর্ব্বক দেবগণকে পরিতুষ্ট করেন। অনন্তর রঘুরাজ মনে মনে কোন কারণ অনুভব করিয়া নির্দ্দয় হৃদয়ে জানকীরে বনে পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময়ে মহামতি বাল্মীকি আপন বাক্য স্মরণ করিয়া পরমদুঃখিতা রামপ্রিয়াকে আপন আশ্রমে আশ্রয় দিলেন। ধরণীসুতা সীতা ঐ স্থানেই কুশ ও লবনামক প্রবলপরাক্রান্ত দুই পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা দুইজনেই রামের যশোগান করিতে লাগিল। পরে মুনিবর বাল্মীকি সুতদ্বয়ের সহিত সুরগণ-বন্দিতা অনিন্দিতা সীতাকে রামসমীপে সমর্পণ করিলেন। রঘুপতি পুত্রবতী সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া বলিলেন, তুমি আত্মশোধনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার অনলে প্রবেশ কর। সীতা রঘুনাথের এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া জননীর সহিত ভূগর্ব্ভে প্রবেশ করিলেন। রঘুবর রাম স্বচক্ষে সীতাপ্রয়াণ নিরীক্ষণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক স্বজন-সমভিব্যাহারে সরযূতীরে গমন করিলেন এবং পরমানন্দে সরযূজল স্পর্শ করিয়া বশিষ্ঠোপদিষ্ট যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক অনুজগণের সহিত স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইলেন।

পরাৎপর প্রভু রামচন্দ্র পরিতুষ্ট হইলে লোকের রোগশান্তি বিধান, ধনজন ও স্বর্গাদিসম্পত্তি প্রদান এবং বংশপরম্পরা পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রবণের অমৃতস্বরূপ এই রামচরিত পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি ইহলোকে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া পরে সংসারসাগর পরিশোষণপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

---

ভগবন্! রঘুপতি রামচন্দ্রের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র হীন, হীনের পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র বলাহক, বলাহকের পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র রজনাভ, রজনাভের পুত্র খগণ, খগণের পুত্র বিধৃত, বিধৃতের পুত্র হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন, স্যন্দনের পুত্র অগ্নিবর্ণ এবং ঐ অগ্নিবর্ণের অতুলবিক্রম শীঘ্রনামে এক পুত্র হয়, তিনিই আমার পিতা। আমার নাম মরু। কেহ কেহ আমাকে বুধ ও সুমিত্রও বলিয়া থাকে। আমি যখন কলাপগ্রামে অবস্থান করি সেই সময়ে সত্যবতীতনয় মহর্ষি ব্যাসের মুখে আপনার অবতারের কথা অবগত হইলাম এবং সেই অবধি লক্ষবৎসরকাল প্রতীক্ষা করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছি। ভগবন্! আপনি পরাৎপর ঈশ্বর। আপনার দর্শনে কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়, ধর্ম্মজ্ঞানের উদয় হয়,

এবং অতুল যশ ও কীর্ত্তিলাভ হয় ; অধিক কি, জীবের সমস্ত কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য এক্ষণে আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি। কল্কি কহিলেন, আমি জানিলাম, তুমি সূর্য্যবংশে সমুৎপন্ন হইয়াছ। এক্ষণে মহাপুরুষের লক্ষণবিশিষ্ট পরমসুন্দর অপর এক পুরুষকে দেখিতেছি, ইনি কে ?

কল্কির এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবাপি বিনয়ের সহিত মধুরস্বরে বলিলেন, ভগবন্! প্রলয়ান্তে আপনার নাভিপদ্ম হইতে চতুরানন উৎপন্ন হন। তাঁহা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে চন্দ্র ও চন্দ্র হইতে বুধ উৎপন্ন হইলেন। ঐ বুধের পুত্র পুরূরবা। পুরূরবার বংশে নহুষতনয় যযাতির জন্ম হয়। মহারাজ যযাতি দেবযানীর গর্ব্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পূরুকে উৎপাদন করেন। আদিদেব ঈশ্বর যেমন প্রজা স্থষ্টি করিবার মানসে অগ্রে পঞ্চভূতের স্থষ্টি করেন সেইরূপ মহারাজ যযাতি ঐ পঞ্চপুত্র উৎপাদন করিলেন। পূরুর পুত্র জয়, জয়ের পুত্র প্রচিন্বান্, প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্যু, মনস্যুর পুত্র অভয়দ, অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্র্যারুণি, ত্র্যারুণির পুত্র পুষ্করারুণি, পুষ্করারুণির পুত্র বৃহৎক্ষেত্র; ঐ বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী। ঐ হস্তীর নাম হইতেই তদীয় রাজধানী হস্তিনা নগরী হইয়াছে। হস্তীর তিন পুত্র ; অজমীঢ়, অহিমীঢ় ও পুরমীঢ়। অজমীঢের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র সংবরণ ও সংবরণের পুত্র কুরু। কুরুর পুত্র পরীক্ষিত, সুধনু, জহ্নু ও নিষধ। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃতী, কৃতীর পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র পুষ্পবান্ ও পুষ্পবানের পুত্র নহুষ। বৃহদ্রথের

অপর এক ভার্য্যার গর্ব্ভে জরাসন্ধ নামে প্রবলপ্রতাপ পুত্র জন্মে। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র সোমাপি, সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবার পুত্র সুরথ, সুরথের পুত্র বিরথ, বিরথের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র রথানীক, রথানীকের পুত্র যুতায়ু, যুতায়ুর পুত্র কোপন, কোপনের পুত্র দেবাতিথি, দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ এবং আমিই ঐ প্রতীপের পুত্র। আমার নাম দেবাপি। আমি শান্তনুকে রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক কলাপগ্রামে অবস্থান করিতাম। এক্ষণে এই মহারাজ মরু ও মুনিগণের সহিত আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যাহা হউক, যখন আপনার পাদপদ্মের সন্দর্শন পাইয়াছি তখন অবশ্যই কালের করালাস্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আত্মবেত্তাদিগের পদবী প্রাপ্ত হইব।

কমললোচন কল্কি নরপতিদ্বয়ের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত উহাঁদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমরা উভয়েই পরম ধর্ম্মজ্ঞ। এক্ষণে তোমরা আমার নিদেশানুসারে আপন আপন রাজ্য শাসন কর। মরো! এক্ষণে আমি প্রজাপীড়ক অধর্ম্মচারী ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়া তোমার নিজ রাজধানী অযোধ্যার সিংহাসনেই তোমাকে অভিষিক্ত করিব। আর দেবাপে! আমি হস্তিনাপুরস্থিত চণ্ডালগণকে বিনাশ করিয়া ঐ রাজ্য তোমাকেই প্রদান করিব। পরে আমি স্বয়ং মথুরায় অবস্থান করিয়া তোমাদিগের ভয় নিবারণ করিব। ফলতঃ আমি শয্যাকর্ণ, উষ্ট্রমুখ, একজঙ্ঘ ও বিনোদরগণের প্রাণসংহার পূর্ব্বক পুনরায় সত্যযুগের অবতারণা করিয়া প্রজাপালন করিতে

থাকিব। তোমরা দুইজনেই অস্ত্রশস্ত্রকুশল, অতএব তোমরা এক্ষণে মুনিবেশ ও মুনিব্রত পরিহার এবং রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্য-সমভিব্যাহারে আমার সহিত বিচরণ করিবে। হে মরো! এই নরপতি বিশাখযূপের কমলনয়না বিনয়শীলা এক কন্যা আছে। ইনি সেই পরমসুন্দরী তনয়া তোমাকে সম্প্রদান করিবেন। দেখ দেবাপে! তুমি রাজা রুচিরাশ্বের শান্তা তনয়াকে বিবাহ কর। ফলতঃ তোমরা দুইজনে লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত আমার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। মহারাজ মরু ও দেবাপি উভয়েই মুনিগণসমক্ষে পরমেশ্বর কল্কির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাহা স্বীকার করিলেন। অভয়দাতা কল্কির ঐ সকল কথা সমাপন হইবামাত্র আকাশ হইতে সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, মণি-বিভূষিত, কামগামী দুই রথ আসিয়া উহাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। নরপতিগণ, মুনিগণ ও সভ্যগণ সকলেই বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্যাস্ত্র-পরিবারিত ঐ সুন্দর রথ অবলোকন করিয়া সহর্ষে "একি একি" বলিয়া উঠিলেন।

কল্কি কহিলেন, তোমরা দুইজনেই সাক্ষাৎ যম ও বৈশ্রবণের অংশ; লোকরক্ষার নিমিত্ত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হইয়াছ। এই বিষয় এই মুনিগণও অবগত আছেন। তোমরা এতদিন গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলে, এক্ষণে আমার সঙ্গলাভে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। যাহা হউক, আমার আদেশানুসারে সুররাজদত্ত রথে আরোহণ কর। কমলাপতি কল্কি ঐরূপ বলিলে পর আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তত্রস্থ মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন এবং সুশীতল গঙ্গাবায়ু তাঁহারই শিরঃ-কুসুমপরাগ বহন করিয়া মন্দ মন্দ বাহিত হইতে লাগিল।

ঐ সময়ে অলৌকিক রূপসম্পন্ন সাক্ষাৎ সনক-সদৃশ তেজোরাশি-স্বরূপ এক ভিক্ষুক তথায় উপস্থিত হইলেন। উহাঁর শরীর তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায়; বদন প্রসন্ন ও নয়ন কমলের ন্যায় সুন্দর। উহাঁর মস্তকে জটা, পরিধেয় বল্কল ও হস্তে দণ্ড। ফলতঃ তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, যে ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের আবাসস্বরূপ এবং আপন অঙ্গ-মারুতেই অধর্ম্ম দূর করিতেছেন।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

---

ভগবান্ কল্কি ঐ সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃত বৃদ্ধ ভিক্ষুককে অবলোকন করিবামাত্র সভাসদ্গণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। পরে ভিক্ষুক আসনে উপবেশন করিলে কল্কি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! যদি আমার ভাগ্যক্রমে এখানে আগমন করিয়াছেন, তবে বলুন, আপনি কে? ভবাদৃশ সর্ব্বজনসুহৃদ্ পাপ-পরিশূন্য মনুষ্যগণ প্রায়ই জীবগণকে পবিত্র করিবার জন্য পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ভিক্ষুক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনারই নিতান্ত নিদেশবর্ত্তী সত্যযুগ; আপনার অবতার-রূপ নিরীক্ষণ করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি। হে কমলানাথ! আপনি কালস্বরূপ। যদিও আপনি উপাধিশূন্য তথাপি আপন মায়া বিস্তার করিয়া ক্ষণ, দণ্ড ও লবপ্রভৃতি অংশদ্বারা আপনাকে উপাধিবিশিষ্ট করিয়াছেন। দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর ও যুগাদি এবং

চতুর্দ্দশ মনু কেবল আপনার আদেশানুসারেই যাতায়াত করিতেছে। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, ষষ্ঠ চাক্ষুষ, সপ্তম বৈবস্বত, অষ্টম সাবর্ণি, নবম দক্ষসাবর্ণি, দশম ব্রহ্মসাবর্ণি, একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি, দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি, ত্রয়োদশ বেদসাবর্ণি ও চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই আপনার বিভূতি-স্বরূপ; ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ধারণ করিয়া পুনঃপুন যাতায়াত করিতেছেন। দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চারি যুগ হয়। তন্মধ্যে চারি সহস্র বৎসর সত্য, তিন সহস্র বৎসর ত্রেতা, দুই সহস্র বৎসর দ্বাপর এবং একসহস্র বৎসর কলির পরিমাণ। আর ঐ চারিযুগের মধ্যে প্রত্যেক যুগেরই একশত বৎসর করিয়া সন্ধ্যা এবং একশত বৎসর করিয়া সন্ধ্যাংশ নিরূপিত হইয়াছে। এক এক জন মনু এক সপ্ততিযুগ রাজ্য করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহাদের সকলেরই পরিণতি হয়। প্রজাপতিরও সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি আছে। তাঁহার যেরূপ দিবা, রাত্রিও সেইরূপ। ঐ সমস্ত উপাধিধারী কাল হইতে ব্রহ্মারও জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা, আপন শত সম্বৎসর পূর্ণ হইলেই আপনাতে লয়প্রাপ্ত হন এবং প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার আপনার নাভি-পদ্ম হইতে সমুত্থিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন।

ভগবন্! যে সময়ে লোকে কৃতকৃত্য হইয়া অবস্থান করে এবং যে সময় আপনারই নামভেদে সত্য যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে আমিই সেই সত্যযুগ। অধর্ম্মবিনাশ-কুশল কল্কি স্বজন-গণের সহিত সত্যযুগের সেই অমৃতসদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দলাভ করিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ আকার-গোপন অব-

লোকন করিয়া কলির সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে হৃষ্টান্তঃকরণে আপন হিতকারী অনুচরগণকে বলিলেন, গজারোহী, রথারোহী ও অশ্বারোহী সুবর্ণভূষিত বিবিধাস্ত্রধারী রণকুশল যোদ্ধাগণের সংখ্যা করিয়া আনয়ন কর।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

---

সূত কহিলেন, মহাভুজ মরু ও দেবাপি ইহাঁরা উভয়েই ঐ কথা শ্রবণমাত্র কল্কির আদেশানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পুনরায় করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। উহাঁদের অঙ্গুলিত্রাবৃত করে বিবিধ অস্ত্র, মস্তকে লৌহোষ্ণীষ ও সর্ব্বাঙ্গে মনোহর বর্ম্ম। ঐ দুই মহাধনুর্দ্ধর নরপতির সহিত ছয় অক্ষৌহিণী সৈন্য ধরাতল প্রকম্পিত করিয়া আগমন করিল। নরপতি বিশাখযূপ ধনুর্দ্ধারী ও উষ্ণীষধারী, একলক্ষ গজারোহী, সহস্রনিযুত অশ্বারোহী, সপ্তসহস্র রথারোহী ও দুইলক্ষ পদাতিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। নরপতি রুচিরাশ্ব পঞ্চাশৎ সহস্র রথারোহী ও সহস্রাধিক নবলক্ষ মত্তগজারোহী-সমভিব্যাহারে সমুপস্থিত হইলেন। পরপুরবিনাশী কল্কি এইরূপে দশ অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সুরসৈন্য-সমাবৃত সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। জগদীশ্বর কল্কি ঐ সমস্ত সৈন্য-সমাবৃত হইয়া ভ্রাতা, পুত্র, ও সুহৃদ্গণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে দিগ্বিজয় বাসনায় যাত্রা করিলেন।

ঐ সময়ে ধর্ম্ম, প্রবল কলির প্রতাপে পরাভূত হইয়া দ্বিজরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বজনগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋত, প্রসাদ, অভয়, সুখ, মুদ, যোগ, অর্থ, অদর্প, স্মরণ, ক্ষেম, প্রতিশ্রয় ও হরির অংশস্বরূপ তপোব্রতশীল নরনারায়ণ, ইহাঁরা ধর্ম্মের পুত্র এবং শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়োন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা ও মূর্ত্তি ইহাঁরাই ধর্মের স্ত্রী। এই সকল স্ত্রীপুত্রে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্ম কল্কিকে দর্শন ও আপন অবস্থা নিবেদন করিবার জন্যই তথায় আগমন করিলেন। কল্কি ঐ দ্বিজকে অবলোকনমাত্র তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আর কি জন্যই বা স্ত্রীপুত্র লইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন? এবং কোন্ রাজার অধিকার হইতেই বা আসিতেছেন? সত্য করিয়া বলুন। আপনাকে ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় মলিন দেখিতেছি কেন? আর পাষণ্ডগণের নিকট অবমানিত বিষ্ণু-পরায়ণ সাধুদিগের ন্যায় আপনার এই স্ত্রীপুত্রগণ কি জন্য হীনবল ও দীনভাবাপন্ন হইয়াছে? সহায়হীন ধর্ম্ম দয়াপর কমলানাথের ঐ কথা শ্রবণমাত্র আপন কুশলবাসনায় স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণের সহিত তাঁহাকে পূজা, স্তব ও প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অতি কাতরভাবে বলিলেন, ভগবন্! আমার আখ্যান শ্রবণ করুন। আপনার যে মূর্ত্তিকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে, আমি সেই ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি; আমার নাম ধর্ম্ম। আমি হব্যকব্য-ভাগী দেবতাদিগের অগ্রগণ্য ছিলাম এবং আপনার আদেশানুসারে প্রাণিগণের সমস্ত অভিলাষ সম্পাদনপূর্ব্বক অনুদিন অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়া বিচরণ করিতাম। হে অখিলাধার! আমি ঐ প্রকার সৌভাগ্যশালী হইয়াও কালক্রমে

প্রবল কলির নিকট পরাভূত এবং শক, কাম্বোজ ও শবরগণের নিকট অবমানিত হইয়া সংসারপীড়িত সাধুলোকের ন্যায় এক্ষণে আপনার চরণসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। পাপনাশন শ্রীমান্ কল্কি ধর্ম্মের ঐ প্রকার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষোৎপাদনের জন্য বলিলেন, ধর্ম্ম! এই সত্যযুগ ও সূর্য্যবংশসমুৎপন্ন মরুকে অবলোকন কর। আমি বিধাতার প্রার্থনানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কীকটবাসী সমস্ত বৌদ্ধগণকে বিনাশ করিয়াছি। তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া অবশ্যই সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি এই সকল সৈন্য-সমভিব্যাহারে তোমারই অনিষ্টকারী অবশিষ্ট অবৈষ্ণবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। হে জগৎপ্রিয়! যখন সত্যস্বরূপ আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি তখন তোমার আর কিছুমাত্র ভয় বা মোহের কারণ নাই। এখন তুমি যজ্ঞ, দান ও তপোব্রতের সহিত নির্ভয়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পারিবে। এক্ষণে আমি দিগ্বিজয় বাসনায় শত্রু সংহারের নিমিত্ত গমন করিতেছি, অতএব তুমিও আমার সহিত আইস। ধর্ম্ম কল্কির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আপনার পূর্ব্বাধিপত্য স্মরণ করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলেন। পরে সেই সকল স্ত্রী ও আত্মীয়গণকে সিদ্ধাশ্রমে অবস্থাপন করিয়া, সপ্তস্বররূপ সপ্তাশ্বযোজিত, ব্রাহ্মণরূপ সারথিকর্ত্তৃক পরিচালিত বেদরূপ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে সাধুসৎকার তাঁহার বর্ম্ম, শাস্ত্র-সংকল্প তাঁহার শরাসন, ক্রিয়াভেদ তাঁহার উগ্রবল ও অগ্নিই তাঁহার প্রধান সহায়স্বরূপ হইল। পরে তিনি যজ্ঞ, দান, তপঃ, যম ও নিয়ম প্রভৃতি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া খশ, কাম্বোজ, ও শবর

প্রভৃতি সকলকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এবং কলির অধিকার জয় করিবার জন্য কল্কির সহিত যাত্রা করিলেন। কলির আবাস-স্থান এরূপ ভীষণ যে, উহা দেখিবামাত্র সকলের মনে ভয়সঞ্চার হয়। সর্ব্বদাই ভূত, সারমেয়, কাক, উলূক ও শিবাগণে সমাচ্ছন্ন, পূতি ও গোমাংসে একবারে দুর্গন্ধময়, নানা প্রকার ব্যসনের আগার, স্ত্রীলোকদিগের বিবাদ বিসম্বাদে প্রতিধ্বনিত এবং উহা স্বামিরূপিণী কামিনীগণের সম্পূর্ণ আয়ত্ত। পরে কলি কল্কির ঐ প্রকার রণোদ্যোগ শ্রবণ করিবামাত্র পেচকাখ্য রথে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে পুত্রপৌত্রগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইল। ধর্ম্ম কলিকে দেখিবামাত্র কল্কির আদেশানুসারে মহর্ষি-গণে পরিবৃত হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ঋত দম্ভের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল; প্রসাদ লোভকে ও জরা স্মৃতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল; ক্রোধ অভয়ের প্রতি ও ভয় সুখের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরয় মুদের সহিত, আধি যোগের সহিত, ব্যাধি ক্ষেমের সহিত ও গ্লানি প্রশ্রয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ঐ সমর একবারে তুমুল হইয়া উঠিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ সমর দর্শনের নিমিত্ত অম্বরতলে উপ-স্থিত হইলেন। অপর দিকে মহারাজ মরু খশ ও ভীমবিক্রম কাম্বোজগণের সহিত; দেবাপি চৌন ও দলবেষ্টিত বর্ব্বরদিগের সহিত এবং নরপতি বিশাখযূপ বিবিধ দিব্যাস্ত্র ধারণ করিয়া পুলিন্দ ও শ্বপচ সমূহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কল্কি স্বয়ং অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সৈন্য সমভিব্যাহারে কোক ও বিকোক নামক দুই সহোদরের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ দুই সহোদর ব্রহ্মার বরপ্রভাবে নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিয়া

ছিল। ঐ প্রমত্ত দানবদ্বয়ই একরূপী, মহাসত্ত্ব ও যুদ্ধবিশারদ। উঁহাদের অঙ্গ বজ্রের ন্যায় কঠিন। উঁহারা পদাতিক হইয়াও গদাহস্তে দিগ্বিজয় করিতে সমর্থ; অধিক কি, উঁহারা দুই সহোদরে শুম্ভগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলে মৃত্যুকেও পরাজয় করিতে পারে। উঁহাদের সহিত কল্কি-সৈন্যগণের যুদ্ধই অপেক্ষাকৃত ঘোরতর হইয়া উঠিল। অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহিত ধ্বনিতে, শরাসনের টঙ্কারে এবং যোদ্ধাদিগের পরস্পর আক্রোষরবে, দন্তঘর্ষণের শব্দে ও তলতাড়ন নিনাদে একবারে দশদিক্ পরিপূরিত হইয়া গেল। পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীই ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিল; অধিক কি, দেবতারাও ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া শশব্যস্তে স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। ঐ যুদ্ধে পাশ, দণ্ড, খড়্গ, ঋষ্টি, শূল, শক্তি, গদা ও বিবিধ বাণের দারুণ আঘাতে কোটি কোটি যোদ্ধার হস্ত, পদ ও মস্তক পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইল।

---

## সপ্তম অধ্যায়।

ক্রমে ক্রমে ঐ যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোরতর হইয়া উঠিলে ধর্ম্ম ও সত্যযুগ উভয়েই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কলির সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন কলি ধর্ম্ম ও সত্যযুগের সুদারুণ শরাঘাতে পরাভূত হইল এবং গর্দ্দভবাহন পরিত্যাগ করিয়া করাল বদন ব্যাদান পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে আপন মহিলাধীন ভবনে পলায়ন করিল। তাহার পেচকাখ্য রথ চূর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিল। দম্ভ ক্ষতশরে আহত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে নিতান্ত নিঃসারের ন্যায় নিজ

গৃহে প্রস্থান করিল; লোভ প্রসাদের গদাঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া বিচূর্ণ সারমেয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রুধির বমন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। ক্রোধ অভয়ের নিকট পরাজিত হইল এবং শূকর-সংযোজিত ভগ্নরথ পরিত্যাগ করিয়া কষায়িত নেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিল। ভয় সুখের তলাঘাতে গতাসু হইয়া ধরাশায়ী হইল। নিরয় মুদের মুষ্টি প্রহারে নিপীড়িত হইয়া যমভবনে গমন করিল। আর আধি ব্যাধি প্রভৃতি সকলেই সত্যযুগের শরাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়োদ্বিগ্ন চিত্তে নানা দেশে পস্থান করিল। তাহার পর ধর্ম্ম ও সত্যযুগ উভয়ে মিলিত হইয়া শরানলে কলিনগর প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। কলির স্ত্রী ও প্রজাবর্গ সকলেই প্রাণত্যাগ করিল এবং কলি একাকী দগ্ধশরীরে অতিদীনভাবে রোদন করিতে করিতে অন্যের অজ্ঞাতসারে দেশান্তরে পলায়ন করিল। মহারাজ মরু দিব্যাস্ত্র প্রভাবে শক ও কাম্বোজগণকে, বীর্য্যবান্ দেবাপি দিব্যাস্ত্র প্রহারে শবর, চোল ও বর্ব্বরগণকে এবং বিমলমতি বিশাখযূপ প্রখর খড়্গাঘাতে পুলিন্দ ও পুক্কস সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে বিপক্ষ-সৈন্যগণ নানাবিধ অস্ত্র প্রহারে একবারে গতাসু হইতে লাগিল। রণকুশল কল্কি গদাধারণ করিয়া অখিল সৈন্যের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক কোক ও বিকোকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই দানব বৃকাসুরের পুত্র ও শকুনির পৌত্র। উহাদের সহিত ভগবান্ কল্কির যুদ্ধ মধুকৈটভ যুদ্ধের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কল্কি উহাদের গদা প্রহারে নিতান্ত আহত হইলেন এবং তাঁহার গদা হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে সমস্ত লোক "কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য" বলিয়া উঠিল। তখন জগদ্-

জিষ্ণু মহাবল কল্‌কি ক্রোধভরে ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিকোকের শিরশ্ছেদন করিলেন; কিন্তু কোক একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে মৃত বিকোক পুনর্ব্বার উত্থিত হইল। ঐ ব্যাপার দর্শনে সমস্ত দেবগণ ও অরাতি-নাশন কল্‌কিও যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। গদাধারী কোক বিকোকের প্রাণ দান করিল দেখিয়া কল্‌কি এবার সেই কোকের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু কোকও সেইরূপ বিকোকের দৃষ্টিপাতে পুনরুত্থিত হইল এবং দ্বিতীয় কাল ও মৃত্যুর ন্যায় দুই সহোদরে মিলিত হইয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রণস্থলে পুনঃপুন কল্‌কিকে প্রহার করিতে লাগিল। কল্‌কি ঐ কাগরূপী দানবদ্বয়ের ছিন্নমস্তক পুনঃসংলগ্ন হইল দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাকুল ও যার পর নাই চিন্তাকুল হইলেন, এবং তাহাদের প্রতি বেগে অশ্বচালনা করিলেন। তখন কালসদৃশ দুর্জ্জয় দানবেরা অশ্বের খুরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধরক্ত নয়নে উহার প্রতি বিবিধ বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। অশ্ব ক্রোধভরে উহাদের বক্ষঃস্থলে এরূপ দারুণ দংশন করিল যে, উহাদের অস্থি ভগ্ন ও শরাসন হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হইল। তখন তাহারা, বালকেরা যেমন গোপুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করে সেইরূপ সেই অশ্বের পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। অশ্ব আপন পুচ্ছধারণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ পদ দ্বারা উহাদের বক্ষঃস্থলে এরূপ দারুণ প্রহার করিল যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ লাঙ্গুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইল; কিন্তু অবিলম্বেই আবার উত্থিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী কল্‌কির সহিত সগর্ব্বে কথা কহিতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মা স্বয়ং কল্‌কির নিকট আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরেধীরে কহিলেন, ভগবন্! ইহারা দুইজনেই অস্ত্র বা শস্ত্রের প্রহারে বিনষ্ট হইবার নহে;

ইহারা পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিপাতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া থাকে। আমি এইরূপে ইহাদের বিনাশ নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি যে, ইহারা উভয়েই এককালীন করাঘাতে বিনষ্ট হইবে। ভগবন্! এক্ষণে আপনি রহস্য জানিতে পারিলেন; অতএব একবারে ইহাঁদের বধসাধন করুন!

তখন কল্‌কি ব্রহ্মার ঐ কথা শ্রবণমাত্র বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে বজ্রসদৃশ মুষ্টিদ্বারা উহাদের মস্তক ভঙ্গ করিলেন। যাহারা ভূতলস্থ সমস্ত লোককে উৎপীড়ন করিত, এবং দেবতারাও যাহাদিগকে ভয় করিতেন সেই দানবদ্বয় এক্ষণে কল্‌কির মুষ্টিপ্রহারে ভগ্নমস্তক হইয়া ভগ্নশিখর শৈলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরোগণ ঐ আশ্চর্য্য দর্শনে নৃত্য গীত, সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ স্তবপাঠ এবং দেবতারা সকলে পরমাহ্লাদে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে ঘনঘন দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল এবং দিক্‌সকল একবারে প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তখন কবি কোকবিকোকবধে আহ্লাদিত হইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত দিব্যাস্ত্র প্রহারে দশসহস্র অশ্বারোহী মহাবীরের, প্রাজ্ঞ শত সহস্র যোদ্ধার এবং সুমন্ত্র পঞ্চবিংশতি সহস্র রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। গার্গ্য, ভর্গ্য ও বিশাল প্রভৃতি সকলেও রোষভরে নিষাদ ও ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে ভগবান্ কল্‌কি ভূপতিগণের সাহায্যে ঐ সমস্ত বিদ্রোহিগণকে বিনাশ করিয়া ভল্লাটনগর জয় করিবার মানসে শয্যাকর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। ঐ সময়ে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত কল্‌কির চারিদিকে চামরবীজন হইতে লাগিল; বিবিধ বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইল এবং নানাস্ত্র-ভূষিত রথসকলে রথ্যা আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল।

## অষ্টম অধ্যায়।

---

নারায়ণ কল্‌কি সেনাগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণ ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক ভল্লাটনগরে যাত্রা করিলেন। ভল্লাট নগরের রাজা অতি সুন্দর, দীর্ঘনেত্র, অসমতেজস্বী, মহামতি, পরম কৃষ্ণপরায়ণ ও অদ্বিতীয় যোগী। তাঁহার নাম শশিধ্বজ। নরপতি শশিধ্বজ জগৎ-পতি বিষ্ণু আসিয়াছেন শুনিয়া পরমাহ্লাদে সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। নরপতির ভার্য্যা সুশান্তাও অত্যন্ত বিষ্ণু-পরায়ণা ছিলেন। তিনি আপন স্বামীকে কল্‌কির সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, নাথ! জগৎ-পতি কল্‌কি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বেশ্বর ও সাক্ষাৎ নারায়ণ; আপনি তাঁহার কমনীয় শরীরে কিরূপে প্রহার করিবেন।

শশিধ্বজ কহিলেন, প্রিয়ে! যুদ্ধ স্থলে গুরু, শিষ্য ও হরির প্রতিও প্রহার করা যায়। প্রজাপতি ইহা পরম ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। দেখ, যদি জীবিত থাকি তাহা হইলে পৃথিবীতে রাজভোগ প্রস্তুত রহিয়াছে; আর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গে পরম সুখ ভোগ করিতে পারিব। ফলতঃ যুদ্ধে জয়ই হউক বা মৃত্যুই হউক, ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে উভয়ই সুখাবহ।

সুশান্তা বলিলেন, নাথ! যাহারা নিতান্ত কামনার বশীভূত ও বিষয়রসে একবারে উন্মত্ত তাহারাই রাজত্ব ও দেবত্বকে পরম

লাভ বলিয়া বোধ করে; হরিচরণ-সেবকেরা কখনই ঐরূপ মনে করেন না। দেখুন, আপনি সেবক ও তিনি ঈশ্বর এবং আপনি নিষ্কাম সুতরাং তিনি অদাতা; অতএব আপনাদের উভয়ের রণোদ্যোগ কেবল মোহজনিত, সন্দেহ নাই।

শশিধ্বজ কহিলেন, প্রিয়ে! যিনি ঈশ্বর তিনি শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও রাগদ্বেষাদি বিহীন; তাঁহার দেহধারণ কেবল লীলা মাত্র। যদি সেই ঈশ্বরের সহিত তাঁহার সেবকের কলহ হয় তাহাও তাঁহার সেবাস্বরূপ। ঈশ্বর যখন লীলাদেহ ধারণ করেন তখন সেই লীলাদেহে সমস্ত দৈহিক গুণেরও উদ্ভাবন করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ তাহা মায়া মাত্র। আর যে সমস্ত জীবদেহ দেখিতেছ সেই সকলই মায়া দেহ এবং সমস্ত বিষয়ও মায়াস্বরূপ। ঈশ্বর যখন শরীর ধারণ করেন তখনই লোকে তাঁহাকে শরীরী বলে। জন্ম ও লয় কেবল তাঁহার মায়া হইতেই হইতেছে; বস্তুতঃ তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি আপন সেবককে আত্ম হইতে অভিন্ন ভাবিয়া থাকেন সুতরাং সেই বিষ্ণুর সহিত যে সেব্যসেবকতা ভাব তাহাও মায়ামাত্র। কার্য্যকারণরূপী সেই ঈশ্বরের মায়া হইতেই সাধুদিগের ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। অতএব প্রিয়ে! আমি সৈন্যসামন্ত লইয়া কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলাম; তুমি অদ্য সেই ভগবান্ কল্কির পূজা কর।

সুশান্তা কহিলেন, নাথ! আমি আপনার কথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনার মন যথার্থই বিষ্ণুসেবা-তৎপর, কি ইহকালে কি পরকালে, বিষ্ণু ভিন্ন কুত্রাপি সদ্গতিলাভের উপায় নাই।

সুশান্তা এই কথা বলিয়া স্বামীচরণে প্রণাম করিলেন। শশিধ্বজ সুশান্তার ঐ প্রকার মধুর বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সাশ্রু-

নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আপনাকে বিষ্ণুর পরম ভক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার রূপ স্মরণ ও নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বিষ্ণু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাহার পর তিনি উদ্যতাস্ত্র শর্য্যাকর্ণদিগকে লইয়া কল্কি-সেনা একবারে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। শশিধ্বজের পুত্র সূর্য্যকেতু পরম বৈষ্ণব, মহাবল পরাক্রান্ত ও ধনুর্দ্ধারীদিগের অগ্রগণ্য। তিনি নরপতি মরুর সহিত এবং তাঁহার অনুজ কোকিল-কণ্ঠ পরম সুন্দর গদাযুদ্ধ-কুশল বৃহৎকেতু দেবাপির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আর নরপতি বিশাখযূপ শশিধ্বজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রবলপ্রতাপ লঘুহস্ত ধনুর্ধারী রুচিরাশ্ব রজস্যানের সহিত এবং ভর্গ্য শান্তের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যোদ্ধাদিগের মধ্যে কেহ শূল, কেহ প্রাস, কেহ গদা, কেহ শক্তি, কেহ ঋষ্টি, কেহ তোমর, কেহ খড়্গ, হে ভুষণ্ডী, কেহ বা কুন্ত ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ধ্বজ, পতাকা, ছত্র ও চামরে রণস্থল পরমশোভিত হইল এবং উদ্ধূত ধুলিপটলে গগন-তল একবারে অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সমস্ত দেবগণ যুদ্ধ দেখি-বার জন্য গগনতলে উপস্থিত হইলেন। সুগায়ক গন্ধর্ব্বগণ ও অন্যান্য সমস্ত লোকেই ঐ যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিল। শঙ্খদুন্দুভির ধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা এবং যোদ্ধাদিগের আস্ফোট ও উৎক্রোষ শব্দে অন্যান্য সমস্ত লোক একবারে মূকের ন্যায় হইয়া রহিল। রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সুরাসুর যুদ্ধের ন্যায় ঐ ভয়ানক সংগ্রামে কেবল যমরাজ্যই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কল্কির

সেনাপতিগণ শশিধ্বজের সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ কেহ ছিন্নবাহু, কেহ ছিন্নপদ, কেহ বা ছিন্নকন্ধর হইয়া পতিত হইল। কেহ পলায়ন, কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। ঐ যুদ্ধে কোটি কোটি বীর ধরাশায়ী হইল। উপর্য্যুপরি পতিত সৈন্যগণ গজ, অশ্ব ও রথের অবমর্দ্দনে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। হত ও আহত সৈন্যগণের শরীর হইতে এত রুধির নির্গত হইল যে, উহাতে সদ্যই রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। উষ্ণীষ সকল ঐ নদীর হংস, হস্তী সকল তটভূমি, রথ সকল প্লব, কর ও উরু সকল মীন এবং অসি সকল উহার কাঞ্চন-বালুকা। সাক্ষাৎ কালের ন্যায় দুরাধর্ষ মহাবল সূর্য্যকেতু রণস্থলে বাণ বর্ষণ করিয়া মরুকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ মরু দশ বাণদ্বারা সূর্য্যকেতুর শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। সূর্য্যকেতু নিতান্ত আহত হইয়া ক্রোধভরে গদাদ্বারা মরুর অশ্বগণকে আহত ও রথ চূর্ণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। মরু গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সারথি তাঁহাকে অন্য রথে আরোপণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। মহাবীর বৃহৎকেতু নীহারাচ্ছন্ন রবির ন্যায় দেবাপিকে শরাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। দেবাপি ঐ সমস্ত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শিলাশাণিত শরবর্ষণে বৃহৎকেতুকে অত্যন্ত প্রহার করিলেন। বৃহৎকেতু ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক গৃধ্রপত্র-বিশিষ্ট স্বর্ণপুঙ্খ শিতধার শরসমূহ দ্বারা দেবাপি ও তাঁহার সৈন্যগণকে দারুণ আঘাত করিলেন। তখন দেবাপি শাণিত সায়কদ্বারা বৃহৎকেতুর দিব্য শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন। মহাশূর বৃহৎকেতু ধনুর্বিহীন হইয়া, খড়্গ

ধারণপূর্ব্বক দেবাপির সারথি ও অশ্বের প্রতি আঘাত করিলেন। তখন দেবাপি শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তলাঘাতে, বৃহৎকেতুকে প্রহার করিলেন এবং আপন ভুজান্তরে আনয়ন করিয়া নির্দ্দয়রূপে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্যকেতু ষোড়শবর্ষবয়স্ক অনুজ সহোদরকে নিষ্পেষিত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে দেবাপির মস্তকে দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। দেবাপি বজ্রতুল্য দারুণ মুষ্ট্যাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং এই অবসরে বিপক্ষপক্ষ ঐ মূর্চ্ছিত শত্রুর সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে নরপতি শশিধ্বজ দেখিলেন, অম্বুজনয়ন, পীতাম্বরধারী শ্যামকলেবর জগদাধার কল্কি সূর্য্যসদৃশ প্রভা বিস্তার করিয়া সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। মহাভুজ কল্কির মস্তকে মনোহর কিরীট শোভা পাইতেছে। তাঁহার শরীরভূষণ মণিগণের উজ্জ্বল কিরণে লোকের নয়নের ও মনের তমোদূর হইতেছে। বিশাখযূপাদি নরপতিগণ তাঁহার চারিদিকে দণ্ডায়মান আছেন এবং ধর্ম্ম ও সত্যযুগ তাঁহার পূজা করিতেছেন।

---

## নবম অধ্যায়।

---

লোকে যাঁহাকে ধ্যানযোগে মনেমনেই দর্শন করিয়া থাকে সেই পরমাত্মা স্বয়ং জগতের পাপতাপ বিনাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ ও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণ ও খড়্গশরাসন ধারণপূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া নরপতি শশিধ্বজ হৃষ্টান্তঃকরণে

তাঁহাকে বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আইস আইস; তুমি আমার হৃদয়ে প্রহার কর, নতুবা আমার বাণভয়ে আমারই তমোময় হৃদয় মধ্যে প্রবেশ কর। এই দ্বৈরথ যুদ্ধে লোকে নির্গুণের সগুণত্ব, অদ্বৈতের অস্ত্রতাড়ন এবং নিষ্কাম পরমাত্মার সৈন্য-সমভিব্যাহারে জয়োদ্যোগ অবলোকন করুক। যদি আপনি বাস্তবিক আমাকে শত্রু বিবেচনা করিয়া প্রহার করেন তাহা হইলেও আমি এই যুদ্ধে আপনার হস্তে বিনষ্ট হইয়া শিবলোক অথবা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ কল্কি শশিধ্বজের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বাহ্য ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শশিধ্বজ আপন অস্ত্রদ্বারা ঐ বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া অচলের উপর বারিবর্ষণের ন্যায় কল্কির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কল্কি শরাঘাতে আহত হইয়া দ্বিগুণতর কোপ প্রকাশ করিলেন। পরে উভয়ের দিব্যাস্ত্র সন্ধানে ক্রমেক্রমে ঐ সংগ্রাম অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র, পার্ব্বতাস্ত্র দ্বারা বায়ব্যাস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র এবং গারুড়াস্ত্র দ্বারা পন্নগাস্ত্র নিবারিত হইতে লাগিল। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে শরনিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সমস্ত লোকপালের সহিত সমস্ত লোক নিতান্ত ভীত হইয়া যুগান্তকালের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। গগনস্থ দেবগণ বাণাগ্নিভয়ে পলায়ন করিলেন। উভয়েই এইরূপ বিফল সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া পরিশেষে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরস্পর পরস্পরকে পদাঘাত, তলাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই যুদ্ধকুশল, সুতরাং উভয়েই ঐ যুদ্ধে পরমপরিতুষ্ট হইলেন। তখন কল্কি

শশিধ্বজকে এরূপ এক দারুণ তলাঘাত করিলেন যে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমুত্থিত হইয়া কল্কিকে সবলে দুই মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কল্কি ঐ মুষ্ট্যাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ জগদীশ্বরকে মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন। এই অবসরে নরপতি শশিধ্বজ উহাঁদের দুই জনকে দুই কক্ষে এবং কল্কিকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধমনোরথ হইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, দুই দুর্জ্জয় পুত্র অন্যান্য নৃপগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। নরপতি শশিধ্বজ রণবিজিত সুররাজ-পতিকে বক্ষঃস্থলে এবং ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে উভয় কক্ষে ধারণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, সুশান্তা অন্যান্য বৈষ্ণবীগণে পরিবৃত হইয়া হরিগুণ গান করিতেছেন। রাজা ভার্য্যার সেই প্রফুল্ল বদন অবলোকন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! এই ভগবান্ কল্কি দেবগণের বিনয়বাক্যে শম্ভলে জন্মগ্রহণ করিয়া অখিল বিদ্যালাভ, দারপরিগ্রহ এবং ম্লেচ্ছ ও পাষণ্ডগণকে বিনাশ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি মূর্চ্ছাচ্ছলে আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তোমার হরিসেবা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। কান্তে! এই দেখ, আমার উভয় কক্ষে ধর্ম্ম ও সত্যযুগ অবস্থান করিতেছেন। এখন তুমি ইহাঁদের যথোচিত অর্চ্চনা কর। সুশান্তা নরপতির ঐ কথা শ্রবণমাত্র আহ্লাদিতচিত্তে হরি, সত্যযুগ, ধর্ম্ম ও আপন স্বামীকে প্রণাম করিলেন এবং হরিগুণ-গানে উন্মত্তা হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক সখীদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

---

## দশম অধ্যায়।

---

সুশান্ত কহিলেন, হে হরে! আপনি নিজ মোহ পরিত্যাগ করিয়া সাধুজন-পূজিত সুরপতি-সেবিত ঐ চরণ-কমল আমার সম্মুখে স্থাপন করুন। সাধুজনের মানস-মধ্যস্থিত ঐ মনোহর রূপে জগতের সমস্ত রূপই বিরাজিত আছে। সাক্ষাৎ রতিপতিও ঐ রূপ দর্শন করিয়া বিমোহিত হন। হে প্রভো! এক্ষণে দুর্দ্দম কাম বিনষ্ট করুন। আপনার যশোগান করিলে পার্থিব সমস্ত শোক বিদূরিত হয় এবং আপনার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিলে অপার আনন্দোদয় হইয়া থাকে। হে বিভো! এক্ষণে সমস্ত লোক হাস্যসুধাপূর্ণ ঐ চন্দ্র-মুখ দর্শন করিয়া মঙ্গললাভ করুক। হে কমলানাথ! আমার স্বামী অত্যন্ত দুর্জ্জয়; যদি ইনি আপনার কোন অপ্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক শত্রুতাচরণ করিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে ইহাঁকে বিনাশ করুন, নতুবা কৃপা বিতরণে চরিতার্থ করুন। হে ভগবন্! প্রকৃতি আপনার জায়াস্বরূপ। সেই প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্রের আবির্ভাব হয় এবং তাহা হইতেই সমস্ত রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আপনার লীলাদৃষ্টিতেই এই ব্রহ্মকল্পিত সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে পারে। আপনার ত্রিগুণা মায়ার প্রভাবেই, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশপ্রভৃতি পঞ্চভূত এই সমস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া আছে। হে বিভো! যাহারা সেই শরীরদ্বারা আপনার সেবা করিয়া থাকে তাহাদের

প্রতি কৃপা করুন। যাঁহারা আপনার সর্ব্বগুণালয় পাপনাশন পবিত্র নাম কীর্ত্তন করেন তাঁহাদিগকে পুনঃপুন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া শোকতাপ অনুভব ও ভবযন্ত্রণার ভয় করিতে হয় না। ধর্ম্ম-সাধন, সত্যযুগস্থাপন, দেবপালন, সাধুজন-মানবর্দ্ধন, পাষণ্ডদলন ও কলিনাশনের নিমিত্তই আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অতএব হে বিভো! এক্ষণে আমার মঙ্গলবিধান করুন। আমার এই গৃহ সর্ব্বদাই পতি, পুত্র ও পৌত্রগণে পরিবেষ্টিত; গজ, রথ, ধ্বজ ও চামরে পরিশোভিত এবং মণিময় আসনে সুশোভিত হইলেও আপনার পদকমল-পরিচর্য্যা ভিন্ন ইহা কিছুতেই শোভা পায় না।

ভগবান্ কল্কি সুশান্তার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া যুদ্ধবীরের ন্যায় রণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং আপন সম্মুখে সুশান্তা, বামে সত্যযুগ, দক্ষিণে ধর্ম্ম ও পশ্চাতে শশিধ্বজকে অবলোকন করিয়া লজ্জিতের ন্যায় প্রথমে সুশান্তাকে বলিলেন, অয়ি কমললোচনে! তুমি কে? আর কি নিমিত্তই বা আমার সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছ? মহাশূর শশিধ্বজ আমার পশ্চাতে রহিয়াছেন কেন? হে ধর্ম্ম! হে কৃত! আমরা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে শত্রুর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম। এই শত্রু-কামিনীগণ আমাকে শত্রু জানিয়াও পরমাহ্লাদে আমার সেবা করিতেছে কেন? যদি আমি মূর্চ্ছিতই হইয়াছিলাম তবে শূরবর শশিধ্বজ আমাকে বিনাশ করেন নাই কেন?

সুশান্তা কহিলেন, ভগবন্! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; পাতাল, ধরাতল ও সুরপুরের মধ্যস্থিত নর, নাগ, সুর ও অসুরগণের মধ্যে কে আপনার সেবা না করিয়া থাকে? আর যাঁহার ভক্তের দর্শ নেই জগতের সমস্ত লোক শত্রুভাব পরিত্যাগ করে তাঁহার আবার

শক্র কোথায়? যদি আমার স্বামী শক্রভাবে আপনার সহিত সংগ্রাম করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি আপনাকে নিজ ভবনে আনিতে পারিতেন? আমার স্বামী আপনার দাস এবং আমি আপনার দাসী, সেই জন্য আপনি স্বয়ংই আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে আসিয়াছেন।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে কলিনাশন! আজি আমি ইহাঁদের মুখে ভক্তির সহিত আপনার নামানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

সত্যযুগ কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দাসের দর্শনে জানিলাম যে, অদ্যাপি আমি জীবিত আছি। অধিক কি, এই জগৎপূজ্য ভক্তের প্রভাবে অদ্য আপনারও যথার্থ ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইল।

পরিশেষে শশিধ্বজ বলিলেন, বিভো! আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা। আমি কামাদির বশীভূত হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি; অতএব আমার দণ্ডবিধান করুন।

ভগবান্ কল্কি তাঁহাদিগের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! তুমিই আমাকে যথার্থ জয় করিয়াছ।

অনন্তর নরপতি শশিধ্বজ রণস্থল হইতে দুই পুত্রকে আনয়ন করিয়া সুশান্তার অভিপ্রায়ানুসারে আপন কন্যা রমাকে কল্কির করে সমর্পণ করিলেন। পরে শশিধ্বজের আহ্বানে মহারাজ মরু, দেবাপি, বিশাখযূপ ও রুচিরাশ্বপ্রভৃতি নরপতিগণ রণস্থল হইতে আসিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ক্রমেক্রমে অন্যান্য সমস্ত

নরপতিগণ কল্কির সহিত রমার বিবাহোৎসব দেখিবার জন্য বলবাহন-সমভিব্যাহারে হৃষ্টান্তঃকরণে তথায় উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য সৈন্যগণের পাদ-বিক্ষেপে পুরী অবমর্দ্দিত, গজ, অশ্ব ও রথের ভারে প্রকম্পিত এবং বিচিত্র ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল। পরে শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গের সুমধুর ধ্বনি, পুরস্ত্রী-দিগের মঙ্গলধ্বনি এবং নৃত্যগীতের সহিত ঐ সুখাবহ বিবাহ সম্পন্ন হইল। তাহার পর নরপতিগণ নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চারিবর্ণই নানাভরণে বিভূষিত হইয়া কল্কিকে দেখিবার নিমিত্ত সভাস্থলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সভার মধ্যস্থলে কমললোচন কল্কি সমস্ত লোককে বিমোহিত করিয়া তারাগণের মধ্যস্থিত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নরপতি শশিধ্বজ, পদ্মপলাশলোচন সাক্ষাৎ রমাপতি কল্কি জামাতারূপে সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া পরমভক্তি-সহকারে আপনি তথায় উপবেশন করিলেন।

---

## একাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, পরে সভামধ্যস্থিত সমস্ত নরপতিগণ পরম বিষ্ণু-পরায়ণ ভক্তিপূর্ণ রাজা শশিধ্বজকে এবং সত্যধর্ম্মযুতা সুশান্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনারা সাক্ষাৎ নারায়ণ কল্কির শ্বশুর ও শ্বশ্রূ হইলেন। এই সভামধ্যে আমরা যে সমস্ত নরপতি

ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ উপস্থিত আছি, আমরা সকলেই আপনাদের হরিভক্তি দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা পরমাত্মার প্রতি এইরূপ ভক্তি কোথায় পাইয়াছেন? ইহা কি কাহারও নিকট শিক্ষা করিয়াছেন? কিম্বা স্বভাবতই এই-রূপ ভক্ত্যুদয় হইয়াছে? হে রাজন্! আপনার মুখে ত্রিলোক-পাবনী, সংসারনাশিনী ভাগবতী বাণী শ্রবণ করিতে আমাদের অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে।

শশিধ্বজ কহিলেন, হে অতুলপ্রভাব নরপতিগণ! হরিভক্তি-প্রভাবে আমার স্মৃতিলোপ হয় নাই; অতএব আমাদের এই স্ত্রীপুরুষের জন্মকর্ম্ম-বিষয়ক সমস্ত ইতিবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে সহস্রযুগের অন্তে আমি পূতি-মাংসাশী এক গৃধ্র ছিলাম এবং আমার প্রিয়া সুশান্তা গৃধ্রী ছিলেন। আমরা এক বনস্পতির উপর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতাম এবং ইচ্ছা হইলে অন্যান্য বন ও উপবনাদিতেও বিচরণ করিতাম। মৃত প্রাণিগণের পূতি ও মাংসেতেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। একদা এক নিষ্ঠুর ব্যাধ আমাদিগকে দেখিবামাত্র লোভপরতন্ত্র হইয়া ঐ স্থানে জাল বিস্তার করিল এবং আপন গৃহপালিত একটী গৃধ্র তথায় ছাড়িয়া দিল। ঐ সময়ে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছিলাম, সুতরাং ঐ গৃধ্রকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিয়া মাংসলোভে ও অসন্দিগ্ধচিত্তে পতিত হইয়া স্ত্রীপুরুষেই জালবদ্ধ হইলাম। লুব্ধক আমাদিগকে বদ্ধ দেখিয়া পরমাহ্লাদে তথায় আগমন পূর্ব্বক স্কন্ধে তুলিয়া লইল। আমরা চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলাম; তথাপি আমাদিগকে লইয়া গণ্ডকীতীরে গমন করিল এবং তত্রস্থ শিলার উপর আমাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। গণ্ডকীতীরে

শালগ্রাম-শিলার উপর মৃত্যু হওয়াতে আমরা তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ হইয়া জ্যোতির্ময় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বলোক-পূজিত বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলাম। তথায় এক শত যুগ অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মলোকে আগমনপূর্ব্বক পঞ্চশত যুগ অবস্থান করিলাম। তাহার পর দেবলোকে চারিশত যুগ বাস করিয়া এক্ষণে আবার পৃথিবীতে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি। গণ্ডকীতীরে মৃত্যু হওয়াতেই আমার জাতিস্মরত্ব লাভ হইয়াছে; সেই জন্যই হরির অনুগ্রহস্বরূপ সেই শালগ্রাম-শিলাশ্রম আমার স্মরণ হইতেছে। গণ্ডকীর মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব, উঁহার জলস্পর্শেরও অতি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য। হে নরপতি-গণ! শালগ্রাম-শিলাস্পর্শে মৃত্যু হইলে যদি এইরূপ ফলোদয় হয়, তবে না জানি, বাসুদেবের সেবা করিলে কি ফললাভ হইতে পারে! এই জন্যই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াও হরিপূজায় একবারে উন্মত্ত হইয়া যাই এবং আনন্দে নৃত্যগীত করিয়া পরিশেষে বিলুণ্ঠিত হইতে থাকি। নারায়ণ কল্কি কলিক্ষয় করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইবেন, একথা পূর্ব্বেই আমি ব্রহ্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম।

নরপতি শশিধ্বজ সভামধ্যে এই রূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া পরমভক্তি-সহকারে পূর্ণব্রহ্ম কল্কিকে দশ সহস্র হস্তী, এক লক্ষ অশ্ব, ছয় সহস্র রথ, ছয় শত যুবতী দাসী ও অন্যান্য বহুবিধ মহামূল্য রত্ন সকল প্রদানপূর্ব্বক আপনাকে এবং আপন বন্ধুবান্ধবকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। সমস্ত সভাসদ্গণ শশি-ধ্বজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মনেমনে উঁহাকেই পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরে নরপতি-গণ কল্কির ধ্যান ও স্তব করিয়া পুনর্ব্বার শশিধ্বজকে ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নরপতিগণ কহিলেন, রাজন্! ভক্তি কাহাকে বলে, কিরূপ লোককে ভগবানের যথার্থ ভক্ত বলা যায়, এবং ভক্ত ব্যক্তি কি কার্য্য করেন, কি ভোজন করেন, কোথায় বাস করেন ও কোন্ বিষয় আলাপ করেন, এই সমস্ত আমাদের নিকট বর্ণন করুন। লোকপাবনের নিমিত্তই ভগবান্ কৃষ্ণ আপনাকে জাতিস্মর করিয়াছেন; অতএব আপনার অবিদিত কিছুই নাই।

নরপতি শশিধ্বজ তাঁহাদের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লবদনে তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক বলিলেন, আপনারা এক্ষণে আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে মহর্ষি-সংকুল ব্রহ্মসভায় মহাত্মা সনক নারদকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে আমি তথায় উপবেশন করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম সেই সকল পবিত্র কথা আপনাদের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সনক বলিলেন, দেবর্ষে! যাহা দ্বারা সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় সেই সর্ব্বলোক-পাবনী হরিভক্তি কিরূপ, আপনি তাহা বর্ণন করুন, আমরা অবহিত হইয়াছি।

নারদ কহিলেন, লোকযাত্রা-বিশারদ ব্যক্তি প্রথমে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে গুরুকে আত্মদেহ অর্পণ করিবেন। কারণ গুরু প্রসন্ন হইলে ভগবান্ হরি স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া থাকেন। পরে তাঁহার নিদেশানুসারে অনন্যচিত্তে প্রণব ও স্বাহার মধ্যস্থিত (ম)বর্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবেন। তাহার পর পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয় ও বসনভূষণ দ্বারা বাসুদেবের পূজা করিয়া একাগ্রচিত্তে হৃৎপদ্মে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর পাদপদ্ম চিন্তা করিবেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া একান্তভাবে হরিপাদ-

পদ্মে বাক্য, মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মসমর্পণ করিবেন। যে সকল দেবতা এবং দেবতাদের অঙ্গ ও নাম তোমাদের বিদিত আছে সে সমুদায়ই বিষ্ণুর অঙ্গ ও নাম; তদ্ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। ভক্ত এইরূপ মনে করিবেন; কৃষ্ণ সেব্য, আমি সেবক; তদ্ভিন্ন সমস্ত তাঁহারই আত্মমূর্ত্তি। লোকে অবিদ্যা-প্রভাবেই অজ্ঞানবশত সকল বস্তুর কার্য্য-কারণতা স্বীকার করে। বস্তুতঃ কেবল ভক্তের সহিত সেব্যসেবকতা-ভাবে তাঁহার দ্বৈত আছে, নতুবা অন্য কোথাও তাঁহার মূর্ত্তিভিন্ন আর কিছুই নাই। যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি কেবল তাঁহার রূপ স্মরণ, তাঁহার নাম গান ও তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। ভক্ত ঐরূপ করিতে করিতে অলৌকিক সুখ অনুভব করেন এবং পরিশেষে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কখন নৃত্য, কখন চীৎকার ও কখন হাস্য করিতে থাকেন, আবার কখন ধাবিত কখন বা বিলুণ্ঠিত হন। ফলতঃ তখন তিনি একবারে আত্মবিস্মৃত ও তন্মনস্ক হইয়া আর কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। ভগবানের প্রতি অকপট ভক্তি এই প্রকার। ঐ ভক্তি সুর, অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত লোককে পবিত্র করিয়া থাকে। ঐ ভক্তিই নিত্যপ্রকৃতি; ঐ ভক্তি হইতেই ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ করা যায়; ঐ ভক্তি শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং ঐ ভক্তি বেদাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বগুণ-প্রভাবেই লোকে হরিভক্ত হন এবং রজোগুণ-প্রভাবে ইন্দ্রিয়লালস ও তমোগুণ-প্রভাবে ভেদদর্শী ও নীচপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভক্ত সত্ত্বগুণ-প্রভাবে নির্গুণতা লাভ করেন; আর লোকে রজোগুণ-প্রভাবে বিষয়স্পৃহা এবং তমোগুণ-প্রভাবে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়। ভক্ত ব্যক্তি পথ্য ও পবিত্র বস্তু বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবেন; ঐ

নিবেদিত বস্তু উচ্ছিষ্ট অথবা অবশিষ্ট হইলেও ঘৃণা করিবেন না; ইহাকেই সাত্ত্বিক ভোজন কহে। যাহাতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় এবং যাহাতে শুক্র, শোণিত, আয়ু ও আরোগ্য পরিবর্দ্ধিত হয় এরূপ দ্রব্য ভোজন করাকে রাজস ভোজন কহে। আর কটু, অম্ল, উষ্ণ ও পূতিপর্য্যুষিত দ্রব্য আহার করাকেই তামস ভোজন বলে। সাত্ত্বিক লোক বনে বাস করিয়া থাকেন, রাজসিক লোক গ্রামে বাস করেন, আর দ্যূত ও মদ্যাদির বাসস্থানই তামসিক লোকের বাসভূমি। সেবক ব্যক্তি কিছুই কামনা করেন না সুতরাং হরিও কিছুই প্রদান করেন না, তথাপি উভয়ের অবিচল প্রীতি জন্মে। মহাত্মা সনক পরম ভক্তির সহিত ঐরূপ বিষ্ণুগুণ শ্রবণপূর্ব্বক সবিনয়ে দেবর্ষির যথোচিত পূজা করিয়া পবিত্রান্তঃকরণে ইন্দ্রভবনে প্রস্থান করিলেন।

---

## দ্বাদশ অধ্যায়।

---

শশিধ্বজ কহিলেন, নরপতিগণ! এই আমি পবিত্রকর্ম্মা ভক্ত ও ভক্তির বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, বলুন।

নরপতিগণ কহিলেন, রাজন্! আপনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতনিরত। ভবাদৃশ সাধুলোকেরা প্রাণ, বুদ্ধি, ধন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা বিষয়মত্ত জীবগণের হিতসাধন করিয়া থাকেন। তবে এইরূপ হিংসামূলক যুদ্ধকার্য্যে আপনার অভিলাষ হয় কেন?

শশিধ্বজ কহিলেন, কামরূপিণী প্রকৃতি হইতেই সমস্ত কার্য্য-কারণভাব, অখিল জগৎ ও ত্রিগুণ বেদ সকল উৎপন্ন হয়। ঐ বেদ হইতেই বিষয়-নিরত লোকদিগের ধর্ম্মসাধন, অধর্ম্মনাশ ও ভক্তি-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বাৎস্যায়নাদি মুনিগণ ও বেদপারগ চতুর্দ্দশ মনু ঐ বেদ-বাক্যানুসারেই ঈশ্বরের বলি বহন করিয়া থাকেন। আমিও সেই বেদের আদেশানুসারেই ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক রণপ্রিয় হইয়াছি। আমি ঐ বেদের শাসনানুসারেই হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তির হিংসা করিয়া থাকি। সর্ব্ববেদপারগ ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাতক জন্মে, বধ্য ব্যক্তিকে রক্ষা করিলেও সেই পাতক জন্মে এবং ঐ দারুণ পাতকের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই নিমিত্তই আমি যুদ্ধস্থলে তোমাদের দুর্জ্জয় সৈন্যদল বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম, কৃত ও কল্কিকে আনয়ন করিয়াছি। আমার মতে ইহাকেই প্রকৃত ভক্তিমার্গ বলে। এ বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায় কি? আমি বেদ-বাক্যানুসারে আরও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেখুন, যদি সর্ব্বত্রই বিষ্ণুময়, তবে কে কাহাকে বিনাশ করে আর কেই বা বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুই বিনাশ-কর্ত্তা এবং বিষ্ণুই বিনষ্ট; সুতরাং আর কাহারও বিনাশ রহিল না। সমস্ত মুনিগণ ও চতুর্দ্দশ মনু বলিয়া থাকেন এবং বেদেও এইরূপ লিখিত আছে, যুদ্ধ অথবা যজ্ঞস্থলে প্রাণিহিংসা, হিংসাই নহে। অতএব আমি যজ্ঞ ও যুদ্ধদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর ভজনাই করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই ভাগবতী মায়া আশ্রয় করিয়া সেব্যসেবক-ভাবে বিধিপূর্ব্বক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনিই সুখী হইতে পারেন; অন্যথা সুখের সম্ভাবনা নাই।

নরপতিগণ কহিলেন, রাজন্! যিনি গুরুশাপে প্রাণত্যাগ

করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ নিমির অতুল ঐশ্বর্য্য-সত্ত্বেও শরীরে বিরাগ জন্মিয়াছিল। আবার শিষ্য-শাপ বশতঃ মৃত মহামুনি বশিষ্ঠ শরীর ধারণ করেন। এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালীর দেহবিরাগ ও মুক্ত মুনিগণেরও দেহানুরাগ শুনিতে পাওয়া যায়; অতএব ভগবৎ-মায়া জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগেরও নিতান্ত দুর্বোধ্য। ঐ মায়া নানা প্রকারে ইন্দ্রজালের ন্যায় সংসারী লোককে বিমোহিত করিয়া থাকে।

নরপতি শশিধ্বজ তাঁহাদিগের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তি-মার্গানুসারিণী বুদ্ধি অনুসারে বলিলেন, বহুজন্ম তীর্থাদি ভ্রমণ করিতে করিতে দৈববশত সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং ঐ সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। তাহার পর লোকে ঈশ্বরের সালোক্য লাভ করিয়া সানন্দচিত্তে ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তরূপে সংসারে অবস্থান করে এবং প্রথমে রজোগুণ-বিশিষ্ট ও কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া পরে কেবল হরিপূজা, হরিনাম কীর্ত্তন ও হরিরূপ স্মরণেই উৎসুক হইয়া থাকে। ঐরূপ ব্যক্তি অবতারের অনুগামী হইয়া পর্ব্ব, ব্রত ও মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করেন এবং সর্ব্বদা হরিপূজাতেই অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এই জন্যই ঐরূপ লোকেরা মুক্তিফল দর্শন করিয়াও মুক্তি ইচ্ছা করেন না এবং হরিভক্তি প্রকাশের জন্য জন্মলাভ করিয়া থাকেন। যিনি সারাসার জানিতে পারিয়া সেব্যসেবকভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনি সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ এবং তাঁহার স্পর্শে তীর্থস্থানও পবিত্র হইয়া থাকে। যেরূপ ভগবান্ কৃষ্ণের অবতার, সেইরূপ তাঁহার ভক্তেরও অবতার হইয়া থাকে। নরপতিগণ! এই জন্যই মহারাজ নিমির দেহবিরাগ এবং মুক্ত বশিষ্ঠের দেহানুরাগ হইয়াছে। এই আমি আপনাদের নিকট পাপনাশন হরিভক্তি-বিবর্দ্ধন ভক্তিমাহাত্ম্য ও

ভক্তমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। ইহা হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দেবতাদের আনন্দবর্দ্ধন, সুখোৎপাদন এবং কামাদিদোষ ও মায়ামোহ নিবারণ হয়। এই মাহাত্ম্য-প্রভাবেই ভাবগ্রাহী ব্যাসাদি মহর্ষিগণ বহুদিন-পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্র, পুরাণ ও বেদরূপ বিমল জলনিধি মন্থনপূর্ব্বক সংসারনাশিনী হরিভক্তিরূপ অভিনব অমৃত লাভ করিয়া আপনারাও শ্রীকৃষ্ণ-তুল্য হইয়াছেন।

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

---

নরপতি শশিধ্বজ সভামধ্যে ঐ সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া সানন্দ-চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে কল্কিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর। এই সমস্ত নরপতিগণ যেমন আপনার আজ্ঞাধীন, আমাকেও সেইরূপ একজন আজ্ঞাধীন বলিয়া বিবেচনা করিবেন। এক্ষণে আমি মুনিজনপ্রিয় হরিদ্বারে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করি। আমার এই সকল পুত্রপৌত্রগণ আপনারই আশ্রিত, আপনি ইহা-দিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। হে সুরেশ্বর! আপনাকে আর অধিক কি আত্মপরিচয় প্রদান করিব! দ্বিবিদ ও জাম্ববানের বিনাশ প্রভৃতি পূর্ব্ব কথা সমস্তই আপনি অবগত আছেন। শশিধ্বজ এই কথা বলিয়াই ভার্য্যাসহ গমন করিতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময়ে নরপতিগণ দেখিলেন, কল্কি শশিধ্বজের ঐ কথা শ্রবণে লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন। তাঁহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অব-লোকন করিয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! এই

মহারাজ শশিধ্বজ আপনাকে এমন কি কথা বলিলেন যে, আপনি তাহা শুনিয়াই একবারে লজ্জায় অধোবদন হইলেন! আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া আমাদের সংশয় দূর করুন।

কল্কি বলিলেন, নরপতিগণ! এই মদ্ভক্তি-পরায়ণ মহামতি শশিধ্বজকেই জিজ্ঞাসা কর, ইনিই তোমাদের সংশয় দূর করিবেন। নরপতিগণ কল্কির এই কথা শ্রবণ করিয়া সংশয়াপনোদন-মানসে শশিধ্বজকে বলিলেন, মহামতে! আপনি ইহাঁকে কি বলিলেন; আর ইনিই বা ঐ কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন কেন?

শশিধ্বজ কহিলেন, পূর্ব্বে রামাবতার সময়ে মহাবীর ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য রাক্ষসযোনি হইতে মুক্তি লাভ করে; কিন্তু অগ্ন্যাগারে ব্রহ্মবীর বধের নিমিত্ত লক্ষ্মণ দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ঐকাহিক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে ভিষকশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া রাখিল; পরে এক সজ্ঞাপাত্রী লিখিয়া আপনি ঊর্দ্ধে অবস্থানপূর্ব্বক উহা লক্ষ্মণকে দেখাইল। লক্ষ্মণ ঐ পত্রী অবলোকন করিয়াই বিজ্বর ও পূর্ব্ববৎ বলবান্ হইয়া উঠিলেন এবং দ্বিবিদকে বলিলেন, বানর! বর প্রার্থনা কর। দ্বিবিদ ঐ কথা শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিল, মহাশয়! আমি আপনার হস্তে বিনষ্ট হইয়া বানরযোনি হইতে মুক্ত হই, ইহাই আমার প্রার্থনা। লক্ষ্মণ বলিলেন, বানর! জন্মান্তরে আমি যখন বলরামরূপে অবতীর্ণ হইব, সেই সময়ে তুমি মুক্ত হইবে। "সমুদ্রের উত্তর তীরে দ্বিবিদ নামক এক বানর ঐকাহিক জ্বর নষ্ট করে" যে ব্যক্তি তালপত্রে

এই মন্ত্র লিখিয়া আপন দ্বারে রাখিবে এবং যে উহা পাঠ করিবে উভয়েরই ঐকাহিক-জ্বর নষ্ট হইবে। দ্বিবিদ এইরূপ বর লাভ করিয়া সুস্থ হইল এবং পরে সূতপুত্র লোমহর্ষণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে চিরবাঞ্ছিত বলরাম-হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিল। আর এই ভগবান্ হরি যখন বামনাবতার হইয়াছিলেন ঐ সময়ে জাম্ববান্ ইহাঁর ঊর্দ্ধগত চরণ প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ বামন নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, ঋক্ষরাজ! তুমি বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মাংশ-জাত জাম্ববান্ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে বলিল, ভগবন্! যেন আপনার চক্রাঘাতে আমার মৃত্যু হয়। তখন ভগবান্ বামন বলিলেন, আমি জন্মান্তরে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া চক্রাঘাতে তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব, তাহা হইলেই তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

ভগবানের কৃষ্ণাবতার-সময়ে আমি সত্রাজিতনামে এক সূর্য্যভক্ত ভূপতি ছিলাম। ঐ সময়ে মণির নিমিত্ত ভগবানের দারুণ অপবাদ হয়। কারণ আমি অনুমান করিলাম, কৃষ্ণই আমার সহোদর প্রসেনকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক সিংহের হস্তে প্রসেনের মৃত্যু হয় এবং জাম্ববান্ ঐ সিংহকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ করে। অমিততেজা কৃষ্ণ আপন অপবাদ নিবারণের জন্য মণি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে বিলমধ্যস্থিত জাম্ববানের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জাম্ববান্ নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম জগৎপতি কৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া জাম্ববতীনামে আপন কন্যা সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার চক্রধারে জীবন উৎসর্গ করিল। মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দর্শন পাওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাহার মুক্তিলাভ হইল।

তাহার পর ভগবান্ কৃষ্ণ সেই মণি ও জাম্ববতীকে লইয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন এবং সভামধ্যে আমাকে আহ্বান করিয়া মুনিমনোহর মণি প্রদান করিলেন। তখন আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে সেই মণি ও সত্যভামানামে আপন কন্যা সম্প্রদান করিলাম। ভগবান্ কৃষ্ণ সত্যভামার রূপলাবণ্য দর্শনে সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন কিন্তু মণিটী আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণের প্রস্থানের পর শতধন্বা আমাকে বধ করিয়া ঐ মণি আত্মসাৎ করিল। জাতিস্মরত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বজন্মের কথা এখনও আমার স্মরণ হইতেছে। কৃষ্ণের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার মুক্তি হয় নাই। সেই জন্য আমি এখন কল্‌কি-রূপধারী পরমাত্মা কৃষ্ণকে রমা-রূপিণী সত্যভামা প্রদান করিয়া সদ্গতি লাভ করিতে অভিলাষ করি। সুদর্শনাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার নিতান্ত বাঞ্ছা ছিল এবং রণস্থলে ঐরূপে মুক্তিলাভ করিব বলিয়া আশা করিয়া-ছিলাম। এই জন্যই শ্বশুর-বিনাশের কথা মনোমধ্যে উদয় হও-য়াতে জগৎপতি কল্‌কি লজ্জায় ও ধর্ম্মভয়ে অধোবদন হইলেন।

এই অত্যাশ্চর্য্য ও অত্যুৎকৃষ্ট কথা শ্রবণ করিয়া নরপতিগণ বিস্ময়াপন্ন, মুনিগণ কল্কির গুণে আকৃষ্ট এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণ যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। শ্রীমান্ নরপতি শশিধ্বজের এই পবিত্র আখ্যান আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে যশ, সুখ ও মোক্ষ-পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

---

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মহাতেজা কল্কি শ্বশুর শশিধ্বজকে মধুরবাক্যে আমন্ত্রণ করিয়া নরপতিগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। শশিধ্বজও সিদ্ধমনোরথ হইয়া মাহেশ্বরী মায়ার স্তব করিয়া, নির্ম্মায়চিত্তে প্রিয়ার সহিত বনে গমন করিলেন। ভগবান্ কল্কি সমস্ত সেনাগণের সহিত কাঞ্চনী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরী গিরিদুর্গে পরিবেষ্টিত এবং বিষবর্ষী সর্পগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত। শর-পুর-বিজয়ী কল্কি বিবিধ বাণদ্বারা বিষাস্ত্রসকল নিবারণ ও দুর্গ বিদারণপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়াই এক মনোহর প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। ঐ প্রাসাদ হরিচন্দন-বৃক্ষে বেষ্টিত ও বিচিত্র মণিকাঞ্চনে অলঙ্কৃত। উহার মধ্যে মনুষ্যের সম্পর্কও নাই; কেবল নাগকন্যাগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ভগবান্ ঐ ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া নরপতিগণকে বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই সর্পপুরীতে নাগনারীগণ বিচরণ করিতেছে। ইহা যদিও দেখিতে অত্যন্ত মনোহর তথাপি মনুষ্যগণের পক্ষে নিতান্ত ভয়াবহ। এক্ষণে আমরা ইহাতে প্রবেশ করিব কি না তদ্বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ কর। ভগবান্ নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে এইরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা বিবেচনা করিতেছেন এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, "ভো ভগবন্! আপনি আর কাহারেও লইয়া ইহাতে প্রবেশ করিবেন না; ইহার মধ্যে এক বিষকন্যা আছে, তাহার দৃষ্টিতে আপনি ভিন্ন আর সকলকেই

প্রাণত্যাগ করিতে হইবে"। তখন কল্‌কি ঐ আকাশবাণী শ্রবণ-মাত্র শুককে সমভিব্যাহারে লইয়া অশ্বারোহণ ও খড়্গধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথায় প্রবেশ করিয়াই বিষকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। উহার রূপলাবণ্য দর্শনে সুধীর ব্যক্তিরও ধৈর্য্যলোপ হয়। বিষকন্যা মধুরমূর্ত্তি রমানাথকে অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, এই সংসারে আমার দৃষ্টিতে কতশত মহাবল নরপতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কি সুর, কি অসুর, কি নর, কাহারও প্রেমের অথবা দৃষ্টিপাতেরও পাত্রী নহি। যাহা হউক, এতদিনের পর আপনার নয়নকমলের সুধারসে আপ্লাবিত হইলাম; আপনাকে নমস্কার করি। আমার তুল্য বিষনেত্রা হতভাগিনী কামিনীই বা কোথায়; আর ভবাদৃশ মধুরদর্শন পুরুষই বা কোথায়! যাহাহি হউক, যদিও আমি নিতান্ত ভাগ্যহীনা, তথাপি বলিতে পারি না, কোন্ কালে কি তপস্যা করিয়াছিলাম যে, আপনার সঙ্গলাভ হইল।

কল্‌কি কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? কেনই বা তোমার এই-রূপ দুর্গতি হইয়াছে। তুমি এমন কি দুষ্কর্ম করিয়াছিলে, যাহাতে তোমার নেত্রদ্বয় বিষময় হইল? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

বিষকন্যা কহিল, মহাশয়! আমি গন্ধর্ব্ববর চিত্রগ্রীবের ভার্য্যা, আমার নাম সুলোচনা। আমি পতির অত্যন্ত প্রিয়তমা ছিলাম। একদিন আমরা উভয়ে বিমানারোহণে গন্ধমাদনস্থিত কুঞ্জবনে গমন করিয়া রসালাপ করিতেছিলাম। ঐ সময়ে আমি যক্ষমুনির কদর্য্য কলেবর অবলোকন করিয়া রূপযৌবন-গর্ব্বে না বুঝিয়া হাস্য করিলাম। মুনি আমার ঐ অসঙ্গত হাস্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

তিরস্কারের সহিত অভিসম্পাত করিলেন। সেই জন্যই আমি বিষ-নেত্রা ও কাঞ্চনপুরীতে পতিত হইয়া এই সর্পভবনে নাগিনীগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমার নাম বিষবর্দ্ধিণী; আমি পতিহীনা ও দৈবহীনা হইয়াছি। না জানি, কিরূপ তপস্যার বলে আজি আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইলাম। আপনার দর্শনে আমি শাপ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত দৃষ্টি লাভ করিলাম। এক্ষণে আমি পতির নিকট গমন করি। আহা! সাধুদিগের এরূপ অভিসম্পাত অনুগ্রহের স্বরূপ। ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। ঋষির ঐরূপ অভি-সম্পাতে স্বামী আমাকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলি-য়াই ত আমি আপনার চরণকমল দর্শন করিলাম।

বিষকন্যা এই কথা বলিয়া বিমানারোহণে আকাশপথ আলো-কিত করিয়া স্বর্গে গমন করিল। ভগবান্ কল্কি ঐ পুরের অধীশ্বর-কেই ঐ রাজ্য প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র সহস্র, ও সহস্রের পুত্র বিশ্রুতবানসি। ইহাঁর বংশ হইতেই বৃহন্নল নামক নরপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। অতঃপর ভগবান্ কল্কি সমস্ত মুনিগণ-সমভিব্যাহারে মহারাজ মরুকে অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মথুরায় যাত্রা করিলেন। তথায় গমন করিয়া মহাবল সূর্য্যকেতুকে ঐ স্থানের অধীশ্বর করিলেন। তাহার পর তিনি দেবাপিকে বারণাবত, অরিস্থল, বৃকস্থল, কামন্দক ও হস্তিনা-নগর এই পঞ্চ স্থানের অধিপতি করিয়া পুনর্ব্বার শম্ভলে উপস্থিত হইলেন। জগদীশ্বর কল্কি অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন, সুতরাং কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্রপ্রভৃতিকে পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, সুরাষ্ট্র ও মগধরাজ্য প্রদান করিলেন। পরে কীকট, মধ্যকর্ণাট, অন্ধ্র, ওড্র, কলিঙ্গ, অঙ্গ, ও বঙ্গপ্রভৃতি প্রদেশ সকল জ্ঞাতিবর্গকে দিলেন।

বিশাখযূপকে কঙ্ক ও কলাপক প্রদেশ প্রদান করিলেন। পরে পুত্রগণকে দ্বারকার অন্তর্গত চোল, বর্ব্বর, ও কর্ব্ব প্রভৃতি প্রদেশ সকল এবং পিতাকে পরম ভক্তির সহিত বহুবিধ ধনরত্ন প্রদান-পূর্ব্বক আপনি শম্ভলে অবস্থান করিয়া তত্রত্য প্রজাগণকে সুখী করিলেন। ভগবান্ কল্কি এইরূপে গৃহস্থ হইয়া পদ্মা ও রমার ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ এবং ত্রিভুবন সত্যযুগময় হইয়া উঠিল। দেবগণ অভিলষিত ফলদাতা হইলেন, বসুমতী শস্যপূর্ণা হইল এবং সমস্ত লোক হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল। পৃথিবীতে আর শঠতা, চৌর্য্য, মিথ্যা, আধি ও ব্যাধির লেশমাত্রও রহিল না। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণগণ কেবল বেদপাঠ ও পূজা-হোমাদি অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্যে নিরত হইলেন; কামিনীগণ ব্রত, নিয়ম ও পতিসেবায় মনোনিবেশ করিল এবং ক্ষত্রিয়গণ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, বৈশ্যেরা ধর্ম্মানুসারে বস্তু-বিনিময়ে, আর শূদ্র সকল হরিনাম-কীর্ত্তনে ও দ্বিজসেবনে অনুরক্ত হইল।

---

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

---

শৌনক কহিলেন, সূত! মহারাজ শশিধ্বজ মায়ার স্তব করিয়া কোথায় গমন করিলেন এবং ঐ মায়ার স্তবই বা কি প্রকার তাহা বর্ণন কর। তুমি তত্ত্ববিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ এবং তোমার সমুদায় বাক্যই হরিসম্বন্ধীয়; অতএব লোকের পবিত্রতার নিমিত্ত উহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের জিজ্ঞাসানুসারে পবিত্রাত্মা শুকদেব ঐ অত্যুৎকৃষ্ট মায়াস্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি উহা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং যেরূপ আমার অভ্যস্ত আছে তদনুসারে আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মায়াস্তব সর্ব্বকামপ্রদ ও পাপতাপ-বিনাশন। বিষ্ণুভক্ত শশিধ্বজ ভল্লাট নগর পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর এইরূপ স্তব করিলেন। "দেবি! আপনি প্রণবাদিস্বরূপা, সমস্ত মন্ত্রের সারভূতা, অতি পবিত্রা, স্বাহারূপিণী, সূক্ষ্মস্বরূপিণী ও ব্রহ্মাদি দেবগণেরও জননী। বেদপাঠে আপনার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণও আপনার পূজা করিয়া থাকেন; পঞ্চতন্মাত্র আপনার কক্ষমধ্যে সম্ভৃত রহিয়াছে; আপনাকে নমস্কার। আপনি লোকাতীতা, দ্বৈতভূতা ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিগীতা। আপনি ইচ্ছানুসারে আপন শরীর সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত করিতে পারেন। আপনি কালপ্রবাহে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতেছেন; আপনি যখন লীলাচ্ছলে অপাঙ্গ নিক্ষেপ করেন তখনই এই দুর্গম সংসারের আবির্ভাব হয়; আপনাকে নমস্কার। আপনি পূর্ণা, সুলভা, সকলের আধারভূতা ও ব্রহ্মস্বরূপা এবং কি দেবতা, কি নর, কি তির্য্যক্ সকলেরই শরণ্যা। দ্বৈতবাদীরাই আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আপনি আদিতে, মধ্যে এবং শেষেও বিরাজিত আছেন; আপনাকে নমস্কার। আপনার দীপ্তিতেই সমস্ত ভূতগণের সহিত এই ত্রিজগৎ প্রকাশিত হইতেছে। বিধাতার এই সৃষ্টি আপনার সত্ত্বাভাবে কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না। কাল, দৈব, কর্ম্ম ও উপাধি, এ সমস্ত আপনার দীপ্তিতেই অনুভূত হয়; আপনাকে নমস্কার। ভূমিতে গন্ধ, জলে রস, তেজে রূপ, বায়ুতে

স্পর্শ ও আকাশে শব্দ; এ সমস্তই আপনার অধিষ্ঠান বশতই নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; হে বিশ্বরূপিণি! আপনাকে নমস্কার। আপনি বেদরূপিণী সাবিত্রী, ভবের ভবানী, শ্রীপতির লক্ষ্মী ও সুরপতির শ্রেষ্ঠা পত্নী শচী; হে দেবি! আপনাকে নমস্কার। আপনি বালকের নিকট বালিকা, যুবার নিকট যুবতী ও বৃদ্ধের নিকট বৃদ্ধা। আপনি কালরূপা ও জ্ঞানাতীতা। নানাবিধ যাগযজ্ঞ দ্বারা আপনার উপাসনা করিতে হয়; হে কামরূপিণি! আপনাকে নমস্কার। বরেণ্যা, বরদা, সিদ্ধা, সাধ্বী, ধন্যা, লোক-মান্যা, সুকন্যা, চণ্ডী, দুর্গা ও কালিকা এ সকলই আপনি; কেবল নানা দেশে নানা রূপ ও নানা বেশ ধারণ করিয়া আছেন; আপনাকে নমস্কার। হে দেবি জগদাদ্যে! যে ব্যক্তি আপনার সুরগণ-পূজ্য চরণসরোজ ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়মধ্যে ভাবনা করে এবং শ্রবণপুটে আপনার স্তব শ্রবণ করে তাহার সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে"। হে মহর্ষিগণ! শুকদেব এই পবিত্র মায়া-স্তব মার্কণ্ডেয়ের নিকট প্রকাশ করেন; পরে মহারাজ শশিধ্বজ মার্কণ্ডেয়ের নিকট ইহা প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করেন। তাহার পর নরপতি শশিধ্বজ কোকামুখে তপোনিষ্ঠ হইয়া বিষ্ণুর ধ্যান করেন এবং পরিশেষে সুদর্শনাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

## ষোড়শ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! এই আমি আপনাদের নিকট শশিধ্বজের মুক্তিপ্রভৃতি অতিপবিত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিলাম। ভগবান্ কল্কির রাজ্যকালে বেদ, ধর্ম্ম, সত্যযুগ ও চরাচর সমস্ত লোক পরমসন্তুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল। ইন্দ্রজালের ন্যায় অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত লোক সুভূষিত দেব-প্রতিমাদির পূজায় তৎপর হইয়া উঠিল। কল্কির রাজ্যকালে তিলকধারী সাধুবঞ্চক পাষণ্ড ও মায়ামোহাধীন কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হইল না। ভগবান্ কল্কি এইরূপে পদ্মা ও রমার সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন বিষ্ণুযশা তাঁহাকে জগতের হিতসাধনের জন্য যজ্ঞ করিতে বলিলেন। কল্কি বিনয়াবনত মস্তকে পিতৃবাক্য স্বীকার করিয়া ধর্ম্মার্থকামের সিদ্ধির নিমিত্ত রাজসূয়, বাজপেয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি কর্ম্মতন্ত্রোক্ত যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিলেন। কৃপ, রাম, বশিষ্ঠ, ব্যাস, ধৌম্য, অকৃতব্রণ, অশ্বথামা, মধুচ্ছন্দ ও মন্দপাল প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঐ সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। তিনি যজ্ঞান্তে ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাযমুনার সংযোগস্থলে স্নান করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে মধুমাংস ও অন্যান্য বিবিধ ফলমূলপ্রভৃতি চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রী সকল ভোজন করাইলেন এবং পূগ, শস্কুলি ও যাবকাদি মাঙ্গলিক বস্তুর সহিত দক্ষিণা

প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে স্বয়ং অগ্নি পাচক এবং জলদাতা বরুণ ও মরুত পরিবেশক হইয়াছিলেন সুতরাং ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট আহার করিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। যজ্ঞাবসানে অপ্সরা রম্ভা ও গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। মহামহোৎসবের সহিত গীতবাদ্য ও নৃত্যাদি শেষ হইলে কমলনয়ন কল্কি পরমহর্ষে স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধপ্রভৃতি অসমর্থদিগকে যথোচিত ধনদান করিলেন। পরে পিতার অভিপ্রায়ানুসারে গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন দ্বিজবরগণ গঙ্গাতীরস্থ সভায় বিষ্ণুযশার পূর্ব্ব বৃত্তান্তের আন্দোলন করিয়া পরমানন্দে হাস্য করিতেছেন এমন সময়ে সুর-পূজিত দেবর্ষি নারদ ও তুম্বুরু তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ কল্কি পরমানন্দে নারদের যথোচিত সৎকার করিলেন। পরে বিষ্ণুযশা উভয়েরই পূজা করিয়া সবিনয়ে নারদকে বলিলেন, আজি আমার পরম সৌভাগ্য। আমি শত শত জন্মে যে সুকৃত সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজি তাহার ফলোদয় হইল; কারণ ভবাদৃশ সাধু লোকের দর্শন আমাদের মুক্তির কারণ, সন্দেহ নাই। আমি যে এতদিন অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলাম, আজি তাহা সফল হইল। যখন স্বচক্ষে আপনাকে দর্শন করিলাম, এবং স্বহস্তে আপনার পূজা করিলাম, তখন নিশ্চয়ই এতদিনে আমার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত ও দেবগণ পরিতুষ্ট হইলেন। যাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণু-পূজার ও যাঁহাকে দর্শন করিলে বিষ্ণু-দর্শনের ফল হয় এবং যাঁহাকে স্পর্শ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়, আজি সেই সাধুসঙ্গ লাভ করি-লাম। ধর্ম্মই সাধুদিগের হৃদয়, বেদই সাধুদিগের বাক্য এবং কর্ম্ম-ক্ষয়ই সাধুদিগের কর্ম্ম। ফলতঃ স্বয়ং হরি ও সাধু উভয়েই অভিন্ন। যেমন ভগবান্ কৃষ্ণ দুষ্টনিগ্রহের জন্যই অতি পবিত্র

দেহ ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপ আপনারও এই দেহ সামান্য ভৌতিক দেহ নহে। হে ব্রহ্মন্! আপনি এই মায়াসংসাররূপ জলনিধিতে কর্ণধারস্বরূপ হইয়া বিষ্ণু-ভক্তি-রূপ নৌকা প্রদান-পূর্ব্বক জীবগণকে পার করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে এবং কিরূপেই বা এই যাতনাগার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নির্ব্বাণ-পদ লাভ করিব, তাহা বলুন। নারদ এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, আহা! মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! সাক্ষাৎ বিষ্ণুর পিতামাতাকেও পরিত্যাগ করে নাই! পূর্ণব্রহ্ম কল্কি যাঁহার পুত্র তিনি আমার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। নারদ এই-প্রকার চিন্তা করত বিষ্ণুযশাকে নির্জ্জনে লইয়া তত্ত্বপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক বলিলেন, দেহাবসানে জীব আমার দেহ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছে এমন সময়ে মায়া তাহাকে যেরূপ বলিয়াছিল সেই মোক্ষমূলক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিন্ধ্যাদ্রির উপরে মায়া মোহিনী রূপ ধারণপূর্ব্বক যথেচ্ছাক্রমে বলিল, রে জীব! আমি মায়া, আমাভিন্ন তুই কিরূপে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিস্?

জীব কহিল, মায়ে! যদি আমার আশ্রয়ভূত দেহমধ্যে আমি অবস্থান না করি তবে মায়ামূলা অহমিকা বুদ্ধি কাহার হইবে?

মায়া কহিল, দেহাবলম্বনের পূর্ব্বে দেহ আশ্রয় করিতে তোর যে ইচ্ছা জন্মে সেই ইচ্ছাই মায়ামূলা। আমার সম্পর্কভিন্ন সে ইচ্ছা কিরূপে হইতে পারে?

জীব কহিল, যাহাই হউক, আমাভিন্ন সকলেরই জ্ঞানাভাব এবং আমাভিন্ন বিষয়স্পৃহারও অসদ্ভাব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মায়া কহিল, মায়াবলেই সকলে জীবিত থাকে, মায়াবলেই চৈতন্যহীন পদার্থও চেষ্টাশীল হয় এবং মায়াবলেই গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় নিতান্ত নিঃসার জগৎ সসার বলিয়া বোধ হয়।

জীব কহিল, মায়ে! আমার সংসর্গে তোর অধিষ্ঠান অনুভূত হয় এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই তুই বহুনামে বিখ্যাত হইয়াছিস্। রে মূঢ়ে! যেমন স্বৈরিণী নিজ স্বামীর নিন্দা করে সেইরূপ তুই আমার নিন্দা করিতেছিস্। আমার অভাবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তোরও অভাব হইয়া থাকে। জলদজাল যেমন রবিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে সেইরূপ তুই আমাকে আবৃত করিয়া আছিস্। রে মায়ে! তুই আমারই লীলাবীজ সমূহের আধারস্বরূপ হইয়া আদিতে, মধ্যে ও শেষে ইন্দ্রজালের ন্যায় বহুপ্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকিস্।

তখন মায়া, আমার শরীর নিতান্ত নির্বিষয়, মনোব্যাপার-বিহীন ও অভৌতিক বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিল। পরে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল, রে কাষ্ঠোপম! ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও তোর সদৃশ লোকের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকিবে না। হে ব্রহ্মন্! সেই মায়া আপনার পুত্রেরই বশবর্ত্তিনী। এক্ষণে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া হরি-ভাবনায় মনোনিবেশপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন কর। আশা, বিষয়স্পৃহা ও মমতা পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্ত হও। আর, এই জগৎ বিষ্ণুময় ও বিষ্ণু জগন্ময় বিবেচনা করিয়া এবং আত্মাতেই আত্মার আরোপ করিয়া সকল বিষয়ে বিরত হও।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুযশাকে আমন্ত্রণ ও কল্কিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তুম্বুরুর সহিত কপিলাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণু-

যশা নারদের মুখে আপন পুত্রের ঈশ্বরত্বের বিষয় শ্রবণ করিয়া বনবাসী হইলেন এবং বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক ঈশ্বরে জীবন সমর্পণ করিয়া ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সাধ্বী সুমতি নিতান্ত শোকাতুরা হইয়া পতির মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে সুরপুরে দেবগণ তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কল্কি মুনিমুখে পিতামাতার পরলোকের কথা শ্রবণপূর্ব্বক স্নেহবশত সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের অনন্তর কার্য্য সম্পাদন করিয়া পদ্মা ও রমার সহিত সুরবাঞ্ছিত শম্ভলে বাস করিতে লাগিলেন। একদা পরম পবিত্রাত্মা পরশুরাম তীর্থ-ভ্রমণ মানসে মহেন্দ্রশিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শম্ভলে উপস্থিত হইলেন। কল্কি তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই পদ্মা ও রমার সহিত সশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। পরে নানাবিধ সুস্বাদু ও সদ্গুণবিশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করাইয়া এবং মহামূল্য আভরণযুক্ত বিচিত্র পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়া সুস্থ হইলেন। এইরূপে তাঁহার আহারাদি শেষ হইলে, কল্কি পাদ-সংবাহন দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ ও সন্তুষ্ট করিয়া বিনয়ের সহিত মধুরস্বরে বলিলেন, গুরো! আপনার প্রসাদে আমার ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে শশিধ্বজ-সুতা রমা আপনাকে যাহা নিবেদন করেন, শ্রবণ করুন। রমা পতির মুখে আপনার মনোগত কথা শ্রবণ করিয়া জামদগ্ন্যকে বলিলেন, গুরো! ব্রত, জপ, যম ও নিয়ম অথবা অন্য কোন্ উপায়দ্বারা আমি পুত্রলাভ করিতে পারি, বলন।

---

## সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মহাত্মা জামদগ্ন্য পুত্রাভিলাষিণী রমার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কল্কির অনুমত্যনুসারে তাঁহাকে রুক্মিণীব্রত করাইলেন। পতি-পরায়ণা রমা ঐ ব্রতফলে পুত্রবতী ও স্থিরযৌবনা হইয়া উৎকৃষ্ট ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শৌনক কহিলেন, সূত! ঐ ব্রতের কিরূপ অনুষ্ঠান, উহার ফলই বা কিরূপ এবং কোন্ কামিনীই বা পূর্ব্বে ঐ অনুত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, এই বিষয় কীর্ত্তন কর।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! একদা অসুররাজ বৃষপর্ব্বার তনয়া শর্ম্মিষ্ঠা সমস্ত সখীগণে পরিবৃত হইয়া দেবযানীর সহিত এক সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক জলমধ্যে উমার সহিত উমাপতিকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি শম্ভুভয়ে শশব্যস্তে সরোবর হইতে উঠিয়া তটস্থ বসন গ্রহণ করিতে যান এমন সময়ে, শুক্রকন্যা দেবযানী 'আমার বলিয়া তাঁহার বসন লইয়াছে, দেখিয়া সকোপে বলিলেন, ভিক্ষুকি! বসন পরিত্যাগ কর্। অসুরকন্যা এই বলিয়া দেবযানীকে ঐ বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া এক কূপে নিক্ষেপ করত দাসীগণের সহিত গৃহে গমন করিলেন। দেবযানী কূপমধ্যে রোদন করিতেছেন এমন সময়ে নহুষতনয় যযাতি জলকামনায় তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার কর ধরিয়া উত্তোলন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? শুক্রতনয়া ভয়ে ও লজ্জায় শশব্যস্তে বসন পরিধান করিয়া রাজার

প্রতি কটাক্ষপাত করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠার আচরণ নিবেদন করিলেন। যযাতি দেবযানীর শুভাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সাদরে তাহাকে পরিণয়ের আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দেবযানী গৃহে গমন করিয়া শুক্রকে শর্ম্মিষ্ঠার সমস্ত কার্য্য বলিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তখন বৃষপর্ব্বা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, প্রভো! যদি কুপিত হইয়া থাকেন তবে আমার অপরাধের দণ্ডবিধান করুন। শর্ম্মিষ্ঠাকেও আপনার ইচ্ছানুরূপ দণ্ড প্রদান করুন। তখন দেবযানী রাজাকে পিতৃপদে প্রণত দেখিয়া সকোপে বলিলেন, তোমার কন্যা আমার দাসী হউক। পরে অসুররাজ শর্ম্মিষ্ঠাকে তথায় আনিলেন এবং দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া দৈবের প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। পরে শুক্র যযাতিকে আনিয়া বিধিপূর্ব্বক আপন কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যদি কখন এই রাজপুত্রীকে শয়নে আহ্বান কর তাহা হইলে জরা তোমার শরীর অধিকার করিবে। রাজা শুক্রের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত দেবযানীর দাসী সুন্দরী শর্ম্মিষ্ঠাকে গোপনীয় স্থানে রাখিয়া দিলেন। রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা দুঃখশোকে নিতান্ত আকুলা হইয়া দাসীগণের সহিত প্রতিদিন দেবযানীর সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি বনমধ্যে গমন করিয়া রোদন করিতে করিতে দেখিলেন কতকগুলি কামিনী মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মাল্য, ধূপ, দীপ ও অন্যান্য পূজোপকরণ দ্বারা ঐ সুরূপা রমণীগণকে ব্রত করাইতেছিলেন। উঁহারা চারিটী কদলীবৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহার উপরিভাগে ও চারিদিকে বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক একটী চতুষ্কোণ

গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। গৃহটী সুবর্ণপট্টে পরিশোভিত। গৃহমধ্যে একটী বেদিকা এবং ঐ বেদিকার মধ্যে একটী অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। পরে নানারত্ন-ভূষিত বাসুদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সুবর্ণপীঠে অবস্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা উহাঁকে সুগন্ধ পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্যে স্নান করাইলেন। যোড়শোপচার, দশোপচার অথবা পঞ্চোপচারেও উহাঁর পূজা করা যাইতে পারে। পরে তাঁহারা এইরূপে পূজা আরম্ভ করিলেন; "হে পরমেশ্বর! পথশ্রম-নাশন পরমানন্দ-জনন সুমনোহর সুশীতল এই পাদ্য গ্রহণ করুন। হে রুক্মিণীনাথ! আমি প্রসন্নচিত্তে যত্নের সহিত দুর্ব্বাচন্দনযুক্ত এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে শ্রীনিবাস! নানাতীর্থোদ্ভব, সুমনোহর সুগন্ধি এই আচমনীয় জল লক্ষ্মীর সহিত গ্রহণ করুন। হে সুরেশ্বর! এই অত্যুৎকৃষ্ট বক্ষঃ-শোভাকর সূত্র-গ্রথিত সুগন্ধি কুসুম-মাল্য গ্রহণ করুন। হে নিরাবরণ! এই সুতন্তু-রচিত সুপবিত্র আবরণ গ্রহণ করুন। হে দেব! আপনি রুক্মিণী ও রমার সহিত এই প্রজাপতি-নির্ম্মিত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করুন। হে দেবেশ! স্বর্ণ, মুক্তা ও অন্যান্য নানারত্নে নির্ম্মিত মদ্দত্ত এই আভরণ প্রিয়ার সহিত গ্রহণ করুন। হে রুক্মিণীনাথ! দধি, ক্ষীর, গুড়, অন্ন, পূপ, লড্ডুক ও খণ্ডাদি গ্রহণ করিয়া আমাকে সনাথা করুন। হে বরদ! আপনি বৈদর্ভীর সহিত কর্পূর ও অগুরুর গন্ধযুক্ত পরমানন্দদায়ক ধূপ গ্রহণ করুন। হে বিভো! গৃহাসক্ত ভক্তদিগের সংসার-তমোনাশন এই দীপের প্রতি কটাক্ষপাত করুন। হে শ্যামসুন্দর! হে কমলনয়ন! হে পীতাম্বর! হে চতুর্ভুজ! হে অচ্যুত! হে দেবেশ! হে রুক্মিণীনাথ! এই বিপন্নাকে পরিত্রাণ করুন"।

সুদুঃখিতা শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাদিগের এইরূপ ব্রত অবলোকন করিয়া মুনিকে প্রণাম করিলেন এবং করযোড়ে মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দেবীসকল! আমি হতভাগিনী রাজকুমারী, আমার পতি নাই; অতএব আপনারা এই ব্রতদ্বারা আমাকে পরিত্রাণ করুন। তাঁহারা ঐ কথা শ্রবণে সকরুণচিত্তে তাঁহাকে কিছু কিছু পূজোপকরণ প্রদান করিয়া সাদরে ঐ ব্রত করাইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ঐ ব্রতের ফলে নরপতিকে পতি লাভ করিয়া পুত্রপ্রসব করিলেন এবং স্থিরযৌবনা হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। জনক-তনয়া সীতা অশোকবনে সরমার সহিত এই ব্রত করিয়া রাক্ষস-নাশন রামকে পুনর্ব্বার পাইয়াছিলেন। দ্রৌপদী বৃহদশ্বের প্রসাদে এই ব্রত করিয়া স্থির যৌবন ও অভিলষিত পতি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কল্কি-প্রিয়া রমা জামদগ্ন্যের প্রসাদে ক্রমাগত চারি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে করে পট্টসূত্র বন্ধন করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া আপনি পতির সহিত সদুগ্ধ হবিষ্য ভোজন করিলেন। পরে আপন অভীষ্ট লাভ করিয়া স্বজনগণের সহিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। রমা মেঘমাল ও বলাহক নামে পরম সুন্দর মহাবল দুই পুত্র প্রসব করেন। উঁহারা দুইজনেই যজ্ঞশীল, দাতা, তপোনিরত, দেবানুকূল, মহোৎসাহ ও কল্কির অত্যন্ত প্রিয়। যিনি আপন সম্পদনুসারে ঐ উৎকৃষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান করেন তিনি পূর্ণকামা ও লোকমান্যা হয়েন এবং পরিশেষে ভগবান্ হরির চরণকমলে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তত্ত্ববিদ্দিগেরও দুষ্প্রাপ্য অতি অপূর্ব্ব গতি লাভ করিতে পারেন।

---

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, বিপ্রগণ! লোকবিশ্রুত রুক্মিণীব্রতের বিষয় আপনাদের নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে কল্কির অনন্তরকার্য্য সকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবান্ কল্কি সহোদর, পুত্র ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত সহস্র বৎসর শম্ভলে অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে আপণশ্রেণী, সভামণ্ডপ ও ধ্বজপতাকায় ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শম্ভলের শোভা হইয়াছিল। ঐ স্থানে অষ্টাধিক-ষষ্টি-সংখ্যক তীর্থ ছিল। শম্ভল পৃথিবীর অন্তর্গত হইলেও পাপনাশন কল্কির পদার্পণ প্রযুক্ত উহাতে মৃত্যুর অধিকার ছিল না। বনোপবন-শোভিত কুসুমালঙ্কৃত শম্ভলগ্রাম পৃথিবীস্থ মোক্ষপদ বলিয়া লোকের বোধ হইতে লাগিল। কল্কিকে দর্শন করিলে পুরস্ত্রীগণের আনন্দের আর পরিসীমা থাকিত না। জগৎপতি কল্কি সুররাজদত্ত কামচারী রথে আরোহণপূর্ব্বক কখন নদীতটে, কখন শৈল-সন্নিধানে, কখন কুঞ্জবনে, কখন বা দ্বীপমধ্যে গমন করিয়া পরমাহ্লাদে পদ্মা ও রমার সহিত বিহার করিতেন। ঐ সময়ে তিনি একান্ত স্ত্রৈণ ও নিতান্ত কামাতুরের ন্যায়, দিবারাত্রি বিবেচনা না করিয়াই পদ্মা ও রমার সহিত বিহারে উন্মত্ত থাকিতেন। যিনি দিবানিশি পদ্মার বদনকমলের মধু পান ও সৌরভ আঘ্রাণ করেন সেই সুবিলাসী কল্কি একদিন ইন্দ্রনীল-ভূষিত এক গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। পদ্মা ও রমা উভয়েই পতিকে গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুমধুর

রূপলাবণ্যে শতশত লক্ষ্মীকে পরাভব করিয়া সখীগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। প্রথমে পদ্মা, তাহার পর রমা সখীগণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রনীল-ভূষিত গিরিগহ্বরে পতিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তথায় তাঁহার সহিত রমণ-বাসনাতেই গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, আত্ম-সদৃশ শতসহস্র কামিনী তথায় রহিয়াছে এবং নবনীরদশ্যাম কল্কি তাহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে প্রেমালাপ করিতেছেন। এই ব্যাপার দর্শনে পদ্মা মূর্চ্ছিতা হইয়া প্রস্তরের ন্যায় পতিতা হইলেন এবং রমাও সখীগণের সহিত নিতান্ত দুঃখাকুল হইয়া দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন শতপদ্মাসদৃশী পদ্মার রূপরাশির আর তাদৃশী শোভা রহিল না। পরে পদ্মা ভূমিতলে আপন কুচকুঙ্কুম ও কস্তুরিকাদ্বারা শুকের এবং নয়নকজ্জল দ্বারা কল্কির প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। রমা পতির ধ্যান ও স্তব করিয়া নিজ অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং নিতান্ত কামাতুরা হইয়া তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিতে করিতে রসভরে একবারে অবসন্না হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে আবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, হৃদয়স্থিত শ্যামকলেবর আর হৃদয়মধ্যে নাই। তখন গাত্রোত্থান করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, ভগবন্! প্রসন্ন হউন। এদিকে পদ্মা অঙ্গের আভরণ সকল উন্মোচনপূর্ব্বক ধূলায় ধূসরিত হইয়া কামবধোদ্যত মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কল্কি লোলনয়না বিলাসিনীদিগের অভিলষিত সুরতোৎসব সম্পাদনের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। করিণীগণ যেমন যূথ-পতি মাতঙ্গের প্রতি অনুরক্ত হয় সেইরূপ সেই কামিনীগণ কল্কির

প্রতি অনুরক্ত হইয়া বনমধ্যে পরমাহ্লাদে আপন আপন অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। বিলাসপ্রিয় কল্কি এইরূপে মনোহর কুসুম-শোভিত চৈত্ররথ-সদৃশ নন্দবুকন্দরে রমণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি পদ্মার মুখপদ্মের মধুপানেই উন্মত্ত হইতেন এবং যিনি রমার আলিঙ্গনে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন এক্ষণে, তাঁহার এরূপ বিপরীত ভাব হইয়া উঠিল যে, তিনি অন্যান্য অঙ্গনাদিগের কুচকুঙ্কুমে আরক্ত হইয়া তাঁহাদেরই সহিত রতিরঙ্গে উন্মত্ত হইলেন। রমণীগণের যথেষ্ট দশনাঘাতেও তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তিনি সুরতামোদে আপন শরীর পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কামিনীগণ কল্কিকে পয়োধরের উপর স্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুলকিতশরীরে হাসিতে হাসিতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন। তাহার পর মহিলারা সিদ্ধকামা হইয়া অতি শীঘ্র বিষণ্ণচিত্তা পদ্মা, রমা ও কল্কির সহিত বনমধ্যস্থিত সরোবরে গমন করিলেন এবং করিণীগণ যেমন মাতঙ্গের অঙ্গে জল নিক্ষেপ করে সেইরূপ তাঁহারা কল্কির গাত্রে জলদান করিতে লাগিলেন। লোকনাথ কল্কি যুবতিগণের সহিত এইরূপ লীলাকলাপ সমাপন করিয়া পদ্মা ও রমার সহিত পুরমধ্যে আগমন করিলেন।

ভগবান্ কল্কি পরমানন্দরূপ অমৃতের অম্ভোনিধি-স্বরূপ। যে সমস্ত ভাবগ্রাহী সাধুগণ সাদরে সর্ব্বদা এই শ্রবণমনোহর কল্কিচরিত কীর্ত্তন, শ্রবণ অথবা ধ্যান করেন, সংসার ও মোক্ষ উভয়ই তাঁহাদের সুখকর বোধ হয় না। ফলতঃ তাঁহারা একাগ্রচিত্তে সেই পুরুষোত্তমের পরিচর্য্যা ভিন্ন আর কিছুই অভিলাষ করেন না।

---

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

---

সূত কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরোগণ কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রথারোহণ করিয়া স্বগণ-সমভিব্যাহারে সহর্ষচিত্তে সুরপূজিত শম্ভলে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে মহাতেজা কল্কি সভামধ্যে সমাসীন হইয়া বিপন্ন লোকদিগকে অভয়দান ও কটাক্ষপাতমাত্রেই বিপক্ষবর্গের মনোগত বিপক্ষভাবও দূর করিতেছিলেন। সকলের সহিতই সহর্ষে ঈষৎ হাস্যের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তাঁহার আজানুলম্বিত পীবর বাহুযুগল ও নবনীরদ-শ্যাম কলেবর মণিভূষণে অসীম শোভা সম্পাদন করিতেছিল; তাঁহার কর্ণে বিদ্যুৎপ্রায় কুণ্ডল ও মস্তকে সূর্য্য-সদৃশ সমুজ্জ্বল কিরীট শোভা পাইতেছিল। বক্ষঃস্থলে মণিখচিত সুভ্র সুবর্ণহার নীলাম্বরে শক্রধনুর ন্যায় দেখাইতেছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থিত চন্দ্রকান্তমণির প্রভাদর্শনে কুমুদ্বতীরও আনন্দোদয় হয়। দেবতাদি সকলে তাঁহার সেই মণিবিভূষিত, সমুজ্জ্বল, আনন্দময় অপরূপ রূপ অবলোকন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া পরমাহ্লাদে ভক্তি ও আদরের সহিত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন; "হে নবনীরদ-শ্যাম! হে শশধর-বদন! হে কৌস্তুভধারিন্! অনলসংযোগে তৃণরাশির ন্যায় আপনার কটাক্ষপাতেই অশেষ ক্লেশ ভস্ম হইয়া যায়; হে দেবেশ! এই নিখিল জগৎ আপনার অসীম আকৃতিতেই অবস্থিত রহিয়াছে; হে বিশ্বেশ্বর! আপনা হইতেই অখিললোক

প্রকাশিত হইয়াছে ; হে ভূতেশ ! আপনার চরণাভরণ-রত্নপ্রভারই অনন্ত শক্তি ; হে বিষ্ণো ! এক্ষণে আমরা সকলে আপনার শরণাগত হইয়াছি, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি সত্যধর্ম্মের অবিরোধে সমস্ত ধরণীতল বিলক্ষণ শাসন করিয়াছেন। যদি আমাদিগের প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে এক্ষণে এই ভূমিতল পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে চলুন। ভগবান্ কল্কি তাঁহাদের ঐরূপ কথা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া পাত্রমিত্রগণের সহিত গমনে সম্মত হইলেন। পরে মহাবল-পরাক্রান্ত প্রকৃতিপ্রিয় পরমধার্ম্মিক চারি পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। তাহার পর সমস্ত প্রজাগণকে আহ্বানপূর্ব্বক নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া পরিশেষে দেবতাদের অনুরোধে আপন বৈকুণ্ঠগমনের কথা বলিলেন। প্রজারা সকলে তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, নির্ব্বাক্যনোন্মুখ পিতার নিকট বিনয়ান্বিত পুত্রগণের ন্যায় অবনতমস্তকে রোদন করিতে করিতে বলিল, নাথ ! যাহা হইবার তাহা আপনি স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে। হে ভক্তবৎসল ! আপনিই আমাদিগের ইহলোক ও পরলোকের রক্ষাকর্ত্তা ; অতএব আপনি যেস্থানে গমন করিবেন আমরাও তথায় আপনার অনুগমন করিব। আমাদিগের গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, ধন ও প্রাণ পর্য্যন্তও আপনার অধীন।

ভগবান্ কল্কি প্রজাদিগের ঐ প্রকার কথা শ্রবণপূর্ব্বক সুমধুরবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত বনে প্রস্থান করিলেন। যেস্থানে মুনিগণ সর্ব্বদাই অবস্থান করিয়া থাকেন; যেস্থানে ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র-সলিল প্রবাহিত হইতেছে এবং দেবতাদিগেরও নিরন্তর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, লোকনাথ কল্কি সেই

মনোহর হিমালয়প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। পরে সমস্ত সুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জাহ্নবী-তীরে গমনপূর্ব্বক আপনিই আপনাকে স্মরণ করিলেন। অমনি সেই পুরাতন পুরুষ পরমাত্মা কল্কির রূপান্তর হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সহস্র সূর্য্য-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ রূপের আবির্ভাব হইল। ভূষণের ভূষণস্বরূপ সেই অপূর্ব্ব শরীরে কেবল কৌস্তুভমণি শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অরূপ পুরুষ বৈকুণ্ঠগমনের নিমিত্ত অপরূপ রূপ অবলম্বন করিলে সুরপুরে সুরগণ সুবাস কুসুমবর্ষণ ও সুমধুর দুন্দুভিস্বনে স্তব করিতে লাগিলেন এবং ধরাতলে কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত জীবই নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। পদ্মা ও রমা এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয় অবলোকন করিয়া অনলে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ কল্কির আদেশানুসারে পরমসুখে ও নিরাপদে ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কল্কির নিতান্ত বশম্বদ মহারাজ মরু ও দেবাপি সুনিয়মে প্রজাপালন পূর্ব্বক পৃথিবী রক্ষা করিতে লাগিলেন। নরপতি বিশাখযূপ কল্কির বৈকুণ্ঠগমন শ্রবণে আপন পুত্রের উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিলেন। অন্যান্য নরপতিগণ কল্কির বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার রূপ ধ্যান ও তাঁহারই নাম জপ করিতে করিতে রাজপদে বিরত হইলেন। শুক এইরূপে লোক-পাবন কল্কি-বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া নরনারায়ণাশ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং মার্কণ্ডেয়াদি শান্তি-পরায়ণ মুনিগণ কল্কির প্রভাব শ্রবণ করিয়া তাঁহারই যশোগান করিতে লাগিলেন।

যাঁহার শাসনসময়ে পৃথিবীতে কেহই অধার্ম্মিক, অল্পায়ু, দরিদ্র, পাষণ্ড অথবা স্বার্থপর ছিলনা; যাঁহার শাসনসময়ে আধি, ব্যাধি

ও ক্লেশপ্রভৃতি দৈব, ভূত ও আত্মসম্ভূত অমঙ্গল একবারে তিরোহিত হইয়াছিল এবং যাঁহার শাসন-সময়ে জীবগণ মৎসরহীন হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিত, আমি সেই ভগবান্ কল্কির পবিত্র অবতার-কথা আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই পবিত্র আখ্যান স্বর্গপ্রদ, যশোবর্দ্ধন, আয়ুষ্কর ও পরম স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ। ইহা শ্রবণ করিলে পাপ, তাপ, শোক ও কলি-জনিত সমস্ত ক্লেশ দূর হয় এবং ইহা শ্রবণ করিলে সুখ ও মোক্ষপ্রভৃতি সমস্ত বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত এই কামপ্রদ পুরাণাখ্যান বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্ররূপ প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে পৃথিবীতল সুপ্রকাশিত হইবে।

ভৃগুবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শৌনক সমস্ত মুনিগণের সহিত এই হরিভক্তি-প্রদায়িনী লোক-পাবনী অবতার-বাণী শ্রবণপূর্ব্বক পরম-হর্ষে লোমহর্ষণ-পুত্রকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করিয়া গঙ্গাস্তব শুনিবার মানসে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

---

## বিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, সূত ! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, মুনিগণ গঙ্গার স্তব করিয়া কল্কির নিকট আগমন করিলেন ; এক্ষণে আমরা ভক্তিপূর্ব্বক সেই সর্ব্বপাপনাশন মোক্ষাদি শুভপ্রদ গঙ্গাস্তব শ্রবণ করিতে বাসনা করি ; অতএব তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! পূর্ব্বে ঋষিগণ যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন

এবং যাহা পাঠ করিলে জীবের শোকমোহাদি তিরোহিত হয় সেই গঙ্গাস্তব বলিতেছি, শ্রবণ করুন। "এই সুরতরঙ্গিণী ভগবান্ হরির চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া ভুবনস্থ জীবগণকে সংসার-সাগর হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন। ইহাঁর পাপ-নাশন পবিত্র সলিল দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়। এই শুভদায়িনীর প্রসাদে জীবের ভবভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। এই কলুষনাশিনী মুক্তিদায়িনী গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমনপূর্ব্বক সুর-করীন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়া অবনীতে বিরাজিত হইয়াছেন। ইনি মহেশের শিরোভূষণ এবং শৈলশিরে শ্বেত পতাকাস্বরূপ। সুর, অসুর, নর অথবা উরগ-গণের কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও ইহাঁর স্তব করিয়া থাকেন। এই ভাগীরথী সুমেরুশিখর বিদারণ করিয়া লতা-রূপে ত্রিলোক আচ্ছন্ন করিয়াছেন। ইনি মুক্তিরূপ-বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া পিতামহের কমণ্ডলুতে বদ্ধমূল হইয়াছেন। বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ আলবালরূপে সর্ব্বদাই ইহাঁকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই লতারূপিণী তরঙ্গিণী সুখরূপ পত্র ও সুধর্ম্মরূপ ফলসমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছেন। ইনি সুরপুরে মন্দাকিনীনামে অভি-হিত হইয়া থাকেন। সগরবংশীয়েরা ইহাঁ হইতেই মুক্তিলাভ করি-য়াছেন। ইহাঁর বিমল সলিল সন্দর্শন কিম্বা বিমল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে অথবা ইহাঁকে প্রণাম করিলে সমুদায় দুরিত বিদূরিত হইয়া যায়। আহা! মালায়মান জল-বিহঙ্গমগণে এই মুনিবর-তনয়ার কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে। ইনি শৈলরাজের শিখররূপ উন্নত পয়োধরে, সুলোল লহরীরূপ সুকোমল করে, ফেনরাশিরূপ মনো-হর হাস্যে ও বিপ্রগণের পূজোপকরণরূপ কমলমালায় সুশোভিত হইয়া মরালের ন্যায় রসালস গমনে যেন যথার্থই জলধিজায়ার ন্যায়

শোভা পাইতেছেন। ইহাঁর সুবিমল সলিলের মধ্যে কোথাও সুমধুর কলকলস্বন সমুত্থিত হইতেছে, কোথাও চঞ্চল জল-জন্তুগণ অধীর হইয়া বিচরণ করিতেছে; কোথাও মনুষ্যগণ মহানন্দে অবগাহন করিয়াছে, কোথাও মুনিগণ স্তব করিতেছেন, কোথাও অনন্তদেব স্বয়ং পূজা করিতেছেন, কোথাও বা সলিলাংশ সবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, আর কোথাও বা রবি-কিরণে সুচিকণ হইয়া উঠিয়াছে। এই ভীষ্মজননী সর্ব্বত্রই জয় বিস্তার করিতেছেন। এই পৃথিবীতে যিনি ভাগীরথীকে প্রণাম করেন তিনিই কুশলশালী; যিনি মন্দাকিনীকে স্মরণ করেন তিনিই পুরুষোত্তম, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক জাহ্নবীনাম জপ করেন তিনিই তপোধন এবং যিনি সর্ব্বদা সুরতরঙ্গিণীর সেবা করেন তিনিই প্রভাবশীল ও সর্ব্ববিজয়ী। হে ত্রিপথগামিনি! কতদিনে আমার এমন শুভদিনের উদয় হইবে, যে দিন আমি আনন্দের সহিত দেখিতে পাইব যে, আমার এই দেহ আপনার মনোহর তীরে নিপতিত; পক্ষী, শৃগাল ও মীনগণকর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত ও এই পবিত্র সলিলে সুসিক্ত হইয়া আপনারই চঞ্চল লহরীলীলায় বাহিত হইতেছে এবং সুর, নর ও উরগগণ আমার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছেন। হে গঙ্গে! কতদিনে আপনার বিমল তীরে বাস, বিমল জলে স্নান, বিমল নাম স্মরণ, বিমল রূপ দর্শন ও বিমল মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেই আমার মন একবারে চিরনিবিষ্ট হইবে, এবং কতদিনেই বা আমি আপনার সেবা ও স্তবপ্রভাবে পাপবিহীন হইয়া শান্তচিত্তে এবং সানন্দে বিচরণ করিব"।

হে মহর্ষিগণ! পূর্ব্বে, মুনিগণ এই অনুত্তম গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়াছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা এই সর্ব্বপাপ-নাশন গঙ্গাস্তব পাঠ অথবা শ্রবণ করিলেও জীবের আয়ু, যশ, স্বর্গ ও গঙ্গার সালোক্য লাভ

হইয়া থাকে। হে ভার্গব! আমি মহাত্মা শুকদেবের নিকট এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে আপনাদিগকেও শ্রবণ করাইলাম। মহাবিষ্ণু কল্কির অদ্ভুত অবতার-কথা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে জীবের সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া যায়।

---

## একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এই কল্কি পুরাণে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রথমেই শুকমার্কণ্ডেয় সংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার পর অধর্ম্মের বংশ কথন, কলি-বিবরণ, পৃথিবী ও দেবতাদিগের ব্রহ্মলোকে গমন এবং ব্রহ্মার বাক্যানুসারে শম্ভলস্থ বিষ্ণুযশার গৃহে সুমতির গর্ব্ভে বিষ্ণুর ও তাঁহারই অংশভূত চারি সহোদরের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার পর পিতাপুত্র সংবাদ, ভগবানের উপনয়ন, পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ, বেদাধ্যয়ন, অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষা ও শিব-দর্শন বর্ণন করা হইয়াছে। তৎপরে কল্কির শিবস্তব পাঠ, বর-লাভ, শুকপ্রাপ্তি, শম্ভলে প্রত্যাগমন, জ্ঞাতিদিগের নিকট বর কীর্ত্তন এবং নরপতি বিশাখযূপের সমস্ত পরিচয় লিখিত হইয়াছে। তাহার পর শুকের আগমন, শুক-কল্কি সংবাদ, সিংহল বর্ণন, শিবের বরপ্রভাবে পদ্মা-স্বয়ম্বরে সমাগত নরপতিগণের স্ত্রীভাব প্রাপ্তি, পদ্মার বিষাদ, কল্কির-বিবাহোদ্যম, দৌত্যকার্য্যে শুককে প্রেরণ, শুকের সহিত পদ্মার সাক্ষাৎকার এবং শুক ও পদ্মা উভয়ের

পরিচয় বর্ণন করা হইয়াছে। তৎপরে পদ্মার বিষ্ণুপূজা, পাদাদি-কেশান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের ধ্যান, শুককে অলঙ্কার দান, শুকের প্রত্যাগমন, পদ্মাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত কল্কির প্রস্থান, উভয়ের মিলন, জলক্রীড়া প্রসঙ্গ, পদ্মার সহিত কল্কির বিবাহ, কল্কি-দর্শনে রাজাদিগের পুনর্ব্বার পুংস্ত্ব প্রাপ্তি, অনন্তের আগমন এবং সভামধ্যে রাজাদের পরিচয় লিখিত হইয়াছে। পরে অনন্ত কর্ত্তৃক আত্মবৃত্তান্ত কথন, শিবস্তব, পিতার মৃত্যুর পর মায়া প্রদর্শন ও বৈরাগ্যাবলম্বন কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহার পর রাজাদিগের প্রস্থান, পদ্মার সহিত কল্কির শম্ভলে আগমন, বিশ্বকর্ম্ম-বিধান, পদ্মার সহিত কল্কির অবস্থান, এবং জ্ঞাতি, বন্ধু, সহোদর, পুত্র ও সেনাগণের সহিত বুদ্ধ-নিগ্রহ ও রমণীগণের সহিত যুদ্ধের বিষয় কথিত হইয়াছে। অনন্তর বালখিল্য মুনিদিগের প্রার্থনা ও কল্কি কর্ত্তৃক সপুত্রা কুথোদরীর বধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর কল্কির হরিদ্বারে গমন, মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ, তথায় সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ বর্ণন, সূর্য্যবংশের প্রসঙ্গে সুমধুর রামচরিত কথন এবং মরু ও দেবাপির সহিত কল্কির যুদ্ধযাত্রা বর্ণন করা হইয়াছে। পরে কোকবিকোক বিনাশ, ভল্লাট নগরে গমন, শয্যাকর্ণাদির সহিত যুদ্ধ, সুশান্তা-সমীপে শশিধ্বজ কর্ত্তৃক বিষ্ণুভক্তি কীর্ত্তন, শশিধ্বজ কর্ত্তৃক রণস্থল হইতে কল্কি, ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে নিজ গৃহে আনয়ন, সুশান্তার স্তব, কল্কির সহিত রমার বিবাহ, শশিধ্বজের গৃধ্রত্বাদি পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন ও তাঁহার মোক্ষ বর্ণন করা হইয়াছে। তৎপরে বিষকন্যা মোচন, রাজাদিগের অভিষেচন, মায়াস্তব, শম্ভলে যজ্ঞাদি সাধন এবং নারদ হইতে বিষ্ণুযশার মুক্তিলাভ বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, সত্যপ্রবৃত্তি, রুক্মিণীব্রত, কল্কির

বিহার এবং পুত্রপৌত্রাদির উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে দেবগন্ধর্ব্বাদি সকলের শম্ভলে আগমন ও বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠগমন কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পরিশেষে শুককথা সমাপন করিয়া শুকের প্রস্থান ও মুনিগণোক্ত গঙ্গাস্তব কথিত হইয়াছে। এইরূপে পরমানন্দকর পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমাপ্ত হইল।

এই শ্রুতিমধুর কল্‌কিপুরাণ সমুদায় শাস্ত্রের সারস্বরূপ ও চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ। প্রলয়ান্তে ভগবান্ হরির মুখ হইতে লোকবিশ্রুত এই পুরাণ নিঃসৃত হয়; পরে দ্বিজরূপী বেদব্যাস ইহা পৃথিবীতে প্রচার করেন। ইহাতে কল্‌কিরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর অলৌকিক প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। যিনি সাধুসমাজে, তীর্থস্থলে অথবা পুণ্যাশ্রমে ভক্তিপূর্ব্বক এই বিষ্ণুভাবপূর্ণ বিমল পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করেন এবং তাহার পর গো, অশ্ব, গজ, সুবর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক সাদরে ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া থাকেন। বিধানানুসারে এই পুরাণ শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণগণ বেদ-পারগ হয়েন, ক্ষত্রিয়গণ ভূপতি হয়েন, বৈশ্যগণ ধনবান্ হয়েন এবং শূদ্রগণ মহত্ত্ব লাভ করে। এই পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে পুত্রার্থীর পুত্র, ধনার্থীর ধন এবং বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ হইয়া থাকে। লোমহর্ষণ-তনয় মহর্ষিগণকে ভক্তিপূর্ব্বক এই আখ্যান শ্রবণ করাইয়া তীর্থ-ভ্রমণ মানসে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি শৌনক ও অন্যান্য মুনিগণ সূতকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং ঐ পুণ্যাশ্রমে হরির ধ্যান ও যোগবলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন।

সর্ব্বপুরাণজ্ঞ, ব্রতশীল, লোমহর্ষণ-তনয় মুনিবর ব্যাস-শিষ্যকে নমস্কার। পুনঃপুন সমুদায় শাস্ত্র আলোচনার পর বিচার করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বদাই ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান

করা কর্ত্তব্য। বেদ, পুরাণ, ভারত ও রামায়ণপ্রভৃতি সমুদায় গ্রন্থেরই আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ভগবান্ হরির নাম কীর্ত্তন করা হইয়াছে। যিনি পৃথিবীতে নরপতিরূপে অবস্থান করিয়া বায়ুবেগ অশ্বে আরোহণ ও করে করবাল ধারণ পূর্ব্বক কলিকুল বিনাশ করিয়া সত্যধর্ম্মের পুনঃস্থাপন করেন সেই সর্ব্বলোকপাতা সজল-জলদ-শ্যাম ভগবান্ কল্কি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

---

তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ।

---

কল্কি পুরাণ সমাপ্ত।

# শুদ্ধিপত্র।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| গোলক | গোলোক | ৬ | ৬ |
| জন্ম | জন্ম | ৭ | ৭ |
| নিমুক্ত | নিযুক্ত | ৮ | ১১ |
| মুনিশ্বর | মুনীশ্বর | ৮ | ১৬ |
| [illegible] | খড়্গ | ১২ | ১৯ |
| কৌমদী | কৌমুদী | ১৯ | ১৯ |
| প্রানি | পাণি | ২১ | ২ |
| কৌমদী | কৌমুদী | ২১ | ২১ |
| মহারাজ ! | মহারাজ | ২২ | [illegible] |
| কৌন্তেয় | কৌশেয় | ২৪ | ৩ |
| অনন্ত | অত্যন্ত | ২৪ | ১৮ |
| বিযয় | বিষয় | ২৬ | ৭ |
| সভার | সভায় | ২৭ | ৫ |
| তোমায় | তোমার | ৩৭ | ৩ |
| (সলিলে অতিরিক্ত আছে) | | ৩৯ | ১১ |
| চতুষ্পতে | চতুষ্পথে | ৪১ | ২০ |
| [illegible] | ইন্দ্রচাপ | ৪৫ | ১৬ |
| [illegible] | করিয়াছি | ৫০ | ১৫ |
| যেই | সেই | ৫৪ | ১ |
| বিস্ময়াবিষ্ট | বিস্ময়াবিষ্ট | ৫৭ | ১৩ |
| হয় | হন | ৬০ | ২০ |
| [illegible] | রূপা | ৬০ | ২২ |
| কৌমদী | কৌমুদী | ৬১ | ১৬ |
| [illegible] | উপায় | ৬১ | ১৮ |